ক্যাট্রিওনা

আলেকজান্ডার দ্যুমা

এক

সতেরোশো একান্ন খ্রিস্টাব্দের পঁচিশে আগস্ট। দিন তারিখ সবই আমার পরিষ্কার মনে আছে। বেলা তখন প্রায় দুটোর মত। ব্রিটিশ লিনেন কোম্পানিতে ব্যাঙ্ক একাউন্ট খুলে রাস্তায় বের হলাম। বিদায়ের সময়ে সব কর্মচারীরা আমাকে শুভেচ্ছা জানাল। একজন পিয়ন টাকার ব্যাগটা নিয়ে আমার সঙ্গে আসছে।

দু'দিন আগেও আমি ছিলাম রাস্তার ফকির। কাপড়চোপড় ময়লা ও ছেঁড়া, আর পকেট প্রায় খালি। আমার বন্ধু, অ্যালেন ব্রেক, পালিয়ে বেড়াচ্ছে; কারণ সে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত রাজদ্রোহী। সরকারের দৃষ্টিতে আমিও অপরাধী, আমাকে ধরিয়ে দেবার জন্যে পুরস্কার ঘোষণা করা হয়েছে।

কিন্তু আজ! সেই পথের ভিখিরি এই আমি আজ বিরাট এক ধনী জমিদার। ব্যাঙ্কে বান্ডিল বান্ডিল টাকা। আমার পকেটে একটা সুপারিশপত্র আছে, এটার সাহায্যে আমি হয়তো রাজার আক্রোশ থেকে রক্ষাও পেতে পারি।

আমার অবস্থার হঠাৎ এত পরিবর্তনের পরও আমি শান্ত ছিলাম শুধুমাত্র অ্যালেনের নিরাপত্তার কথা ভেবে। কাজটা যেমন কঠিন তেমনি বিপজ্জনকও বটে। সে চিন্তাতেই মন সবসময় অস্থির হয়ে আছে। তাছাড়া, এই শহরটা আমার কাছে তেমন ভাল লাগছে না। কারণ আমি তো গ্রামের ছেলে, প্রকৃতির

আবহাওয়ায় মানুষ হয়েছি। পাহাড়-পর্বত, নদ-নদী, বন, উপত্যকা, ফুলের হাসি, পাখির কাকলি—এসব নিয়েই আমার জীবন। তাই শহরের ব্যস্ততা, ইঁট কাঠের উঁচু উঁচু দালান, লোকজনের ভিড়, সবকিছুই আমার কাছে অসহ্য লাগছে। মনে হচ্ছে দম বন্ধ হয়ে এখনি মারা যাব। শহরের মানুষজনের সঙ্গে কিভাবে কথা বলতে হয় সেটাও আমার জানা নেই। তার ওপরে মিস্টার রেনকিলারের ছেলের আঁটসাঁট ছোটখাট জামা পরে আমাকে একদম মানাচ্ছে না।

তাই ঠিক করলাম প্রথমেই মার্কেটে গিয়ে আমার নিজের মাপমত পোশাক কিনব। তারপর ভাল দেখে একটা তরোয়াল। তাহলেই আমার বেশভূষা মোটামুটি ভদ্রলোকের মত হবে।

কিন্তু এখনও যে আমার আসল কাজগুলো বাকি রয়ে গেছে। সেগুলো হচ্ছে, মিস্টার রেনকিলারের চিঠি নিয়ে মিস্টার ব্যালফুরের সঙ্গে দেখা করা, অ্যাপিনের এজেন্ট ও উকিল মিস্টার স্টুয়ার্টের সঙ্গে ব্যবসায়িক বিষয় নিয়ে আলোচনা করা, তারপর সব শেষে স্কটল্যান্ডের লর্ড অ্যাডভোকেট মিস্টার উইলিয়াম গ্র্যান্টের সঙ্গে দেখা করা।

কিন্তু এদের ঠিকানা খুঁজে বের করা আমার জন্যে খুব কঠিন। কারণ আমি তো গ্রামের ছেলে, খোলা ময়দানে ছোটাছুটি করা অভ্যাস। শহরের এই আঁকাবাঁকা পথ, গলিগালা, অন্ধকার বাড়িঘর, এসবের মধ্যে কিভাবে যে আমি এঁদের খুঁজে বের করব তা বুঝতে পারছি না।

এখানে নাকি ছোট ছোট ছেলে আছে, যারা যে-কোন নতুন ঠিকানা খুঁজে বের করে দিতে পারে। এ কথা শহরে আসার আগেই আমি শুনেছি। এও শুনেছি, তারা নাকি আবার পুলিসের কাছে গোপনে সংবাদ পাচার করে। মানে এরা হচ্ছে খুদে গোয়েন্দা। সুতরাং বর্তমানে আমার যে অবস্থা তাতে এদের

সাহায্য নেয়া বিপজ্জনক।

তারপরেও আরেকটা বিষয় চিন্তা করার আছে। মিস্টার স্টুয়ার্টের সঙ্গে দেখা করার পর যদি লর্ড অ্যাডভোকেটের সঙ্গে দেখা করি, তাহলে বিপদ হতে পারে। কারণ এরা দু'জন হচ্ছেন দু'দলের। মিস্টার স্টুয়ার্ট অ্যালেনের পক্ষে। আর লর্ড অ্যাডভোকেট? তিনি তো অ্যালেনের বিপক্ষে।

তাই ঠিক করলাম, ব্যাঙ্কের পিয়নকে দিয়েই মিস্টার স্টুয়ার্টের ঠিকানা খুঁজে বের করব। এর জন্যে তাকে না হয় কিছু বকশিশও দেব। আর মিস্টার ব্যালফুরকে আমি নিজেই খুঁজব।

এসব নিয়ে চিন্তা করছি, এমন সময়ে ঝিরঝির করে বৃষ্টি পড়তে শুরু করল। নতুন কেনা কাপড়চোপড় নষ্ট হবার ভয়ে আমি গলির মুখে একটা বাড়ির বারান্দার নিচে এসে দাঁড়ালাম।

সবকিছুই আমার কাছে নতুন লাগছে। কোথায় কি ঘটছে না ঘটছে দেখার জন্যে গলির ভিতরে ঢুকে পড়লাম। আশপাশে বিভিন্ন ধাঁচের দু'তলা তিনতলা সব বাড়ি। বাড়িগুলো একটার গায়ে আরেকটা এমনভাবে ঘেঁষে আছে, শুধুমাত্র আকাশের ফালিটুকু দেখা যাচ্ছে।

বড় একটা বাড়ির জানালার দিকে আমার চোখ গেল। ঠিক তখনি হঠাৎ সৈন্যদলের মার্চ করার শব্দ ভেসে এল কানে। তারপর দেখি একদল অস্ত্রধারী সৈন্য মার্চ করতে করতে এদিকেই এগিয়ে আসছে। তাদের মাঝখানে কোট পরা এক ভদ্রলোককে দেখতে পেলাম। তিনি মাথাটা সামনের দিকে ঝুঁকিয়ে হাঁটছেন। চেহারা দেখে মনে হচ্ছে তাঁর বোধশক্তি প্রখর। তিনি বোধহয় আমাকে দেখলেন। কিন্তু ভদ্রলোকটি না থেমে এগিয়ে গেলেন।

সৈন্যদল তাঁকে একটা বাড়ির সামনে এনে দাঁড় করাল। তারপর দু'জন সৈন্য তাঁকে নিয়ে বাড়ির ভিতরে ঢুকল। বাকি সব সৈন্যরা রাস্তায় দাঁড়িয়ে থাকল।

রাস্তায় কিছু ঘটলে হয়, অমনি লোকজনের ভিড় জমে যাবে। এখানেও তাই হলো। ছেলে-মেয়ে, বুড়ো-বুড়ি সবাই সৈন্যদের চারদিক থেকে ঘিরে ফেলেছে। তবে একটু পরই আস্তে আস্তে ভিড় কমতে শুরু করল। এরপর সেখানে মাত্র তিনজন লোককে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা গেল। এদের মধ্যে একজন একটা মেয়ে। তার কাপড়চোপড় সাধারণ, তবে বেশ পরিষ্কার-পরিপাটি। আর বাকি দু'জন হচ্ছে মেয়েটির চাকর। তিনজনই তারা নিজেদের ভাষায় কথা বলছে। আর পকেটে হাত দিয়ে কি যেন খুঁজছে। মেয়েটি একটু পর পর চাকর দুটোকে বকাবকি করছে, আর তারা কাঁচুমাচু হয়ে কি সব যেন বলছে। বেশিরভাগ কথাই আমি বুঝতে পারছি না। শুধু একটা জিনিসই বুঝলাম, ওদের একটা সাড়ে চার পেনি হারিয়ে গেছে। আমার খুব হাসি পেল।

হঠাৎ আমার দিকে দৃষ্টি পড়ল মেয়েটির। আমিও এই প্রথম তাকে দেখলাম। জীবনে এমন একটা সময় আসতেই পারে যখন একটা মেয়ের মুখ কোন ছেলের মনে গেঁথে যাবে। তাকে যে নিখুঁত সুন্দরী হতে হবে তাও নয়। তবে এই মেয়েটা অপূর্ব–তারার মত উজ্জ্বল চোখ, ঠোঁট দুটো চিকন গোলাপের পাপড়ির মত। আমি অবাক হয়ে তার দিকে তাকিয়ে থাকলাম। অচেনা কোন মেয়ের দিকে এভাবে তাকিয়ে থাকা যে অভদ্রতা সে জ্ঞানও তখন আমার নেই। মেয়েটাও আমার দিকে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে, তার দু'চোখে অসীম বিস্ময়।

মনে হলো তার এই বিস্ময়ের কারণ আমার নতুন কাপড়চোপড়। এটা মনে হতেই আমার খুব লজ্জা লাগল। এতে ও কিছু বুঝল কিনা জানি না। একটু পর মেয়েটা তার চাকর দুটোকে সরিয়ে দিল। তবে দেখলাম দূরে গিয়েও তারা ঝগড়া করছে।

আগে অনেক মেয়েকেই আমার ভাল লেগেছে, কিন্তু কখনও

তাদের সঙ্গে আলাপ করিনি। আসলে মেয়েদের সঙ্গে কথা বলা আমার স্বভাবে নেই। কাজেই এই মেয়েটার সঙ্গেও কথা বলার ইচ্ছা ছিল না। কিন্তু মেয়েটা যে মনে করবে আমি তার কথা আড়াল থেকে শুনেছি, এটা সহ্য করাও আমার পক্ষে সম্ভব নয়। তাই এগিয়ে গিয়ে তাকে সালাম দিলাম। বললাম, 'আমি কিন্তু গ্যালিক ভাষা জানি না, তাই আপনারা যে সব কথা বলছিলেন তা আমি কিছুই বুঝিনি। এটা আমার এক বন্ধুর ভাষা। শুনতে আমার খুব ভাল লাগে। সেজন্যেই আমি আপনাদের কথা শুনছিলাম।'

মেয়েটাও সালামের উত্তর দিয়ে বলল, 'আপনি যাই শুনে থাকুন না কেন, আমার তাতে কিছুই আসে যায় না। রাস্তা দিয়ে কেউ গেলে, তার দিকে সবাই তাকাতে পারে। এ আর এমন কি!'

তার এই খোঁচা মারা কথা আমার খারাপ লাগল। মনে কষ্ট পেলাম ঠিকই, কিন্তু মুখে বললাম, 'আপনার মনে ব্যথা দেয়ার কোন ইচ্ছা আমার নেই। আমি পাড়াগাঁয়ের ছেলে, এই প্রথম এডিনবরা শহরে এসেছি, তাই এখানকার আদব-কায়দা আমার জানা নেই।'

মেয়েটা বলল, 'আমিও গ্রামের মেয়ে।'

আমি বললাম, 'সাত দিন আগেও আমি ব্যালকুইডারে ডানকানের বাড়িতে থেকে এসেছি।'

'ডানকানের বাড়িতে? স্বামী-স্ত্রী তারা দু'জনেই খুব মজার মানুষ।'

'ওঁরা আপনার পরিচিত?' আমি জিজ্ঞেস করলাম।

'হ্যাঁ, ব্যালকুইডারের সবাইকে আমি চিনি। তাঁরা যেখানে থাকেন, জায়গাটা বড়ই সুন্দর। জায়গাটা আমার খুব পছন্দ, আমি তো ওখানকারই মেয়ে। আর ডানকান তো আমাদের আত্মীয়।'

'তাহলে তো আমরা অচেনা নই। মিস্টার ডানকান আপনাদের আত্মীয়, আর আমার বন্ধু। আমার নাম ডেভিড

ব্যালফুর। দয়া করে আমাকে ভুলবেন না যেন! আজকের দিনটা সব দিক দিয়েই আমার জন্যে আনন্দের। আজই আমি জমিদারির দখল পেয়েছি, মহা বিপদ থেকে রেহাই পাবার কিছুটা সুযোগ এসেছে। বিশেষ করে আপনি ব্যালকুইডারের কথা মনে করে আমাকে একটু স্মরণ রাখবেন। সারাজীবন আপনার কথা আমারও মনে থাকবে সৌভাগ্যের দিনের স্মৃতি হিসেবে। এখন যদি আপনার নামটা বলেন তাহলে খুব ভাল হয়।'

'নাম? আমার নাম মুখে বলার মত নয়। আজ আমার নাম ধরে ডাকতে সবাই ভুলে গেছে। ক্যাট্রিওনা ড্রামন্ডই হচ্ছে এখন আমার আসল নাম।'

এবার আমি আসল ঘটনাটা বুঝলাম। সারা স্কটল্যান্ডে যার নাম বলতে সবাই ভয় পায়, সে হচ্ছে ম্যাক গ্রিগার। এই বংশের উপর রাজার রাগ আছে। কারণ এরা প্রত্যেকেই রাজদ্রোহী। ক্যাট্রিওনা যে এই বংশেরই একজন, সেটা বুঝলাম। এই মেয়ের কাছ থেকে দূরে সরে থাকাটাই আমার জন্যে মঙ্গল। কিন্তু আমি বরং তার সঙ্গে অন্তরঙ্গ হবারই চেষ্টা করলাম। তাকে বললাম, 'যাদের কথা আপনি একটু আগে বললেন তাদের একজন একদিন আমার সঙ্গে মিস্টার ডানকানের বাড়িতে কথা বলতে এসেছিল। রবিন হুইগ ওর নাম। আপনি বোধহয় তাকে চেনেন।'

'চিনি মানে! খুব ভাল করে চিনি। এই একটু আগে সৈন্যরা যাকে বাড়িতে নিয়ে গেল, উনি হচ্ছেন রবিনের ভাই, মানে আমার বাবা।'

'ও, আপনার বাবা! আচ্ছা, ওঁর নাম কি জেমস্ মোর?'

'হ্যাঁ, অবশ্যই; কিন্তু জানেন, উনি না আজ বিচারাধীন রাজবন্দী,' বলেই মেয়েটা চুপ করে গেল। মনে হয় সে ভাবল, যার সঙ্গে এই মাত্র পরিচয় হয়েছে তাকে এত কথা বলা উচিত নয়। তার একজন চাকরও গ্যালিক ভাষায় তাকে কি যেন বলল।

এই প্রথম চাকরটাকে আমি ভাল করে দেখলাম। লোকটা বেঁটে, হকিস্টিকের মত বাঁকা পা, লাল চুল আর বিশাল বড় মাথা।

ক্যাট্রিওনা তাকে বলল, 'নীল, তুমি যে আজ কি করলে! দেখো না, আজ যদি বাবা নস্যি না পান তাহলে তোমার কেমন বারোটা বাজান। এই বোকা, সাবধানে কাজ করতে পারো না?'

চাকরটার নাম যে নীল সেটা বুঝলাম। ক্যাট্রিওনাকে আমি বললাম, 'মিস্ ড্রামন্ড, আজ আমার শুভ দিন সে কথা আমি আপনাকে আগেই বলেছি। ব্যাঙ্কের পিয়ন টাকার ব্যাগ নিয়ে আমার সঙ্গেই আছে। তাছাড়া, আপনার দেশ থেকে আমি সেবাও তো পেয়ে এসেছি...'

'হ্যাঁ, তা ঠিক। কিন্তু আপনি তো আমার কোন নিকট আত্মীয়ের কাছ থেকে সেবা পাননি!'

'হ্যাঁ, তা পাইনি, তবে আপনার চাচা তাঁর বাঁশি শুনিয়ে আমাকে মুগ্ধ করেছেন। শুধু কি তাই! একটু আগে তো আমি আপনাকে আমার বন্ধু বলে ভাবতে বলেছি, তখন তো আপনি বাধা দেননি। এত সহজেই আপনি সব ভুলে গেলেন, এটা কি বিশ্বাস করা যায়?'

'আসলে সমস্যাটা তেমন কিছু নয়, যদি বড় ধরনের হত তাহলে অবশ্যই আপনাকে বলতাম, আর তাতে আপনিও আত্মতৃপ্তি পেতেন। আমার বাবা যে জেলে আছেন সেটা তো আমি আপনাকে বলেছি। ক'দিন ধরে রোজই তাঁকে অ্যাডভোকেটের বাড়িতে নিয়ে আসছে।'

'অ্যাডভোকেট? মানে মিস্টার গ্র্যান্ট?'

'হ্যাঁ, তাঁরই বাড়িতে। তবে কেন যে রোজ বাবাকে এখানে নিয়ে আসছে, আমি জানি না। মনে হয় এতে তাঁর ভালই হবে। তবে দেখা করা বা চিঠি দেয়ার কোন উপায় নেই। তাই প্রতিদিন

আমি এখানে এসে দাঁড়িয়ে থাকি তাঁকে এক পলক দেখার জন্যে, এটা-সেটা যে কোন একটা জিনিস দেবার জন্যে। আজ নস্যি দেবার কথা ভেবেছিলাম। কিন্তু এই গাধা নীল সাড়ে চার পেনি হারিয়ে সব গুলিয়ে দিয়েছে। তাই টাকার অভাবে বাবাকে আজ নস্যি কিনে দিতে পারব না। আর ওদিকে তিনি ভাববেন তাঁর মেয়ে তাঁকে ভুলে যাচ্ছে।'

সঙ্গে সঙ্গে পকেটে হাত দিয়ে আমি একটা ছ'পেনি বের করে নীলের হাতে দিয়ে বললাম, 'যাও, এখনি এক কৌটা নস্যি কিনে নিয়ে এসো।' আর ক্যাট্রিওনাকে বললাম, 'ব্যালকুইডার থেকেই আমি এই পেনি পেয়েছি।'

'আপনি যা করলেন, বাবার একজন বন্ধুও ঠিক তাই করত।'

'মিথ্যে বলব না। আমি আপনার বাবার সম্পর্কে তেমন কিছুই জানি না। তিনি কি করেন না করেন, তাও না। আপনার সঙ্গে আলাপ করে আমরা কিছুটা পরিচিত হয়েছি বৈ কি! এখন যদি আপনি আমাকে বন্ধু বলে ভাবেন তাহলে আমি খুবই খুশি হব।'

'কিন্তু বন্ধুত্ব তো একতরফা হয় না,' মেয়েটা বলল।

আমি বললাম, 'বন্ধুত্বে আমার তো কোন আপত্তি নেই।'

'সবই বুঝলাম। কিন্তু একটা জিনিস আমার খুব খারাপ লাগছে। সেটা হলো, এই কিছুক্ষণের পরিচয়ে আপনার কাছে হাত পাততে হলো, না জানি আপনি কি মনে করছেন।'

'মনে করার তো কিছু নেই। আপনি বরং মাথা থেকে সব ঝেড়ে ফেলে দেন, তাহলে দেখবেন আর খারাপ লাগছে না।'

'তা না হয় আপাতত ঝেড়ে ফেললাম, কিন্তু আপনার বাড়ি কোথায় সেটা আগে বলুন। যত তাড়াতাড়ি পারি আমি আপনার এই টাকা শোধ করে দেব।'

'আসলে এখনও আমি ঠিক করিনি কোথায় থাকব। এই এডিনবরা শহরে এসেছি এখনও তিন ঘণ্টা হয়নি। এখন আপনি

যদি আপনার ঠিকানা দেন তাহলে আমি নিজে গিয়ে আমার ছ'পেনি নিয়ে আসব এবং আপনাকে ঋণমুক্ত করব।'

'ঠিকানা? কিন্তু আপনাকে ঠিকানা দিলে আমার কোন ক্ষতি হবে না তো?'

'বিশ্বাস করে দিতে পারেন। আমার দ্বারা আপনার কোন ক্ষতি হবার কোনই সম্ভাবনা নেই।'

তারপর মেয়েটি বলল, 'আমি ডীন্ নামে এক গ্রামে থাকি। নদীর পাশেই আমাদের বাড়ি। মিসেস ড্রামন্ড ওগিলভির সঙ্গে থাকি। আপনি যদি আমাদের বাড়িতে যান তাহলে তিনি খুব খুশি হবেন।'

'হ্যাঁ, যাব বৈকি। খুব তাড়াতাড়ি যাব। তবে আজ যাই, কেমন!' তার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে আমি চলে এলাম।

দুই

মিস্টার চার্লস স্টুয়ার্ট একজন উকিল। অফিসে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে এলাম। অফিস রুমে ঢুকে দেখি তিনি কি যেন একটা দলিল খুব মনোযোগ দিয়ে পড়ছেন। তাঁর জন্যে অপেক্ষা করছি, এমন সময় হঠাৎ তিনি আমার দিকে তাকালেন। তখন আমি তাঁকে জিজ্ঞেস করলাম, 'আপনি কি মিস্টার চার্লস স্টুয়ার্ট?'

'হ্যাঁ, আমি কিন্তু আপনি কে? আপনাকে তো ঠিক চিনলাম না!'

'আমার নাম শুনলে আপনি আমাকে চিনবেন না। তবে আপনার বন্ধুর দেয়া একটা প্রমাণপত্র নিয়ে এসেছি। দেখলেই আপনি বুঝবেন। কিন্তু সেটা দেখানোর সময় বা আমি কিছু বলার সময় আমরা দু'জন ছাড়া আর কেউ থাকুক সেটা আমি চাই না।'

এ কথা শুনে উকিল সাহেব তাঁর পিয়নকে একটা কাজের দায়িত্ব দিয়ে বাইরে পাঠালেন। তারপর আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'এখন আপনি আপনার কথা নিশ্চিত মনে বলতে পারেন, আমি ছাড়া এখানে আর কেউ নেই। আমার ধারণা, আপনি স্টুয়ার্ট বা ওই বংশের কেউ।'

'আমি একজন শা-র জমিদার। আমার নাম ডেভিড ব্যালফুর। আমাকে যিনি আপনার কাছে পাঠিয়েছেন তার পাঠানো নিদর্শনটা দেখলেই আপনি তাকে চিনবেন।' এরপর তাঁকে আমি অ্যালেনের রুপোর বোতামটা দেখালাম।

সেটা দেখে মিস্টার স্টুয়ার্ট ঘাবড়ে গিয়ে বললেন, 'মি. ডেভিড, দয়া করে ওটা তাড়াতাড়ি লুকান। এই জিনিস আমি ভাল করেই চিনি। সেই দুর্ভাগা অ্যালেন এখন কোথায়?'

'ঠিক কোথায় থাকে সেটা জানি না, তবে কখন কোথায় গেলে তার সঙ্গে দেখা হবে সেটা আমাদের মধ্যে মোটামুটি ঠিক করা আছে। যেজন্যে আপনার কাছে এসেছি–যেভাবেই হোক অ্যালেনকে একটা ফরাসী জাহাজে তুলে দেবার ব্যবস্থা করে দিন।'

'ফ্রান্সে পাঠাতে চান? কিন্তু তাতে তো অনেক খরচ। কে দেবে সেটা? আমি তো জানি অ্যালেনের পকেট একদম খালি।'

'টাকা-পয়সার কথা আপনাকে চিন্তা করতে হবে না। সে দায়িত্ব আমার। আমার কাছে যে ব্যাগটা দেখছেন, তাতে অনেক টাকা আছে। এতেও যদি না হয়, তাহলে আরও টাকা আমি ব্যবস্থা করতে পারব,' এই বলে পিয়নের কাছ থেকে ব্যাগটা নিয়ে

উকিলের দিকে এগিয়ে দিলাম।

'মিস্টার ডেভিড, এইমাত্র বললেন আপনি নাকি শা-র জমিদার। তাহলে তো আপনি হুইগ্। হুইগ্ দলের লোক হয়ে তাদের শত্রুপক্ষ অ্যালেনের বোতাম আপনার কাছে, এটা কেমন অদ্ভুত লাগছে। সে হচ্ছে রাজদ্রোহী, তাকে ধরিয়ে দিতে পারলেই দু'শো পাউন্ড পুরস্কার দেয়া হবে। আর আপনি ধরিয়ে দেয়া তো দূরের কথা, তাকে ফ্রান্সে পাঠিয়ে দেবার ব্যবস্থা করতে এসেছেন। আমি এর আগে অনেক হুইগকে দেখেছি, কিন্তু আপনার মত এমন কাউকে দেখিনি।'

'অ্যালেন রাজদ্রোহী, নরহত্যার অভিযোগে অভিযুক্ত, এ-সব খুবই দুঃখজনক। কিন্তু ওকে অন্যায়ভাবে দায়ী করা হয়েছে। সে সম্পূর্ণ নির্দোষ। তার চেয়েও বড় কথা হচ্ছে, সে আমার বন্ধু।'

'অ্যালেন নিরপরাধ, এই কথা আমি আপনার মুখেই প্রথম শুনলাম।'

'শুধু অ্যালেন নয়, উকিল সাহেব! জেমস্ স্টুয়ার্টও নির্দোষ।'

'ওরা দু'জনই একই অভিযোগে অভিযুক্ত। অ্যালেন নির্দোষ, এটা যদি প্রমাণ হয় তাহলে জেমস্ স্টুয়ার্টও ছাড়া পাবে।'

তারপর তাকে আমি বললাম, কিভাবে আমার সঙ্গে অ্যালেনের পরিচয় হয়েছে, বনবাদাড় নদীনালা পেরিয়ে আমি আর অ্যালেন রাজার সৈন্যদের হাত থেকে কি করে পালিয়ে এসেছি, আমার জমিদারি কি করে ফিরে পেয়েছি, অ্যাপিন হত্যাকাণ্ডের সময় আমি ওখানেই ছিলাম।

চুপ করে আমার সব কথা মনোযোগ দিয়ে শুনলেন মিস্টার চার্লস স্টুয়ার্ট। তখন তাঁকে আমি বললাম, 'আমার যে কাজ সেটা সফল করতে হলে যে কোন উকিলের ওপর ভরসা করা যায় না। আমার সব কথাই তো আপনি শুনলেন। কিছুই আমি গোপন করিনি। এখন আপনি বলুন, আমাকে কি সাহায্য করতে

পারবেন?'

'আসলে এসব ঝামেলার মধ্যে আমি নিজেকে জড়াতে চাই না। কিন্তু আপনি অ্যালেনের কাছ থেকে এসেছেন, না করার উপায় আমার নেই। বলুন কি ধরনের সাহায্য আপনার দরকার।'

'সবার আগে অ্যালেনকে যে করেই হোক ফ্রান্সে পাঠাতে হবে।'

'বেশ! এরপর?'

'এরপর ক্লুনি ম্যাকফারসনকে দু'পাউন্ড পাঁচ শিলিং সাড়ে তিন পেনি পাঠাতে হবে। এই টাকা আমি তার কাছ থেকে ধার নিয়েছিলাম।'

'এটা তেমন কঠিন না। এরপর?'

'মিস্টার হেন্ডারল্যান্ড নামে এক লোক আর্ডওরে থাকেন। তাঁকেও দু'পাউন্ড পাঠাতে হবে।'

'হুম, বুঝলাম।'

'মিস্ অ্যালিসন হেস্টি নামে একটা মেয়ে লাইমকিলের এক সরাইখানাতে কাজ করে। সে আমাদের গোপনে নদী পার করার ব্যবস্থা করে দিয়েছিল। আমি আর অ্যালেন আজও বেঁচে আছি তারই কারণে। তাই আমার ইচ্ছা তাকে একটা দামী ভাল গাউন উপহার দেয়া। সেটা পরে ও যেন প্রতি রবিবার গির্জায় যেতে পারে। সব হিসাব করে আমাকে বলেন মোট কত লাগবে। আপনার পারিশ্রমিকও ধরবেন।'

মিস্টার চার্লস স্টুয়ার্ট হিসেব করে আমাকে বললেন, 'মিস্টার ডেভিড, আপনি আমাকে এত টাকা দিতে চাচ্ছেন কোন বিশ্বাসে?'

'কাজটা উচিত হচ্ছে কিনা সেটা ভাবার প্রশ্নই আসে না। একজনকে না একজনকে তো বিশ্বাস আমার করতেই হবে।'

'হ্যাঁ, তা ঠিক। কিন্তু জিজ্ঞেস করাটা আমার কর্তব্য।'

'সেজন্যে আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ। তবে এসব কথা আজকের মত এখানেই শেষ হোক। মিস্টার চার্লস স্টুয়ার্ট, আপনাকে কষ্ট করে আরেকটা কাজ করে দিতে হবে। সেটা হলো, আমাকে একটা থাকার জায়গা দিতে হবে। ও, হ্যাঁ, আরেকটা কথা, আপনি যে আমাকে থাকার জায়গা ঠিক করে দেবেন বা আপনার সঙ্গে আমার দেখা-টেখা হলো, এ-সব যেন কোন মতেই লর্ড অ্যাডভোকেট জানতে না পারেন।'

'এ ব্যাপারে আপনি নিশ্চিন্তে থাকতে পারেন। তবে আপনার মনে হয় মাথা ঠিক নেই, যদি থাকত তাহলে লর্ড অ্যাডভোকেটের কাছে যাবার কথা ভাবতেন না।'

'আমি নিজে, এই ডেভিড, আদালতে সাক্ষী দেব। এবং আমার দৃঢ় বিশ্বাস, অ্যালেন ও জেমস্ দু'জনেই মুক্তি পাবে।'

'আপনি কি আমার সঙ্গে কৌতুক করছেন?'

'একদমই না, মিস্টার চার্লস স্টুয়ার্ট।'

'বললেই হলো! আজ আপনি আমাকে যে সব কাজের দায়িত্ব দিয়েছেন, সেগুলো করতে কত ধরনের যে সমস্যায় পড়তে হবে তা তো আপনি ভাল করেই জানেন। এরপর যদি আপনি লর্ড অ্যাডভোকেটের কাছে যান তাহলে সমস্যাগুলো যে দ্বিগুণ হবে সে জ্ঞান কি আপনার আছে?'

'আছে, এসব ব্যাপারে আমার জ্ঞান খুব ভাল। কিন্তু তবুও আমাকে লর্ড অ্যাডভোকেটের কাছে যেতে হবে। আমার সাক্ষীতে যদি অ্যালেন আর জেমস্ বেঁচে যায় তাহলে আমি তাই করব।'

'আপনি কি মনে করছেন, লর্ড অ্যাডভোকেট সাহেব সাক্ষী দিতে আপনাকে ডাকবেন?'

'নিজে থেকে যাতে ডাকেন সে চেষ্টাই করব।'

'আমি আপনাকে বলে রাখছি, আপনার সব চেষ্টাই বৃথা যাবে। তারা যে জেমসের মুণ্ড চায়! ওকে ফাঁসিতে ঝোলাবেই।

অ্যালেনেরও তাই হবে। লর্ডের কাছে যেতে চাচ্ছেন যান, আমি আপনাকে বাধা দেব না, কিন্তু এতে যে কোন লাভ হবে না সে কথা লিখে দিতে পারি।'

'তাকে যতটা খারাপ ভাবছেন সে তো অত খারাপ নাও হতে পারে।'

'এখানে তো শুধু লর্ড অ্যাডভোকেটের ব্যাপার নয়, এর পিছনে যে ক্যাম্বেল গোষ্ঠীর জিদ রয়েছে। ইচ্ছা থাকলেও লর্ড তাদের বিরুদ্ধে যেতে পারবেন না। মাঝখান থেকে আপনি হয়তো বিপদে পড়ে যাবেন। বন্ধুকে বাঁচাতে গিয়ে নিজেই ফাঁসিতে ঝুলবেন।'

'কিন্তু তাও আমাকে একবার চেষ্টা করতে হবে

'তারমানে নিজে যতক্ষণ না ফাঁসিতে ঝুলছেন, ততক্ষণ স্বস্তি পাবেন না?'

'সে আপনি যা খুশি ভাবতে পারেন।'

'আমার গোষ্ঠীর লোকদের প্রতি আপনার যে সহানুভূতি সেটা সত্যিই খুব প্রশংসনীয়। এর জন্যে আপনাকে ধন্যবাদ জানাই। তবে আপনার এই গোঁয়ার্তুমি আমার একদম অসহ্য লাগছে। যেখানে ক্যাম্বেলদের রাজত্ব, ক্যাম্বেলদের কোর্ট, ক্যাম্বেল জুরি, ক্যাম্বেল বিচারক, ক্যাম্বেলরা বিচারপ্রার্থী, সেখানে আমি নিজেও আমার গোষ্ঠীর জন্যে এই কাজ করতে সাহস পেতাম না।'

এরপর মিস্টার স্টুয়ার্টের পিয়নটা এল তাকে দেখে তিনি আলোচনা বন্ধ করে বললেন, 'আসুন, মিস্টার ডেভিড, আমরা তিনজন মিলে দুপুরের খাবারটা খেয়ে নিই পরে না হয় কাজের কথা হবে। আর আপনার থাকার ব্যবস্থাও তো করতে হবে।'

খাওয়াদাওয়া শেষ করে আমরা আবারও মিস্টার স্টুয়ার্টের অফিসে এলাম। তিনি অ্যালেনকে ফ্রান্সে পাঠানোর সব ব্যবস্থা করলেন। আর আমাকে খুব সুন্দর একটা জায়গায় থাকার ব্যবস্থা

করে দিলেন। আমি তাঁকে প্রয়োজনমত টাকা পয়সা বুঝিয়ে দিয়ে নতুন জায়গায় চলে এলাম।

তিন

খুব দেরিতে আমার ঘুম ভাঙল। নতুন জায়গা বলে হয়তো। সে যাই হোক, আমি তাড়াতাড়ি করে নতুন কাপড়চোপড় পরে সকালের নাস্তাটা খেয়ে নিলাম। এরপর পিলরিগে যাবার জন্যে রাস্তায় বের হলাম, ব্যালফুরের কাছে যাব বলে। তাঁর কাছে যাবার কারণ হচ্ছে, লর্ড অ্যাডভোকেটের নামে একটা পরিচয়-পত্র নিতে হবে। রাস্তায় চলতে চলতে অনেক কিছুই মনে হতে লাগল। যাক্ বাবা, অ্যালেনের একটা ব্যবস্থা হয়েছে। ওর জন্যে আর চিন্তার কিছু নেই। যত চিন্তা এখন জেমসকে নিয়ে। তাকে বাঁচানোর যে চেষ্টা, সেটা যেন পাহাড়ের চূড়ায় উঠে যে-কোন সময় ধাক্কা খেয়ে নিচে পড়ে মরে যাবার জন্যে তৈরি থাকা!

কেন আমি এত ঝামেলায় জড়াচ্ছি? কে হয় জেমস্ আমার? ওর স্ত্রীর অসহায় কাতর চেহারা ভেসে উঠল চোখের সামনে! নিজের দেশের জন্যে কত কষ্টই না করেছে এই জেমস্। এসব মনে হওয়াতে আমি আমার কর্তব্য পালনের জন্যে নিজেকে তৈরি করলাম।

রাস্তায় যেতে যেতে দেখি একটা মঞ্চে দু'জন লোককে ফাঁসি দেয়া হচ্ছে। তখন নিয়ম ছিল যাদের ফাঁসি হত তাদের সারা

গায়ে আলকাতরা মাখানো হত। এদের বেলাতেও তাই হয়েছে। বাতাসে মৃতদেহ দুটো দুলছে, আর তাদের গলার শিকল দুটো ঝনঝন করে বাজছে। ফাঁসির মঞ্চে চামড়া ঝুলে যাওয়া এক বৃদ্ধা মুখটা ম্লান করে বসে আছে। এই অমানবিক দৃশ্য দেখে আমার সারা শরীর কেঁপে উঠল।

আমি বৃদ্ধাকে জিজ্ঞেস করলাম, 'বুড়িমা, এরা কি তোমার কেউ হয়? কি কারণে এদের ফাঁসি হলো?'

বুড়িমা বলল, 'হ্যাঁ, বাবা, এরা আমার ছেলে। দেশের জন্যে কাজ করতে গিয়ে এদের এই অবস্থা।' তাঁর চোখ দুটো পানিতে ছলছল করছে। বুড়িমা চোখের পানি মুছে আমাকে বলল, 'তোমার হাতটা একটু দেখি তো, বাবা। দেখা যাক বিধাতা তোমার কপালে কি লিখেছেন।'

উনি হাত দেখতে জানেন! কি না কি বলবেন, তাই আমি হাত দেখালাম না। তাঁকে বললাম, 'খোদা কপালে যা লিখে রেখেছেন, তা তো হবেই। শুধু শুধু আগে জেনে লাভ কি?'

এই কথা শুনে বুড়িমা আমার দিকে একদৃষ্টিতে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইলেন। তারপর বললেন, 'একটি সুন্দর মেয়ে, গায়ে ওভারকোট; পালক দেয়া টুপি মাথায় এক লোক; পরচুলা পরা একজন পদস্থ রাজপুরুষ, আর ফাঁসির দড়ির ছায়া–তোমার কপালে তো এদেরই চিহ্ন দেখতে পাচ্ছি, বাছা!'

বুড়িমার কথা শুনে আমি অবাক হয়ে গেলাম। ক্যাট্রিওনা বা অ্যালেনের কথা তো তিনি জানেন না। তাহলে? আরও কি শুনতে হয়, এই ভয়ে আমি তাড়াতাড়ি ওখান থেকে চলে এলাম।

একটু পরেই পায়ে হাঁটার পথ। দু'পাশে বনজঙ্গল। বনের মাঝে পাখির কাকলি। প্রকৃতির এই সুন্দর দৃশ্য দেখে আস্তে আস্তে বুড়ির কথাগুলো মন থেকে চলে গেল। নিজেকে অনেকটা হালকা লাগল। আমি আবার স্বাভাবিকভাবে পিলরিগের দিকে

এগুতে লাগলাম।

একটু পরেই মিস্টার ব্যালফুরের বাড়িতে এসে পড়লাম। চমৎকার একটা বাড়ি। মনে হচ্ছে যেন ছবি আঁকা। বাড়ির পাশেই বাগান। সদর দরজার সামনে একটা তেজী ঘোড়ায় জিন লাগানো রয়েছে। বোধহয় মিস্টার ব্যালফুর কোথাও যাবেন।

মিস্টার ব্যালফুর পড়ার রুমেই ছিলেন। খবর দেয়াতে তিনি আমাকে ডেকে পাঠালেন। ঢুকে দেখি ঘরটাতে বিভিন্ন ধরনের বই আর বাদ্যযন্ত্রে ভর্তি। বুঝলাম তিনি শুধু বিদ্বান নন, গান বাজনারও ভক্ত।

আমি বসতেই তিনি আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, 'কি ডেভিড, কেমন আছ? এখন বলো, তুমি আমার কাছে কি ধরনের সাহায্য চাও? তুমি আমার চেয়ে বয়েসে অনেক ছোট, তাই তুমি করে বললাম।'

আমি বললাম, 'মিস্টার ব্যালফুর, আপনার কাজ হচ্ছে লর্ড অ্যাডভোকেটকে একটা চিঠি দেয়া।'

'চিঠি? এ আর এমন কঠিন কি! তবে চিঠিতে কি লিখব?'

'এখন যদি সব আপনাকে খুলে বলি, তাহলে তো আপনি আর লিখতেই চাইবেন না।'

'তোমার ব্যাপারে অবশ্য অনেক কিছুই লিখেছেন আমার কাছে মিস্টার রেনকিলার। তবে তুমি রাজনৈতিক দলে কতটা জড়িয়েছ সেটা না জানলে আমি তোমাকে কি করে সাহায্য করব, বলো?'

'আমি রাজনৈতিক দলে জড়িয়েছি কি জড়াইনি, সেটা তো আপনার জানার দরকার নেই। আপনি শুধু লর্ড অ্যাডভোকেটকে লিখুন, আমি ভদ্রঘরের সন্তান, আমার আর্থিক অবস্থাও মোটামুটি ভাল। এগুলো তো আর মিথ্যে নয়।'

'এসব কথা তো মিস্টার রেনকিলারই আমাকে লিখেছেন।'

আমি আবারও তাঁকে বললাম, 'আপনি এটাও লিখুন যে আমি প্রতিদিন গির্জায় যাই। রাজা জর্জের প্রতি আমার শ্রদ্ধা অন্য কারও চেয়ে কম নয়।'

তিনি বললেন, 'এসব লেখা তো তেমন ব্যাপার নয়।'

'এবং শেষে আপনি আরেকটা কথা যোগ করতে পারেন। একটা গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারে আমি লর্ড অ্যাডভোকেটের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে চাই।'

'ব্যাপারটা কতটুকু গুরুত্বপূর্ণ সেটা না জানলে কি করে লিখব?'

'তাহলে শুধু এটাই লেখেন, আমি যাতে কোন বিপদে না পড়ি।'

'তুমি বিপদে পড়বে? এ আবার কেমন কথা! ব্যাপারটা তো আমার কাছে খুব জটিল লাগছে। শোনো, ডেভিড, সব কিছু ভালভাবে না জেনে আমি কিছু করতে পারব না। দয়া করে তুমি আমাকে ভুল বুঝো না।'

'তাহলে আপনাকে সংক্ষেপে বলি, কেমন?'

'ঠিক আছে।'

'আমি অ্যাপিন হত্যাকাণ্ডের কথা বলতে চাইছি।'

'হয়েছে হয়েছে। আর বলতে হবে না।'

'আমি কি বলি সেটা আগে শুনুন।'

'আর শোনাশুনির দরকার নেই। এসব ব্যাপারে আমি আর কিছুই জানতে চাই না। তবে তোমাকে যে একেবারে সাহায্য করব না, তা নয়। তুমি আমি একই গোষ্ঠীর, তার উপর মিস্টার রেনকিলার লিখেছেন, তাই আমার দ্বারা যতটুকু সাহায্য করা সম্ভব ঠিক ততটুকুই করব। মিস্টার ডেভিড, তুমি হচ্ছ ছেলেমানুষ, তাই আমার উচিত তোমাকে সাবধান করা। শোনো, তুমি যে আগুন নিয়ে খেলতে চাইছ তা সত্যিই মারাত্মক। তাই আমি বলছি, এই

খেলায় নামার আগে ভাল করে ভেবে নাও।'

'সব কিছু চিন্তা করেই আমি আপনার কাছে এসেছি। মিস্টার রেনকিলারও আপনার মত আমাকে বাধা দিয়েছিলেন। কিন্তু আমার সব কথা শুনে শেষ পর্যন্ত তিনি মত দিলেন। তাঁর চিঠি পড়ে তো আপনি নিশ্চয়ই সব বুঝতে পারছেন। মাথার উপরে খোদা আছেন, আমি মনে করি তিনিই আমাকে রক্ষা করবেন।'

লর্ড অ্যাডভোকেটকে চিঠি লিখে মিস্টার ব্যালফুর আমার হাতে ধরিয়ে দিয়ে বললেন, 'পড়ে দেখো, এতে তোমার কাজ হবে কিনা।'

তিনি চিঠিতে লিখেছেন:

পিলরিগ, ২৬ আগস্ট, ১৭৫১

লর্ড মহোদয়!

এই চিঠি নিয়ে আপনার কাছে যে যাচ্ছে সে হলো আমার আত্মীয়। তার নাম মিস্টার ডেভিড ব্যালফুর। সে শা-র জমিদার। ভদ্রঘরের ছেলে এবং বেশ ধনী। সে খোদাকে খুব মানে এবং রাজনীতির সঙ্গে জড়িত নয়। সে একটা গুরুতর ব্যাপারে ন্যায়বিচারের জন্যে আপনার কাছে যাচ্ছে মিস্টার ডেভিড আমাকে সব খুলে বলেননি, তাই আপনাকে বলতে পারছি না আমি জানি আপনি সবকিছু সুষ্ঠুভাবে বিচার করতে পছন্দ করেন। তাই আমি আশা করব, সে-আপনার কাছে সবরকম সাহায্য সহযোগিতা পাবে ও যা বলতে চাচ্ছে, সে ব্যাপারে তার একাধিক বন্ধুর সম্মতি আছে। অতএব তারা তার সফলতা বা বিফলতার জন্যে অধীর আগ্রহ নিয়ে অপেক্ষা করছে

চিঠিটা আমার পড়া শেষ হতে মিস্টার ব্যালফুর বললেন, 'ডেভিড, যা লিখে দিয়েছি, আমার মনে হয় এতেই তোমার কাজ

হবে। খোদা তোমার প্রতি সদয় হন। এবং তুমি যেন সফল হও এই কামনায় করি।'

'অসংখ্য ধন্যবাদ আপনাকে, মিস্টার ব্যালফুর। আপনি যে এতটা লিখবেন, আমি ভাবিনি। এ জন্যে আমি আপনার কাছে চিরকৃতজ্ঞ।'

চার

আমি আর দেরি না করে লর্ড অ্যাডভোকেটের সঙ্গে দেখা করার জন্যে বেরিয়ে পড়লাম। তাঁর বাড়িতে পৌঁছে দেখি তিনি বাইরে কোথাও গেছেন। অগত্যা আমি তাঁর অপেক্ষায় বসে রইলাম।

বসে আছি তা প্রায় দু'তিন ঘণ্টা কেটে গেছে। কিন্তু তিনি ইতিমধ্যে ফিরেছেন কিনা বুঝতে পারলাম না। তাই বাধ্য হয়েই আমি টেবিলের ওপর যেসব বই আর ম্যাগাজিন ছিল, সেগুলো একটা একটা করে দেখতে লাগলাম।

সন্ধ্যার পরে মোটাসোটা এক ভদ্রলোক ঘরে ঢুকলেন। তাঁকে দেখে আমি সালাম দিলাম।

আমার সালামের উত্তর দিয়ে তিনি জিজ্ঞেস করলেন: 'কে আপনি?'

আমি তাঁকে বললাম, 'পিলরিগের মিস্টার ব্যালফুরের একটা চিঠি নিয়ে আমি লর্ড অ্যাডভোকেটের সঙ্গে দেখা করতে এসেছি।'

'এসেছেন কতক্ষণ হয়েছে?'

'এই ধরেন কয়েক ঘণ্টা।'

'এতক্ষণ এসেছেন, অথচ আমাকে কেউ একটু খবরও দেয়নি! যাকগে, আপনি যার সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন আমিই সেই মিস্টার গ্র্যান্ট,' এই বলে তিনি আমাকে নিয়ে পাশের রুমে ঢুকলেন।

আমি বসতেই তিনি আমাকে বললেন, 'এবারে ব্যালফুরের চিঠিটা দিন।'

আমি তাঁর হাতে চিঠিটা দিলাম। তিনি খুব মনোযোগ দিয়ে দু'বার পড়লেন। পড়া শেষ করে আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'মিস্টার ডেভিড, আপনার সঙ্গে পরিচিত হয়ে খুশি হলাম। আসুন এক গ্লাস হুইস্কি খাওয়া যাক।'

'মিস্টার গ্র্যান্ট, আপনি আমায় মাফ করুন। এই চিঠি পড়ে আপনি নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন যে আমি কত জরুরী একটা কাজে আপনার কাছে এসেছি। এখন যদি আমি এসব খাই তাহলে আমার মাথা এলোমেলো হয়ে যেতে পারে। তাছাড়া, হুইস্কি খাওয়া আমার অভ্যাসে নেই।'

'আমি খেলে কি আপনার আপত্তি আছে?'

'না, অবশ্যই না।'

'তাহলে মিস্টার ব্যালফুর, আমি আপনাকে এখন কি দিয়ে আপ্যায়িত করব?'

'দেখা করার জন্যে আপনি এমন তাগাদা দিয়েছেন, তাতেই আমি আপ্যায়িত হয়েছি বলে মনে করছি।'

'কথাটা কেমন জানি ধাঁধার মত লাগছে।'

'জানেন, আমি এখন আপনার কাছে দু'শো পাউন্ড পুরস্কার দাবি করতে পারি।'

'কেন?'

'আমাকে ধরিয়ে দেবার জন্যে যে হুলিয়া বের হয়েছে তাতে দু'শো পাউন্ডই পুরস্কার ঘোষণা করা হয়েছে।'

'ঠিক বুঝলাম না।'

'হুলিয়ার ভাষাটা শুনুন, তাহলে বুঝবেন।—লম্বা-চওড়া যুবক ছেলে। বয়স আঠারো। না আছে দাড়ি, না আছে গোঁফ। কথা বলে লোল্যান্ডারদের মত করে।'

'ও, এবার সব মনে পড়েছে। শুনুন মিস্টার ডেভিড ব্যালফুর, আপনি যদি আমার সঙ্গে ঠাট্টা-তামাশা করতে এসে থাকেন, তাহলে লাভের চেয়ে বরং ক্ষতিই হবে আপনার।'

'না-না, মিস্টার গ্র্যান্ট, আমি আপনার সঙ্গে ঠাট্টা করতে আসিনি। বরং উল্টোটাই সত্যি। আমার জীবন-মরণ যেরকম গুরুত্বপূর্ণ, আপনার সঙ্গে দেখা করাটাও সেরকম। কারণ, কলিন ক্যাম্বেল গুলিবিদ্ধ হবার ঠিক আগের মুহূর্তে যার সঙ্গে তাঁর শেষ বারের মত কথা হয়েছিল, আমিই হচ্ছি সেই ছেলে।'

'এখানে যখন আপনি আমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন তখন অবশ্যই আপনি নিজেকে অপরাধী বলে মনে করেন না?'

'আপনি ঠিকই ধরেছেন। আমি রাজা জর্জের একজন অনুগত প্রজা। অপরাধী হলে অবশ্যই এখানে আসতাম না।'

'শুনে খুশি হলাম। তবে অ্যাপিন হত্যার ঘটনাটা এতই নিষ্ঠুর যে ক্ষমার অযোগ্য। রাজকর্মচারীকে হত্যা করা মানে রাজার বিরুদ্ধাচরণ করা। আর যারা এই হত্যাকাণ্ডে জড়িত তারাই আইনের চোখে রাজদ্রোহী। আমি মনে করি এটা মারাত্মক অপরাধ। দেশের রাজার বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ, এর মানে তাকে ব্যক্তিগতভাবে চ্যালেঞ্জ করা।'

'মিস্টার গ্র্যান্ট, ক্ষমা করবেন—শুনেছি, রাজা ছাড়াও দেশের আরেকজন বেশ নামকরা ব্যক্তির স্বার্থ এখানে জড়িয়ে আছে। অবশ্য আমি তাঁর নাম বলতে চাই না।'

'আপনার কথা আমি ঠিক বুঝতে পারছি না। তবে কথাটা খুব খারাপ শোনাচ্ছে। তাছাড়া, এই কথা বলায় আপনার কি অবস্থা হতে পারে সেটাও হয়তো বুঝতে পারছেন না। যদি বুঝতেন, তাহলে যেখানে ন্যায় বিচারের প্রশ্ন জড়িত সেখানে এমন নরম সুরে কথা বলতেন না। একটা কথা ভাল ভাবে মনে রাখুন, মিস্টার ব্যালফুর, এই দেশ বা আমার কাছে ন্যায়বিচারটাই আসল। নামকরা কোন ব্যক্তির কথা এখানে সম্পূর্ণ অপ্রাসঙ্গিক।'

'এখানে আসার পথে আমি মানুষের মুখে যা শুনেছি সেটাই শুধু বললাম।'

'যদি একটু ভেবে দেখেন তাহলে বুঝবেন, এ সমস্ত ব্যাপারে মানুষের কথা কানে না তোলাই ভাল। যাক্ গে, এতক্ষণ আপনি যা বললেন, আমি এতে কিছুই মনে করিনি। যাঁর কথা আপনি কিছুক্ষণ আগে বললেন তিনি সত্যি একজন গণ্যমান্য ব্যক্তি। তাঁকে আমরা মানি এবং শ্রদ্ধাও করি। এই হত্যাকাণ্ডে তিনি খুবই দুঃখ পেয়েছেন। এর ন্যায়বিচার হোক, তিনি সেটাই চান। তাঁর নাম বলতেও আমার কোন ভয় নেই। তিনি হচ্ছেন আর্গাইলের ডিউক। তাঁর মত আমিও চাই অপরাধীর শাস্তি হোক। তবে এতে যদি রাজনৈতিক ব্যাপার না থাকত তাহলে খুব ভাল হত। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে যিনি রাজার কাজ করতে গিয়ে মারা গেছেন, তিনি হচ্ছেন ক্যাম্বেল গোষ্ঠীর লোক। সুতরাং তাদের বিপক্ষের লোকেরা তো আজেবাজে কথা বলবেই। তবে আপনার মত একজন ভদ্রলোক এসব বিশ্বাস করবেন, সেটা সত্যি খুব বিস্ময়কর ব্যাপার। যাক্ গে, এসব কথা বাদ দিন। এখন বলুন, আমি কি করতে পারি।'

'আমি তো মনে করে আছি, আমি কি করব সেটাই আপনার কাছ থেকে জানব।'

'আপনি একজন হুইগের সুপারিশপত্র নিয়ে আমার কাছে

এসেছেন। সুতরাং আমি আপনাকে সবরকম সাহায্যই করব। তবে আপনাকে একটা কথা আগেই বলে নেয়া ভাল, আপনাকে খুব সাবধানে থাকতে হবে। কারণ আমার হাতেই কিন্তু আপনার আগামী দিনের ভবিষ্যৎ। আপনার সব কথা বলে আমাকে যদি খুশি করতে পারেন তো ভালই, আর যদি না পারেন তাহলে রাজাও আপনাকে বাঁচাতে পারবেন না, এটা ভাল করে জেনে নিন।'

'কি বলছেন! এর মানে তো আমি কিছুই বুঝতে পারছি না!'

'এর মানে হচ্ছে, আপনি আমাকে সবকিছু খুলে বলবেন, এবং আপনি আমাকে ছাড়া আর কাউকে কিছু বলতে পারবেন না। এমনকি আমার পিয়নকেও নয়।'

তাঁর আসল উদ্দেশ্য যে কি সেটা বুঝতে আমার দেরি হলো না। তাই তাঁকে বললাম, 'আমি যে আপনার কাছে এসেছি সেটা অন্য কাউকে জানাবার দরকার আছে বলে আমি মনে করি না। আবার কেউ যদি জেনে ফেলে তাতেও আমার কোন ক্ষতি হবে না। কারণ আপনার কাছে আমার এই আসার মধ্যে কোন লুকোচুরি নেই।'

'আপনি যদি সতর্ক থাকতে পারেন, তাহলে অবশ্য ভয়ের কিছু নেই।'

'একটা কথা বলি। মনে কিছু করবেন না। ভয় পাবার ছেলে কিন্তু আমি না।'

'আমিও কিন্তু আপনাকে ভয় দেখাচ্ছি না। তবে একটা কথা আপনাকে বলা দরকার, আমি আপনাকে যা জিজ্ঞেস করব, শুধু সেটারই উত্তর দেবেন। অপ্রয়োজনীয় কিছু বললে আপনি বিপদে পড়ে যেতে পারেন। কিছুটা না হয় আমি আপনাকে উদ্ধার করলাম, কিন্তু তারও তো একটা সীমা থাকবে। সেটা যেন ভুলে যাবেন না, মিস্টার ডেভিড।'

'এই রকম একটা ভাল উপদেশের জন্যে আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ।'

তারপর তিনি কাগজ কলম নিয়ে আমাকে প্রশ্ন করতে শুরু করলেন। 'কলিন ক্যাম্বেলকে যখন গুলি করা হয় তখন কি আপনি সেখানে ছিলেন?'

'হ্যাঁ।'

'সেটা কি ঘটনাচক্রে?'

'হুম।'

'তাঁর সঙ্গে কি আপনার কথা হয়েছিল?'

'হ্যাঁ, হয়েছিল। আমি তাঁকে প্রশ্ন করেছিলাম অর্চানে কিভাবে যেতে হয়।'

আমি খেয়াল করলাম মিস্টার গ্র্যান্ট আমার এই কথাটা খাতায় লিখলেন না। কিছুক্ষণ চুপ থেকে বললেন, 'আপনার সঙ্গে স্টুয়ার্টের কি ধরনের বা কতটুকু সম্পর্ক সেটা এক্ষেত্রে জানার কোন দরকার নেই।'

'আমি মনে করেছিলাম সবই আপনাকে বলতে হবে।'

'আমরা যে স্টুয়ার্টের বিচার করতে যাচ্ছি, এটা সবসময় মনে রাখবেন। যদি আপনাকে কখনও বিচারে ডাকা হয়, তখন এসব প্রশ্ন আসবে। থাক এসব কথা। মিস্টার মাঙ্গো ক্যাম্বেল বলেছেন, আপনি নাকি এই ঘটনার পরপরই পাহাড়ের আড়ালে দৌড়ে পালিয়ে গিয়েছিলেন। কেন?'

'তখনই যে দৌড়েছিলাম, তা নয়। হত্যাকারীকে দেখে তারপর দৌড়াই।'

'তারমানে আপনি ওই হত্যাকারীকে দেখেছেন?'

'হ্যাঁ, আমি তাকে পরিষ্কার দেখেছি। তবে আপনাকে যেভাবে কাছ থেকে দেখছি সেভাবে নয়।'

'আপনি তাকে চেনেন?'

'দেখলে অবশ্যই চিনব।'

'সে কি একা ছিল?'

'হ্যাঁ, একাই ছিল।'

'আশপাশে কেউ ছিল না?'

'একটু দূরে বনের মধ্যে অ্যালেন ব্রেক ছিল।'

লর্ড অ্যাডভোকেট লেখা বন্ধ করে আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'মিস্টার ডেভিড, আমার তো মনে হয় আপনার কথার মধ্যে ঘোর-প্যাঁচ আছে।'

'আমি তো আপনার কথাই মেনে চলছি। যা প্রশ্ন করছেন, শুধু তারই উত্তর দিচ্ছি।'

'মিস্টার ডেভিড, আপনি যা বলবেন তা খুব ভালভাবে চিন্তা করে বলুন। আপনি যাতে কোন রকম সমস্যায় না পড়েন আমি সেটাই দেখব, কিন্তু আপনার হাবভাব দেখে মনে হচ্ছে আপনি যেন কিছুই বুঝতে পারছেন না।'

'এসব বলার জন্যে আপনাকে ধন্যবাদ। কিন্তু এখানে আমি এসেইছি আপনাকে বেশ গুরুত্বপূর্ণ কিছু খবর দেয়ার জন্যে, যা শুনে আপনি বুঝতে পারবেন যে ক্যাম্বেল খুন হবার ব্যাপারে অ্যালেনের কোন হাত ছিল না।'

এই কথা শুনে মিস্টার গ্র্যান্ট আমার দিকে কট্‌মট্‌ করে তাকিয়ে থাকলেন। তারপর বললেন, 'মিস্টার ডেভিড, আপনাকে আমি আবারও বলছি, আপনি কিন্তু নিজের বিপদ নিজেই ডেকে আনছেন।'

'আমাকে সাবধান করার জন্যে আপনাকে আবারও ধন্যবাদ। কোনটা আমার জন্যে খারাপ, আর কোনটা ভাল সেটা আমিই ভাল বুঝি। উপরে খোদা আছেন, তাঁকে স্মরণ রেখে বলছি। অপরাধী শাস্তি পাক এটাই আমার আসল উদ্দেশ্য। এ কারণে আপনি যদি অসন্তুষ্ট হন তাহলে আমার কিছুই করার নেই।'

আমার এই কথা শুনে তিনি চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন। আমার দিকে তাকিয়ে আছেন, চোখের পলক পড়ছে না। তাঁর মনের মধ্যে বিভিন্ন ধরনের চিন্তা-ভাবনার আসা-যাওয়া চলছে। একবার মনে হলো তাঁর গম্ভীর মুখটা যেন হঠাৎ করে করুণ হয়ে গেল।

কিছুক্ষণ চুপ থেকে আবারও আমাকে বললেন, 'মিস্টার ডেভিড, আপনি হয় খুব চালাক, না হয় খুব বোকা। অতএব আপনার সব কথা খুব গোপনে সারতে হবে। আসলে এটা একটা রাজনৈতিক মামলা। এর পরিণাম যে কি হয় সেটা মনে হলে আমার বুক কাঁপে। ফৌজদারী মামলাগুলো একটা ছকে ফেলে চালিয়ে নিই আমরা, কিন্তু এর মধ্যে যদি রাজনৈতিক গন্ধ থাকে তাহলে আমাদেরকে সম্পূর্ণ অন্য পথে যেতে হয়। তাই কথা যখন বলবেন, তা যেন বিশ্বাসযোগ্য হয়।'

'যেসব জিনিস প্রমাণ করতে পারব না, সেগুলো কখনও আপনাকে বিশ্বাস করতে বলব না।'

'তারমানে আপনি চান আমি যেন বিশ্বাস করি যে অ্যালেন অপরাধী নন। তা যদি করি, তাহলে জেমসকেও নিরপরাধ বলে মানতে হবে। অথচ উনি হচ্ছেন অনেক পুরানো পাপী। দু'দু'বার তিনি রাজার বিরুদ্ধে চক্রান্ত করেছেন। দু'বারই তাকে মাফ করে দেয়া হয়েছে। এখনও তিনি রাজার বিরুদ্ধে কুৎসা রটিয়ে বেড়াচ্ছেন। কলিনকে যেই খুন করুক না কেন, সে যে জেমসের যুক্তিতেই করেছে তাতে আমার কোন সন্দেহ নেই।'

'কিন্তু অ্যালেন আর জেমসের নির্দোষিতার কথা বলার জন্যেই আপনার কাছে এসেছি। মামলার সময় সাক্ষীও দিতে পারব।'

'সেক্ষেত্রে আমি বলব, সাক্ষ্য দেবার জন্যে আপনাকে ডাকাই হবে না।'

'ন্যায়বিচার হোক, এ কি আপনি চান না? আমি সাক্ষ্য না

দিলে যে বিচারটাই ন্যায় হবে না। সেটাই কি আপনি চান?'

'দেশের কথা ভাবাও যে আমার কাজ। সুতরাং রাজনৈতিক প্রয়োজনের দিকটাও অগ্রাহ্য করা যাবে না। দেশের প্রতি ভালবাসা ভাল, তবে অস্বাভাবিক কিছুই ভাল নয়। এ পর্যন্ত যেসব প্রমাণ পাওয়া গেছে, তাতে আপনার অবস্থা খুবই খারাপ। শুধুমাত্র পিলরিগের চিঠির জন্যে আমি আপনাকে বাঁচানোর চেষ্টা করছি। তাছাড়া, আপনার ন্যায়পরায়ণতা আমার কাছে পুরোপুরি অবিশ্বাস্য লাগছে না। তবে এটা ঠিক যে আমি রাজনৈতিক দিকটাই আগে দেখব। বিচারের দিকটা হবে অপ্রধান। সুতরাং আবারও বলছি, আপনার সাক্ষ্য আমার দরকার নেই।'

'আপনার দরকার না হলে কি হবে, অন্য পক্ষ নিশ্চয়ই আমার এই সাক্ষ্য গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করবে।'

এ কথা শুনে তিনি চেয়ার ছেড়ে উঠে পড়লেন। তারপর ঘরের মধ্যে পায়চারি শুরু করলেন। আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'যতটা আমি আপনাকে বোকা, সরল, ছেলেমানুষ ভেবেছি, ততটা আপনি নন। তাই আপনাকে ৪৫ সালের বিদ্রোহ ও সারাদেশে তার প্রতিক্রিয়ার কথা স্মরণ করতে বলছি। সেই দুঃসময়ে দেশের শান্তি রক্ষার ভার কারা নিয়েছিল? প্রটেস্ট্যান্টদের আর দেশের সমস্ত প্রতিষ্ঠানকে কারা রক্ষা করেছিল? তাদের পুরোভাগে ছিলেন স্বর্গীয় লর্ড প্রেসিডেন্ট। কিন্তু এর জন্যে তিনি কি পুরস্কার পেয়েছিলেন? এরপর যাঁর নাম বলতে হয় তিনি হচ্ছেন আর্গাইলের ডিউক এবং তাঁর গোষ্ঠী—ক্যাম্বেল গোষ্ঠী। সেই ক্যাম্বেল গোষ্ঠীর একজনকে অন্যায়ভাবে খুন করা হয়েছে—যখন কিনা তিনি রাজার কাজ, দেশের কাজ শুরু করতে যাচ্ছিলেন। কিন্তু আমাদের এই দু'জনের কেউই অন্যান্য হাইল্যান্ডারের মত এমন বজ্জাত আর বেয়াদপ নই। যেখানে ক্যাম্বেলরা দেশের স্বার্থ রক্ষার জন্যে এমন দৃঢ়তা দেখিয়েছে

সেখানে স্টুয়ার্টরা তাদের বিরুদ্ধে অমানবিক আচরণ করেছে। আপনিই বলুন, মিস্টার ডেভিড, এ ক্ষেত্রে ক্যাম্বেলদের প্রতিশোধ নেয়ার আকাঙ্ক্ষাটা স্বাভাবিক কিনা? তারা যদি এই হত্যার প্রতিশোধ না নিতে পারে তাহলে পুরো হাইল্যান্ডে আগুন জ্বালিয়ে দেবে, আর সে আগুনে স্টুয়ার্টরা জ্বলে-পুড়ে শেষ হয়ে যাবে।'

'আপনি অবশ্য ঠিকই বলছেন।'

'তাহলেই চিন্তা করুন, একটা লোককে বাঁচাতে হলে আবারও দেশে সেই ৪৫ সালের মত রক্তারক্তি ঘটবে। দু'দলের মধ্যে ফের মারামারি কাটাকাটি হবে। মিস্টার ডেভিড, আমি মনে করি আপনার মত এরকম একজন দেশপ্রেমিক, খোদা ভক্ত, ভদ্র নাগরিক দেশের সর্বনাশ ডেকে আনতে চাইবেন না।

'আপনার কর্তব্য সম্পর্কে আপনার যে বিশ্বাস, তাতে আমার কিছুই বলার নেই। লর্ড অ্যাডভোকেটের পদ গ্রহণ করার সময় আপনাকে যে শপথ গ্রহণ করতে হয়েছিল, তা পালন করার জন্যে বোধহয় দ্বিতীয় কোন পথ আপনার সামনে খোলা ছিল না কিন্তু আমি অতি সাধারণ একটা ছেলে, আমার কাছে সাধারণ একটা কর্তব্যও অনেক বড়। একজন নিরপরাধ ব্যক্তিকে কোন কারণ ছাড়াই ফাঁসিতে ঝুলতে হবে, আর সেটা দেখে তার স্ত্রী চোখের পানি ফেলবে, এটা আমি কিভাবে সহ্য করব? তাকে বাঁচাতে গেলে যদি দেশ পুড়ে ছাই হয়ে যায়, তবে তাই যাক বিধাতার কাছে আমি সবসময় একটা কথাই বলি, আমি যেন অন্ধ না হই।'

তিনি অবাক হয়ে আমার কথাগুলো শুনছিলেন তারপর যেন আপন মনেই বললেন, 'এ তো দেখছি মহা সমস্যায় পড়া গেল!'

তাঁকে আমি প্রশ্ন করলাম, 'আমার ব্যাপারে আপনি কি কোন সিদ্ধান্ত নিয়েছেন?'

'আপনাকে জেলে পাঠানোর ক্ষমতা কিন্তু আমার আছে।'

'জেল? জেলের চেয়েও খারাপ জায়গায় আমি থেকেছি!'

'আপনার সঙ্গে এতক্ষণ কথা বলে বুঝতে পারছি যে আপনি কথা দিলে কথা রাখবেন। আপনার সঙ্গে আমার এতক্ষণ ধরে যেসব কথা হলো বা অ্যাপিন হত্যার ব্যাপারে আপনি যা জানেন তা আর কাউকে বলবেন না। কথা দিন, মিস্টার ডেভিড, আমাকে কথা দিন! তবেই আপনাকে আমি ছেড়ে দেব।'

'দু'একদিন পর আপনার কথার আমি জবাব দিয়ে যাব। তবে এর মধ্যে শর্ত থাকবে। যদি না থাকে তাহলে আমার কোন চেষ্টাই সফল হবে না, বরং আপনার ইচ্ছাটাই পূরণ হবে।'

'আপনাকে বিপদে ফেলার কোন ইচ্ছাই আমার নেই।'

'সেটা অবশ্য আমি জানি।'

'শুনুন, মিস্টার ডেভিড। কাল হচ্ছে রবিবার। আপনি এই সামনের সোমবারে সকাল আটটায় আসেন। তার আগে পর্যন্ত আপনি এসব ব্যাপারে কারও সঙ্গে কথা বলবেন না।'

'আমি আপনাকে কথা দিচ্ছি, মিস্টার গ্র্যান্ট,' এই বলে সেদিনের মত তাঁর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে চলে এলাম।

পাঁচ

লর্ড অ্যাডভোকেটের সঙ্গে দেখা করার পর থেকে মনটা কেমন জানি অস্থির অস্থির লাগছে। তাই সকালে ঘুম থেকে উঠে ঠিক করলাম, গির্জায় যাব। সেখানে গেলে হয়তো মনটা হালকা লাগবে। মিস্ ক্যাট্রিওনার সঙ্গে দেখা হতে পারে, সেরকম একটা

আশাও ছিল মনে।

তবে গির্জায় গিয়ে দেখি সেখানে উপাসনার আন্তরিকতার চেয়ে বাইরের জাঁকজমকই বেশি। গির্জায় যারা এসেছেন তাদের কাজই হচ্ছে যেন পোশাক দেখানো। ভেবেছিলাম ক্যাট্রিওনার সঙ্গে দেখা হবে, কিন্তু হলো না। মনটা আমার আরও খারাপ হয়ে গেল।

অনেক কষ্টে রবিবার দিনটা কাটালাম। তারপর সোমবার সকালে একটা সেলুনে গিয়ে চুল-দাড়ি কেটে মিস্টার গ্র্যান্টের বাড়ির উদ্দেশ্যে রওনা দিলাম।

সেখানে গিয়ে দেখি সেদিনের মতই রাজসৈন্যরা লাল কোট পরে দরজার সামনে দাঁড়িয়ে। তাদের দেখে ভাবলাম নিশ্চয়ই মিস্ ক্যাট্রিওনা তার দুই চাকরকে নিয়ে এখানে এসেছেন। কিন্তু চারদিকে তাকিয়েও তাদের দেখতে পেলাম না।

যাই হোক, মন খারাপ করেই ঘরে ঢুকলাম। ঢুকে দেখি ঘরের এক কোণে চুপটি মেরে বসে আছেন মিস্টার জেমস্ মোর। তাঁর দৃষ্টি ক্ষিপ্ত, মনটা খুবই অস্থির। কোন কারণ ছাড়াই তিনি অনবরত হাত-পা নাড়ছেন।

তাঁর এই অবস্থা দেখে কথা বলতে ইচ্ছা হলো। প্রথমে অভিবাদন জানালাম। তিনিও আমাকে অভিবাদন জানালেন। জিজ্ঞেস করলাম, 'আপনার কি মিস্টার গ্র্যান্টের সঙ্গে কোন দরকার আছে?'

'হ্যাঁ। আপনারও বুঝি?'

'হ্যাঁ, আমারও। আগে আপনিই যান, কারণ আপনিই আগে এসেছেন। আপনার বোধহয় বেশিক্ষণ লাগবেও না।'

'কতক্ষণ লাগবে তা আমি জানি না। আগের মত অবস্থা তো আমার এখন নেই! যদি হাতে তরোয়াল আর শরীরে শক্তি থাকত তাহলে কি আমি এই অবস্থায় পড়তাম!'

'মিস্টার ম্যাকগ্রিগর! আমি তো জানতাম সেনাদের কাজই হচ্ছে কোন রকম শব্দ না করে আপন মনে কাজ করে যাওয়া আর কারও বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ না করা।'

'বাহ্, আপনি দেখছি আমার নামও জানেন। অথচ আমার এই নাম এখন আমি নিজেই উচ্চারণ করতে পারি না, এমনি কপাল আমার! যদি কোন সমস্যা না থাকে তাহলে আপনার নামটা কি বলবেন?'

'হ্যাঁ, অবশ্যই। আমার নাম ডেভিড ব্যালফুর।'

'বাহ্, খুব চমৎকার নাম তো! ৪৫ সালের বিদ্রোহের সময় ব্যালফুর নামে এক সার্জেন্ট আমাদের দলে ছিলেন।'

'তিনি সম্ভবত বেইথ-এর ব্যালফুরের ভাই ছিলেন।'

'হ্যাঁ, আপনি ঠিকই বলেছেন। আপনি তো সেই বংশেরই ছেলে, আসুন আপনার সঙ্গে করমর্দন করে ধন্য হই।'

আমি হাত বাড়িয়ে দিতেই আমার সঙ্গে এমন আগ্রহ নিয়ে করমর্দন করলেন যেন তিনি আমার আপন ভাই। তারপর আমাকে বললেন, 'কি সুন্দরই না ছিল সেসব দিন!'

'যখনকার কথা বলছেন তখন আমি স্কুলের ছাত্র ছিলাম।'

'তাহলে আপনি বুঝতেই পারবেন না, আমার এই করুণ অবস্থার দিনে, শত্রুর বাড়িতে আপনার সঙ্গে দেখা হওয়াটা আমার কাছে কি! আপনাকে দেখে আমার সব আগের দিনের কথা মনে পড়ে যাচ্ছে। নিজের এলাকার মধ্যে আমি ছিলাম রাজা। চারপাশে পাহাড়-পর্বত, বন; কোমরে তরোয়াল আর আমার পাশে অত্যন্ত বিশ্বাসী এক চাকর! কোন কিছুরই অভাব ছিল না আমার। কিন্তু আজ? কি হাল হয়েছে আমার! জীবন বাঁচানোর জন্যে যতটুকু প্রয়োজন সেটুকুও তো নেই। শত্রুরা আমার টাকা-পয়সা, বিষয়-সম্পত্তি সব কিছু কেড়ে নিয়ে আমাকে রাস্তার ফকির বানিয়ে ছেড়েছে। আমি নাকি রাজদ্রোহী। বিশ্বাস করুন, মিস্টার

ডেভিড, আমি আপনার মতই নিষ্পাপ। আর সে কারণেই তো তারা প্রকাশ্যে আদালতে আমার বিচার করতে সাহস পাচ্ছে না। কিন্তু জেলে ঠিকই আমাকে ভরে রেখেছে। আজ যদি সেই সার্জেন্ট ব্যালফুর বা তাঁর ভাইয়ের সঙ্গে দেখা হত তাহলে তাঁরা হয়তো আমাকে মুক্ত করার চেষ্টা করত। আপনি হচ্ছেন সেই বংশেরই ছেলে, কিন্তু আপনার মত সদ্য পরিচিতের কাছ থেকে ।'

তারপর তিনি এমন বিলাপ শুরু করলেন, সে-সব বলতে আমার নিজেরই কুণ্ঠা হচ্ছে। আমার কাছ থেকে কোন রকম জবাব না পেয়েও তাঁর মুখ বন্ধ হলো না। অথচ আমি ভাল করেই জানি উনি যা বলছেন তার বেশিরভাগই মিথ্যে। তিনি ক্যাট্রিওনার বাবা বলেই আমি তাঁর সব কথা নিরবে সহ্য করলাম। কিন্তু বেশিক্ষণ আর সহ্য করার মত থাকল না।

তারপর মিস্টার গ্র্যান্ট এসে আমাকে এই মহা বিপদ থেকে উদ্ধার করলেন। ঘরে ঢুকেই তিনি আমাকে পাশের রুমে যেতে ইশারা করলেন।

সেখানে ঢুকতেই তিনি আমাকে বললেন, 'আমার খুব একটা জরুরী কাজ পড়েছে। কাজটা সেরে আমি একটু পরেই আসছি। আপনি বরং ততক্ষণ আমার এই তিনটে মেয়ের সঙ্গে গল্প করুন। আসুন, তাদের সঙ্গে আপনার আলাপ করিয়ে দিই।'

কথাগুলো বলে তিনি আমাকে আর একটি বড় রুমে নিয়ে এলেন। সেখানে রোগা পাতলা গড়নের এক মহিলা কি যেন বুনছিলেন। আর তাঁর পিছনের জানালার কাছে তিনটে মেয়ে দাঁড়িয়ে বাইরের কি সব যেন দেখছিল। তাদের দেখে আমার মনে হলো এমন অপরূপ সুন্দরী মেয়ে বোধহয় এই সারা স্কটল্যান্ডে আর নেই।

মিস্টার গ্র্যান্ট আমার হাত ধরে বললেন, 'ইনি হচ্ছেন আমার

নতুন বন্ধু মিস্টার ডেভিড। আর, মিস্টার ডেভিড, ও হচ্ছে আমার বোন মিস্ গ্র্যান্ট; আর এই তিনটে মেয়েই হচ্ছে আমার। এবার বলুন তো, কোনটাকে বেশি ভাল লাগছে আপনার।'

এই বলে তিনি এমন একটি কবিতার কয়েক লাইন আওড়ালেন, যা শুনে আমার চোখ-মুখ লজ্জায় লাল হয়ে গেল। মেয়েগুলো ভাবেনি তাদের বাবা এই সময় এমন কবিতা বলবেন। কিছু না বলে তারা শুধু মিটিমিটি হাসতে লাগল।

মিস্টার গ্র্যান্ট চলে গেলেন তাঁর কাজে। আর আমি জড়োসড়ো হয়ে বোকার মত মেয়েদের মাঝে বসে রইলাম। মিস্ গ্র্যান্ট তাঁর বুনন নিয়ে ব্যস্ত ছিলেন। আর মেয়ে তিনটে, বিশেষ করে বড়টা, বার বার কৌতূহলী দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকাচ্ছিল। তিনজনের মধ্যে সে-ই সবচেয়ে বেশি সুন্দরী, আমার চেয়ে বোধহয় দু'এক বছরের বড় হতে পারে। তাদের সামনে এভাবে বসে থেকে আমি ঘেমে গোসল হয়ে গেলাম। আমি যে একটা তরুণ, টাকা পয়সাও আমার কম নেই, পড়াশোনাতেও খারাপ নই, অতএব এভাবে হাবা বলদের মত বসে থাকার কোন অর্থ হয় না। এ-সব যুক্তি দিয়ে মনকে যতই বোঝাই না কেন, মুখ যে কোন মতেই খুলতে পারছি না। দু'একটা কথা যা বললাম তাও অসার ও অবান্তর বলে মনে হলো।

আমার এই হাল দেখে বড় মেয়েটা পিয়ানোর সামনে গিয়ে বসল। যেমন তার বাজনার হাত, তেমনি গলাটাও। সে কয়েকটা স্কচ্ ও ইতালিয়ান সুর বাজানোর পর ঘরের পরিবেশ অনেকটা হালকা হয়ে এল। অ্যালেনের কাছে আমি দু'চারটে গান শিখেছিলাম, তারই একটা গান নিজের মনে গুনগুন করে গাইতে লাগলাম। শুধু তাই নয়, মেয়েটিকে জিজ্ঞেস করলাম, সে এই গানটা পারে কিনা।

মেয়েটি বলল, 'আমি এই গান আগে কখনও শুনিনি। তবে আপনি যদি দু'তিনবার গান তাহলে আমি পিয়ানোতে তুলে নিতে পারব।'

আমি গানটা দু'বার গাইতে মেয়েটি তার পিয়ানোতে তুলে ফেলল। এবং আমাদের বাজিয়েও শোনাল। তার এই কাণ্ড দেখে আমি অবাক হয়ে গেলাম। তারপর সে আমাকে জিজ্ঞেস করল, 'গানটি কার রচনা?'

'তা আমি জানি না। তবে আমি নাম দিয়েছি–অ্যালেনের গান।'

'আমি দিলাম ডেভিডের গান।'

'নতুন নাম দেবার কারণ কি?'

'কারণ নামটা আমার ভাল লাগেনি! তাছাড়া আপনি যখন ফাঁসিতে ঝুলবেন, তখন আমি আপনাকে এই গান গেয়ে শোনাব।'

তার এই কথা শুনে আমি অবাক হয়ে গেলাম। বুঝলাম, আমার বিপদের কথা মনে হয় বাপের কাছ থেকে কিছু শুনেছে। কতটা জেনেছে বা কিভাবে জেনেছে সেটা বোঝা খুবই কঠিন। তবে এটা স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে, অ্যালেনের বিপদের আশঙ্কা আছে বলে, আমার মুখ থেকে যেন এই নাম আর বের না হয়, ইঙ্গিতে সেটাই বোঝানো হচ্ছে। তার শেষ কথাটার অর্থও বেশ পরিষ্কার। সে শুনেছে আমি একজন সন্দেহজনক ছেলে।

পরে জানলাম গতকাল মিস্টার গ্র্যান্ট আমার ব্যাপারে অনেক তথ্য গোপনে যোগাড় করেছেন। আমার সঙ্গে ব্যাঙ্কের যে পিয়ন ছিল তাকে সব জিজ্ঞেস করেছেন, চার্লস স্টুয়ার্টের সঙ্গে যে আমার দেখা হয়েছে সে খবরও তিনি পেয়ে গেছেন। সুতরাং তিনি মনে-প্রাণে বিশ্বাস করছেন যে জেমস্ এবং অ্যালেনের সঙ্গে আমার যোগাযোগ আছে, অ্যালেনের সঙ্গে আমার হয়তো চিঠিও

লেনদেন হয়।

গান গাইছে, এমন সময় মেজো মেয়েটা চিৎকার করে বলল, 'বড়দি, দেখো সেই মেয়েটি আবারও এসেছে।'

তাকে দেখার জন্যে তিন বোনই জানালায় ঝুঁকে পড়ল। আর বড় মেয়েটি আমায় ডেকে বলল, 'মিস্টার ব্যালফুর, আপনিও আসুন না। দেখুন মেয়েটি কি সুন্দরী, অথচ তার সঙ্গের চাকর দু'জন কি বিচ্ছিরি!'

তার কথা শুনেই বুঝতে পারলাম ক্যাট্রিওনা এসেছে। তাই একটু দেখে চোখটা সরিয়ে নিলাম। কারণ আমি চাই না তার বাবা যার কাছে দয়া প্রার্থনা করতে এসেছেন, আমি তাঁরই বাড়িতে তাঁর মেয়েদের সঙ্গে এভাবে গল্প করছি এটা তার চোখে পড়ুক।

লর্ড অ্যাডভোকেটের মেয়েরা সুন্দরী ঠিকই, কিন্তু ক্যাট্রিওনাও এদের চেয়ে কম যায় না। তার চেহারার মধ্যে এমন একটা আশ্চর্য প্রভা ছড়িয়ে আছে, যাকে দীপশিখার সঙ্গে তুলনা করা যায় ওর সঙ্গে কথা বললেই মন ভাল হয়ে যায়, যার অভাব আমি এখানে মর্মে মর্মে উপলব্ধি করছি। এমন সময় মিস্টার গ্র্যান্ট ফিরে এলেন। বললেন, 'এখন মিস্টার ডেভিডকে আমি আমার চেম্বারে নিয়ে যাব। এর মধ্যে তোমরা নিশ্চয়ই তাকে সব বুঝিয়ে দিয়েছ।'

বুঝলাম মিস্টার গ্র্যান্টের জরুরী কাজ তাহলে এটাই। তাঁর মেয়েদের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেবার মানে হচ্ছে আমাকে তাদের দলে টেনে নেয়া। মনে মনে ভাবলাম, মিস্টার গ্র্যান্ট তাহলে আমাকে এখনও চিনতে পারেননি।

ছয়

মিস্টার গ্র্যান্টের চেম্বারে গিয়ে দেখি সেখানে এক লোক বসে আছেন। ওনাকে দেখে আমার মনটা কেমন জানি বিতৃষ্ণায় ভরে গেল।

লর্ড অ্যাডভোকেট আমাদের দু'জনের মধ্যে আলাপ করিয়ে দেবার জন্যে লোকটিকে বললেন, 'মিস্টার সাইমুন ফ্রেজার, উনি হচ্ছেন মিস্টার ডেভিড ব্যালফুর, যার কথা তোমাকে আমি বলেছি।'

তারপর আমাকে মিস্টার গ্র্যান্ট বললেন, 'মিস্টার ডেভিড, ইনি হচ্ছেন মিস্টার সাইমুন ফ্রেজার। ওনাকে আগে অনেক নামে ডাকা হত। সে সব কথা বলা শুরু করলে রাত শেষ হয়ে যাবে, কাজেই এসব এখন করা যাবে না। আপনার সঙ্গে ফ্রেজার কিছু কথা বলবেন।'

তারপর মিস্টার গ্র্যান্ট কি যেন একটা বই খুঁজতে শুরু করলেন। তখন আমি আর ওই ভদ্রলোক মুখোমুখি হয়ে বসলাম। মিস্টার সাইমুনের পরিচয় পেয়েই আমি বুঝেছি, ইনি হচ্ছেন লর্ড লোভেট, ফ্রেজার দলের অধিনায়ক। ৪৫ সালের বিদ্রোহের সময় তিনি একটা দলের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। আর তাঁর বাবা ওই সময় রাজসৈন্যদের হাতে মারা যান। বিদ্রোহ দমন হবার পর তাদের সব জমিজমা সরকারের হাতে চলে যায়। ইনি যে এখানে কেন

এসেছেন সেটা বুঝতে পারছি না। আমি তো আর জানতাম না যে ভদ্রলোক আইন ব্যবসা করছেন, তাঁর আগের নীতি বাদ দিয়ে গভর্নমেন্টের খয়েরখাঁ গিরি এবং অ্যাপিন হত্যাকাণ্ডের মামলায় ডেপুটি অ্যাডভোকেটের কাজ করছেন!

তিনি আমার দিকে তাকিয়ে এই প্রথম কথা বললেন, 'আপনার সম্পর্কে এসব কি শোনা যাচ্ছে?'

'আপনি আমার সম্পর্কে কি শুনেছেন না শুনেছেন তা আমি জানি না। যদি আপনাকে মিস্টার গ্র্যান্ট কিছু বলে থাকেন, তাহলে তিনি আমার সম্মতি বা অসম্মতি সম্পর্কে বেশ ভাল করেই জানেন।'

'অ্যাপিন হত্যাকাণ্ড মামলায় মিস্টার গ্র্যান্টের সঙ্গে আমিও গভর্নমেন্টের পক্ষে আছি। সাক্ষ্য প্রমাণ এবং কাগজ-পত্র এ পর্যন্ত যা পাওয়া গেছে, তাতে আমি আপনাকে নিশ্চিত হয়ে বলতে পারি যে আপনার বিশ্বাস পুরোপুরি ভুল। অ্যালেন ব্রেক যে নিরপরাধ নয়, এ ব্যাপারে কোন সন্দেহ নেই। আর আপনার কাছে যে প্রমাণ আছে, মানে আপনি যেটা বলতে চাচ্ছেন—হত্যাকাণ্ডের সময় আপনি অ্যালেনকে পাহাড়ের উপরে দেখেছিলেন—এতে কিছুই প্রমাণ হয় না। তাকে ফাঁসিতে ঝুলতেই হবে।'

'আগে তাকে ধরুন তারপর তো ঝোলানোর প্রশ্ন। আমার মতামত সম্পর্কে আপনার যে বিশ্বাস হয়েছে আপনি সেটা নিয়েই থাকেন। এই ব্যাপারে আমি আর মুখ খুলতে চাই না।'

'আর্গাইলের ডিউক মহোদয়কে আপনার কথা জানানো হয়েছে। এখন তাঁর কাছ থেকেই আমি এসেছি। যাঁরা আপনার উপকার করতে আগ্রহী, দেশের জন্যেও ভাল চান, তাঁদের কথা যদি আপনি মানেন তাহলে ডিউক আপনার কাছে কৃতজ্ঞ থাকবেন। বোঝেন তো, এসমস্ত লোকের কৃতজ্ঞতা ছেলেখেলা নয়। আর এর উপযুক্ত স্বীকৃতিও আপনি পাবেন। আপনার

ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল হবে। আমাকেই দেখুন না। আপনি আমার অতীত দুর্ভাগ্যের কথা জানেন। এমনকি আমার বাবার কথাও আপনার অজানা নয়। সেই আমি পুরো ব্যাপারটাই ডিউক মহোদয়ের সঙ্গে মীমাংসা করে নিয়েছি। উনি তো মিস্টার গ্র্যান্টের কাছে আমাকে অনুরোধ করে পাঠিয়েছিলেন, তাঁরই দয়ায় আজ আমি গভর্নমেন্টের ডেপুটি অ্যাডভোকেটের পদে প্রতিষ্ঠিত।'

আমি তাঁকে ঠাট্টার সুরেই বললাম, 'এসব অবশ্য আপনার জন্যে গর্বের!'

'আপনি আমার সঙ্গে ঠাট্টাই করুন, আর যাই করুন, আজ আমি যে কর্তব্যের ভার নিয়ে এসেছি সেটা থেকে আমাকে সরাবার চেষ্টা করা বৃথা। আপনি তরুণ, আশাও অনেক, তাই আপনাকে মনে করিয়ে দিতে চাই যে জীবনে প্রথম দিকে মুরুব্বীদের সাহায্য-সহযোগিতা পেলে এক বছরে যত উন্নতি হয়, নিজের চেষ্টায় তত উন্নতি করতে গেলে দশ বছরেও সেটা হয় না। তেমনি একজন মুরুব্বী নিজ ইচ্ছায় আপনাকে সাহায্য করার জন্যে হাত বাড়াচ্ছেন। জীবনে প্রতিষ্ঠিত হবার জন্যে একজন বাবা তার ছেলেকে যেমন সাহায্য করেন, তাঁর কাছ থেকে ঠিক তেমনি সাহায্য আপনি পাবেন।'

'তাঁর ছেলে হবার আমার যোগ্যতা বা ইচ্ছা কোনটাই নেই।'

তাঁর মুখ দেখে বুঝলাম আমার এই কথা শুনে তিনি খুব রেগে গেলেন। বললেন, 'আপনি কি মনে করছেন, আপনার মত বেয়াড়া লোকের জন্যে দেশের সুখ-শান্তি, সরকারের সব নীতি ত্যাগ করতে হবে? জীবনে যারা সুখ-শান্তি চায়, দেশের সব কাজের দায়িত্বের অংশও তাদের নিতে হবে। আমি আবারও নিজের কথা বলছি। আপনি কি মনে করছেন, যাদের জন্যে একদিন আমি যুদ্ধ করেছি, তাদেরকেই আজ ফাঁসিতে ঝোলানো আমার কাছে আনন্দের? না, আনন্দের নয়! শুধুমাত্র কর্তব্যের

জন্যে অনেক সময় নিজের ইচ্ছাকে বিসর্জন দিতে হয়।'

'মিস্টার ফ্রেজার, আমার কি মনে হয় জানেন? যখন আপনি বিদ্রোহীদের সঙ্গে যোগ দিয়েছিলেন তখনই নিজের ইচ্ছা অনিচ্ছাকেও ত্যাগ করেছেন। কিন্তু আমার ব্যাপারটা সম্পূর্ণ অন্যরকম। আমি নিজেকে কখনও একবারের জন্যেও অপরাধী বলে মনে করি না। তাই রাজা জর্জের কথাই বলুন, আর ডিউকের কথাই বলুন, ওঁদের কাউকেই আমি ভয় পাই না।'

'আপনি কিন্তু সম্পূর্ণ উল্টো পথে যাচ্ছেন। মিস্টার গ্র্যান্ট আপনার সঙ্গে ভাল ব্যবহার করেছেন বলে আপনি মনে করবেন না যে আপনার প্রতি তাঁর কোন সন্দেহ নেই। বলছেন আপনি নাকি অপরাধী নন। কিন্তু কাগজ-পত্র উল্টোটাই বলছে।'

'আপনি যে আমাকে এই কথাটাই বলবেন, আমি তারই অপেক্ষায় ছিলাম।'

'মাঙ্গো ক্যাম্বেলের সাক্ষ্য, হত্যাকাণ্ডের পরেই আপনি পালান, তারপর বহুদিন নিজেকে লুকিয়ে রাখা! মিস্টার ডেভিড। এগুলোই যথেষ্ট আপনাকে ফাঁসিতে ঝোলানোর জন্যে। আজ আমি যেভাবে কথা বলছি, আদালতে যখন আপনার বিরুদ্ধে সব অভিযোগ সত্যি প্রমাণিত হবে, তখন কিন্তু আমার কণ্ঠস্বর একদম অন্যরকম হয়ে যাবে। আরে! আরে একি! আপনার মুখ এমন ফ্যাকাসে লাগছে কেন? চোখে পানি! ও, বুঝেছি, ফাঁসির কথা শুনে বোধহয় খুব ভয় পেয়েছেন!'

'এটা মানুষের স্বাভাবিক দুর্বলতা, আমারও তাই। এতে আমার কোন লজ্জাও লাগছে না।'

'এখন লজ্জা লাগছে না, কিন্তু যখন আপনার অপরাধ প্রমাণ হবে, ফাঁসির মঞ্চে তোলা হবে, সেটা দেখে সবাই ছি ছি করবে, তখনও কি আপনার লজ্জা লাগবে না?'

'না, তখন আমি আপনার মরহুম বাবার সঙ্গে একই মর্যাদায়

প্রতিষ্ঠিত হব।'

'জ্বী-না, ওই সম্মান পাওয়া এত সোজা নয়। তিনি তো একটা মহৎ উদ্দেশ্যে ফাঁসির মঞ্চে জীবন দান করেছেন। আর আপনি? একজন বিশ্বাসঘাতক, টাকা খেয়ে একটা অন্যায় কাজে লিপ্ত হয়েছেন। আমার কাছে স্পষ্ট উল্লেখযোগ্য প্রমাণ আছে, আদালতে তা দেখাবও—আপনি শিক্ষিত ভদ্রঘরের ছেলে হয়েও এক সেট পুরানো পোশাক, এক বোতল স্কচ হুইস্কি আর সামান্য কয়েকটা পেনি নিয়ে এই অন্যায় কাজ করেছেন।'

তার এই কথা শুনে আমি একটু অবাক হয়ে গেলাম। অর্চানের জেমস্ স্টুয়ার্টের কাছ থেকে আমি আর অ্যালেন যে এসব নিয়েছিলাম, সেটা যেভাবেই হোক এরা জেনেছেন।

তিনি আরও বললেন, 'বুঝতেই পারছেন, মিস্টার ডেভিড, আমরা সব খবরই রাখি। এসব প্রমাণ করার জন্যে সাক্ষীরও অভাব নেই। এই জেলখানাতে এমন অনেক লোক আছে যারা মুক্তির জন্যে বিনা দ্বিধায় আপনার বিরুদ্ধে সাক্ষী দেবে। এত কিছুর পরেও আপনি যদি ফাঁসিতে ঝুলতে চান তাহলে আমার কিছু বলার নেই। আপনার সামনে দুটো রাস্তা খোলা আছে। একদিকে মান-সম্মান, প্রতাপ-প্রতিপত্তি, ডিউকের মত লোককে হাতের মুঠোয় পাওয়া, আর অন্য দিকে ফাঁসির দড়ি, অপবাদ, সবার ঘৃণার পাত্র হওয়া। এখন আপনি বুঝে দেখুন কোন পথে যাবেন।'

একটু থেমে তিনি তাঁর পকেট থেকে একটা হলুদ রঙের কাগজ বের করলেন। তারপর সেটা মেলে ধরে আবারও আমাকে বললেন, 'এই কাগজটায় আপনার নাম লেখা আছে। এটার কি অর্থ তা কি জানেন? এটা হচ্ছে আপনাকে গ্রেফতার করার লিখিত আদেশ। এখুনি আমি আপনাকে জেলে পাঠিয়ে দিতে পারি।'

ঘটনা যে এতদূর গড়িয়েছে, সেটা দেখে আমি রীতিমত ভয় পেয়ে গেলাম। মিস্টার ফ্রেজার আমার মনের ভাবটা খেয়াল

করলেন। তখন আমি অন্য কোন উপায় না পেয়ে হঠাৎ বললাম, 'এই ঘরের ভিতরেই আর একজন আছেন। আমি তাঁর হাতেই আমার জীবন সঁপে দিলাম।'

আমার কথা শুনে মিস্টার গ্র্যান্ট তাঁর বইটা রেখে আমাদের দিকে এগিয়ে এলেন। 'এটা যে ঘটবে আমি তো তোমাকে আগেই বলেছি। তবে এটা সত্যি তোমার অভিনয় খুবই সুন্দর হয়েছে। মিস্টার ডেভিড, আপনি বিশ্বাস করুন, যে পরীক্ষা এখন দিলেন তাতে আমার কোন হাতই ছিল না। আপনি পরীক্ষায় পাস করেছেন এটা যে আমার কাছে কত আনন্দের তা বলে বোঝাতে পারব না। কাল সন্ধ্যায় আমি আপনাকে বোঝাতে ব্যর্থ হয়েছি, আজ যদি আমার এই জুনিয়র বন্ধু সফল হতেন তাহলে প্রমাণ হত তিনি লোক-চরিত্র অধ্যয়নে আমার চেয়েও পাকা। সেটা আমার জন্যে মোটেও গর্বের হত না।'

মিস্টার গ্র্যান্টের কথা শুনতে যতই ভাল লাগুক না কেন, আমি এটা পরিষ্কার উপলব্ধি করলাম যে এ-ব্যাপারে শুধু সাইমুন নন, তিনি নিজেও জড়িত ছিলেন। তবে তিনি ছিলেন অন্তরালে। এবং এটাও বুঝলাম যে এদের দু'জনের মধ্যে সত্যিকার প্রীতির সম্পর্ক নেই, বরং একটু ঈর্ষার রেশই আছে।

তাই আমি কোন কিছু চিন্তা না করে আবারও মিস্টার গ্র্যান্টকে বললাম, 'আমার সুনাম বা দুর্নাম, জীবন বা মরণ সব কিছুই আপনার হাতে ছেড়ে দিয়েছি।'

'আমিও চেষ্টা করব আপনার যাতে দুর্নাম না হয়, আর জীবনও বাঁচে। আরও একটা কথা, মিস্টার ডেভিড, আমার বন্ধু সাইমুন আপনার বিরুদ্ধে শত্রুতা করছেন. এমনটি যেন ভাববেন না। কাগজ-পত্রে যা পেয়েছেন উনি আপনাকে তাই বলেছেন। আর আমার ওপরে যদি কোন রাগ থাকে, সেটা যেন ভুলেও আমার পরিবারের সামনে প্রকাশ করবেন না। কাল ওরা সবাই

হোপ পার্কে বেড়াতে যাবে। আমি চাই আপনিও তাদের সঙ্গে যাবেন। আগামী কাল আপনি আমার সঙ্গে আগে দেখা করবেন, তখন মনে হয় আমি আপনাকে কিছু গোপন খবর দিতে পারব। তারপর আপনাকে আমার মেয়েদের হাতে ছেড়ে দেব। আশা করছি, আপনার সঙ্গে যে আমার দেখা হয়েছে এটা কাউকে জানাবেন না।'

তখন যদি তাঁর এই প্রস্তাব না মানতাম তাহলে ভাল হত। কিন্তু তখন আমি কেমন জানি দিকভ্রান্ত হয়ে গিয়েছিলাম। আর সে কারণেই আমি তাঁর কথায় রাজি হলাম।

মিস্টার গ্র্যান্টের ঘর থেকে বেরিয়ে সদর দরজায় এলাম। তখন আমার মাথায় শুধু মিস্টার সাইমুনের কথাই কানে বাজছে। ভাবছি মানুষ কত নীচ আর সাংঘাতিক হতে পারে। এমন সময় মিস্টার গ্র্যান্টের দু'জন ইউনিফর্ম পরা পিয়নের কথা আমার কানে এল। তারা একজন আরেকজনকে বলছে, 'ক্যাপটেনের কাছে এ মুহূর্তেই চিঠিটা পাঠাতে হবে।'

'ঘটনাটা কি রে, আবারও বুঝি ওই বজ্জাতটার ডাক পড়েছে?'

'মনে তো হয় তাই। সাইমুন আর কর্তা দু'জনই ওকে চাইছেন।'

'দেখলাম কর্তা তো বাইরে গেলেন। আর ওই সাইমুন জেমস মোরকে নিয়ে পড়বে এবার।'

'যাক সব জাহান্নামে। আমাদের কি?'

এই বলে তারা দু'জন যে যার কাজে চলে গেল। আমার কিন্তু ব্যাপারটা ভাল লাগল না। ফ্রেজার আমাকে বলেছিলেন, হাজতের কয়েদী দিয়ে আমার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেয়াবেন। আমি ঘর থেকে বের না হতেই জেমস মোরকে উপদেশ দেয়া শুরু হয়ে গেছে! বেচারি ক্যাট্রিওনা–নিজের জীবন বাঁচাতে ওর বাবা এমন একটা অন্যায় কাজ করবেন! আমার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেবেন!

আমি আর কিছুই ভাবতে পারছি না। বেশ কিছুক্ষণ স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থাকলাম। তারপর ভাবলাম, না, এমন করা উচিত হচ্ছে না। আমার একটু হাঁটা দরকার, খোলা ময়দানে বুক ভরে মুক্ত বাতাস নেয়া দরকার। তা না হলে দম আটকে মারা যাব।

সাত

হাঁটতে হাঁটতে শহর ছেড়ে ফাঁকা মাঠে চলে এলাম। গ্রামের ছেলে আমি, তাই মাঠের বাতাস গায়ে লাগলেই যেন ছেলেবেলায় ফিরে যাই। কিন্তু আজ সেটা ঘটল না। কেবলই শুধু মনে হতে লাগল, সাইমুন আমাকে যেমন প্রলোভন দেখিয়েছেন, জেমস্ মোরকেও বোধহয় তেমনি দেখাবেন। বেচারা লোভ সামলাতে না পেরে প্রাণ বাঁচানোর জন্যে আমার বিরুদ্ধে মিথ্যা সাক্ষ্য দিতে রাজি হয়ে যাবেন।

জেমস্ মোরের কথা মনে হতেই তার মেয়ে ক্যাট্রিওনার কথা মনে পড়ে গেল। কেন জানি না তাকে দেখার জন্যে মনটা কেমন করতে লাগল। ভাবলাম, যে ফাঁদে আমি পড়েছি আজ যদি ক্যাট্রিওনার সঙ্গে দেখা না হয়, তাহলে জীবনে আর কোন দিন তাকে দেখতে পাব কিনা সন্দেহ।

ঠিক করলাম, এখুনি ক্যাট্রিওনার বাড়ি যাব। ডীন নামে এক গ্রামে, নদীর পাশেই তার বাড়ি।

খুঁজতে খুঁজতে ঠিকই বাড়িটা বের করে ফেললাম। বাড়ির

বাইরে বাগানের গেটের সামনে দাঁড়িয়ে ভাবছি ভিতরে ঢুকব কি ঢুকব না, এমন সময় হঠাৎ এক বৃদ্ধামহিলা কঠিন কণ্ঠে আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, 'কাকে চাই?'

আমি ভয়ে ভয়ে উত্তর দিলাম, 'মিস্ ড্রামন্ড আছেন?'

'তাকে তোমার কি দরকার?'

'না, মানে, গত শনিবার আমার সঙ্গে ওর দেখা হয়েছিল। সেদিন আমি একটা ছোট কাজ করে দিয়েছিলাম। সেজন্যে ও আমাকে এখানে বেড়াতে আসতে বলেছিল।'

'ও, বুঝেছি তুমিই তাহলে সেই ছ'পেনি···তা তুমি সত্যি সেদিন খুব সাহায্য করেছিলে। তা বাবা, তোমার নাম কি?'

'আমার নাম ডেভিড ব্যালফুর।'

'এবেন্‌জারের ছেলে আছে তা তো কখনও শুনিনি।'

'উনি আমার বাবা নন, কাকা। আমার বাবা আলেকজেন্ডার ব্যালফুর। আমিই এখন শা-র জমিদারির মালিক।'

'এই জমি দখল করতে হলে তোমাকে অনেক কষ্ট করতে হবে। তোমার কাকা যে সাংঘাতিক পাজী লোক!'

'আপনি দেখছি আমার কাকাকে চেনেন। তবে আপনি যে ভয় পাচ্ছেন সে ভয় আমার নেই, কারণ সম্পত্তি নিয়ে কাকার সঙ্গে আমার মিটমাট হয়ে গেছে।'

'তাই নাকি! বেশ, বেশ। তে তুমি আজ ড্রামন্ডের কাছে কেন এসেছ, বাপু?'

'এসেছি আমার ছ'পেনিটা ফেরত নেব বলে। আমি তো ওই কাকারই ভাইপো! শুধু শুধু ছ'টা পেনি পানিতে ফেলব কেন?'

'তুমি দেখছি বেশ জ্ঞানী ছেলে। তা ভাল। তোমার ছ'পেনি দান, তোমার সৌভাগ্যের দিন, ব্যালকুইডার–এসব শুনে তো আমি অন্য কিছু মনে করেছিলাম।'

বুড়ির কথা শুনে খুব ভাল লাগল। ভাবলাম, ক্যাট্রিওনা

তাহলে আমাকে ভুলে যায়নি, এখানে এসেও আমার গল্প করেছে।

বুড়িমা আমাকে এবার খুব কঠিন প্রশ্ন করলেন, 'তুমি ছ'পেনির কথা বলছ, এটা তো স্রেফ অজুহাত। তুমি আসলে ড্রামন্ডের সঙ্গে ভাব করতে এসেছ।'

'এ কথা এখন অপ্রাসঙ্গিক। মিস্ ড্রামন্ডের তেমন একটা বয়স হয়নি, আমারও তাই। তাকে আমি একবার দেখেছি। কিন্তু আমি আপনাকে মিথ্যে বলব না, মিস্ ড্রামন্ডকে দেখে আমার ভাল লেগেছে। তবে এই সমস্ত কথা এখন বলাটা কি ভাল শোনাচ্ছে?'

'মনে হচ্ছে তুমি স্পষ্ট কথা বলতেই পছন্দ করো। তাই আমিও তোমার সঙ্গে স্পষ্ট কথাই বলব। জেমস্ মোরের মেয়ের দায়িত্ব নিয়ে আমি খুব বোকামি করেছি। কিন্তু একবার যখন নিয়েছি, তখন তা বহন করতেই হবে। আমার প্রশ্ন, জেমস্ মোরের ফাঁসির পরও তুমি কি তাঁর মেয়েকে বিয়ে করবে? যদি না করো তাহলে দেখা না করাটাই শ্রেয়।'

'আমি আপনাকে আগেই বলেছি, মিস্ ড্রামন্ডের সঙ্গে আমার একবার কথা হয়েছে। তার সঙ্গে যদি আলাপ-পরিচয় আরও গাঢ় হয় এবং তাকে আমার ভাল লাগে তাহলে তার বাবা ফাঁসিতেই ঝুলুক আর জাহান্নামেই যাক, তাতে আমাদের বিয়ে বন্ধ হবে না। কারণ আমার দিক থেকে আপত্তি করবার মত কেউ নেই।'

'তোমাদের মত ছেলে-ছোকরাদের মুখে এসব কথা শুনছি তোমারও জন্মের আগে থেকে। তাই এই বুড়ির মন এত সহজে তুমি গলাতে পারবে না। এ ব্যাপারে অনেক কিছু চিন্তা করার আছে। জেমস্ মোর আমার আত্মীয়, আমরা একই গোষ্ঠীর। আজ তার কপালে ফাঁসির দড়ি ঝুলছে। আমি মনে করি যত তাড়াতাড়ি তার মৃত্যুদণ্ড হয় ততই ভাল। তাহলে মেয়েটা বেঁচে যাবে। কারণ সেও ওর বাবার মত জেমস্ স্টুয়ার্ট, রাজা জেমস্ বলতে অজ্ঞান। যদি ভেবে থাকো বিয়ের পর তাকে বদলাতে পারবে, তাহলে ভুল

করবে। তাকে তো তুমি একবার দেখেছ।'

'একবার দেখেছি বললে ভুল হবে। কথা একবারই হয়েছে। আর দ্বিতীয়বার আজকেই তাকে দেখেছি মিস্টার গ্র্যান্টের বাড়ির জানালা দিয়ে।'

'অ্যাডভোকেটের বাড়িতেই তো প্রথমে দেখেছ, তাই না?'

'হ্যাঁ।'

'তাহলে তুমি যা বললে সবই তো সত্যি, নাকি অন্য কোন মতলবে অ্যাডভোকেট সাহেব তোমাকে এখানে পাঠিয়েছেন?'

'আপনি কি আমাকে গোয়েন্দা ভেবেছেন?' রাগে আমার সারা শরীর জ্বালা করে উঠল।

বুড়ি আমাকে যা তা ভাবে গালাগালি শুরু করলেন। জীবনে আমি মাত্র দু'জন মহিলার সঙ্গে মিশেছি। একজন আমার মা, আর অন্যজন পাদরীর স্ত্রী মিসেস ক্যাম্বেল। তাঁরা দু'জনেই ছিলেন ধর্মভীরু ও অত্যন্ত মার্জিত। একজন বয়স্কা মহিলা যে এভাবে আজেবাজে কথা বলতে পারেন তা আমার ধারণা ছিল না। বুড়ি বোধহয় আমার মনোভাবটা বুঝতে পারলেন। তাই তিনি হাসতে হাসতে আমায় বললেন, 'ডেভিড! ড্রামন্ড বাড়িতে নেই। সুতরাং তোমাকে ছ'পেনির জন্যে আবারও আসতে হবে।'

তাঁর কথায় কান না দিয়ে আমি হাঁটতে শুরু করলাম। শহরের কাছে এসে দেখি ক্যাট্রিওনা বাড়ির দিকে যাচ্ছে। ওকে দেখে আমার সমস্ত রাগ পানি হয়ে গেল। মনে হলো আমার মুখ দিয়ে হয়তো কোন কথাই বের হবে না। কিন্তু ও যেই না আমাকে জিজ্ঞেস করল, 'আপনার ছ'পেনি নিতে এসেছিলেন? কিন্তু পেলেন কি?'

অমনি আমিও জবাব দিলাম, 'না, পাইনি। তাই বলে আমার পরিশ্রম কিন্তু বৃথা যায়নি। কারণ আজ আপনার সঙ্গে দু'বার দেখা হলো।'

'দু'বার দেখা হলো, মানে? আরও একবার হয়েছে নাকি?'

'হ্যাঁ, আজ সকালে, মিস্টার গ্র্যান্টের বাড়ির জানালা দিয়ে আমি আপনাকে দেখেছি।'

'কই, আমি তো আপনাকে দেখলাম না। বাড়ির মধ্যে শুধু গান বাজনার আওয়াজ শুনলাম।'

'হ্যাঁ, মিস্টার গ্র্যান্টের বড় মেয়ে মিস গ্র্যান্ট গাইছিলেন। তিন বোনের মধ্যে ওঁই হচ্ছে সবচেয়ে হাসিখুশি, চটপটে।'

'ওরা তিনজনই খুব সুন্দর।'

'আপনার সম্পর্কেও ওদের এই ধারণা। আর সে জন্যেই তো আপনাকে দেখবে বলে সবাই জানালার ধারে ঝুঁকেছিল।'

'এত কিছু হয়ে গেছে অথচ আমি কিছুই জানলাম না। আসলে আমি অন্ধ। আপনি বুঝি তখন ও বাড়িতেই ছিলেন? ওদের গান শুনে আপনার নিশ্চয়ই ভাল লেগেছে।'

'একদমই না। তখন আমার অবস্থা ছিল খুবই শোচনীয়। এসব দুরন্ত মেয়েদের চেয়ে সাদাসিধে মেয়েদেরকেই আমার ভাল লাগে।'

'হ্যাঁ, আমিও সেটা বুঝতে পারি।'

'জানেন ক্যাট্রিওনা, আপনার সঙ্গে কথা বলতে আমার কোন কষ্টই হচ্ছে না। অথচ দেখুন, আজ মিস গ্র্যান্টের বাড়িতে আমার মুখ দিয়ে কোন কথাই বের হচ্ছিল না। আচ্ছা, আপনার ফুপু কি খুব রাগী? তাঁকে তো আমার বাঘের মত লাগল।'

'হ্যাঁ, খুব রাগী। সবাই তাঁকে ভয় পায়। এমন কি আমার বাবাও।'

'ও, ভাল কথা. আজ সকালে আপনার বাবার সঙ্গে আমার দেখা হয়েছে।'

'তাই? কোন কথা হয়েছে কি তাঁর সঙ্গে?'

'হয়েছে। কিন্তু তাঁকে দেখে আমার তেমন ভাল লাগল না।

আরও খারাপ লেগেছে তাঁর কথাবার্তা।'

'এসব কথা আপনি আমাকে না বললেই পারতেন। একটা কথা ভাল করে শুনে রাখুন, মিস্টার ডেভিড, যারা আমার বাবার সম্বন্ধে এ ধরনের কথা বলে তাদের সঙ্গে আমি কোন সম্পর্ক রাখি না।'

'আমার প্রতি এত কঠিন হবেন না। সংসারে যে আমার কেউ নেই।'

'তাতে কি? এরকম অনেকেরই থাকে না।'

'দয়া করে আপনি একটু বুঝতে চেষ্টা করুন। আমার সব কথা শুনুন। তারপর না হয় বিচার করবেন। আপনার বাবার সম্পর্কে যা বলেছি, তাতে যে আপনি কষ্ট পাবেন তা আমি জানি। কিন্তু আপনাকে মিথ্যে কথা বলি কি করে? আপনার কাছে কি আমার এই সততার কোন মূল্যই নেই?'

'মিস্টার ব্যালফুর, আমরা দু'জনই খুব ব্যস্ত মানুষ। আসুন, আর কোন কথা না বাড়িয়ে ভদ্রভাবে বিদায় নিয়ে যে যার পথে চলে যাই!'

'শেষ পর্যন্ত আপনিও যদি আমাকে বিশ্বাস না করেন তাহলে আমি কি নিয়ে বাঁচব? সমস্ত পৃথিবী যদি আমার বিপক্ষে চলে যায় তাহলে এত বড় অগ্নিপরীক্ষায় কি করে পাস করব। শুধু শুধু নিরপরাধ লোকটা যে মরে যাবে, তার জন্যে কি আমি কিছুই করতে পারব না?'

'কে মারা যাবে? কার কথা বলছেন আপনি?'

'আমার সাক্ষীতে এক নিরপরাধ লোক ফাঁসির হাত থেকে রক্ষা পেতে পারে। কিন্তু ওরা আমাকে সাক্ষী দিতে দেবে না। এমন অবস্থায় আপনি কি করতেন? এটা যে কত বড় সমস্যা সেটা একমাত্র আপনিই ভাল করে বুঝবেন। কারণ আপনার বাবাও আজ মৃত্যুর মুখে দাঁড়িয়ে আছেন। আপনি কি পারবেন এই

নিরপরাধ লোকটাকে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দিতে? ভাগ্যের হাতেই তাকে ছেড়ে দেবেন? জানেন ক্যাট্রিওনা, ওরা আমাকে অনেক ভাবে ওদের দলে টেনে নেয়ার চেষ্টা করেছে। ঘুষের লোভ দেখিয়েছে, বিষয় সম্পত্তি দেবার কথাও বলেছে। সব কিছু করার পরও যখন আমাকে বোঝাতে পারেনি, তখন ওরা অন্য পথ ধরেছে। আজই সেই বুলডগমুখো সাইমুন ফ্রেজার আমাকে বলেছে, কি সাংঘাতিক বিপদ আমার সামনে, আমাকে ফাঁসিতে ঝোলানোর জন্যে যতটা মিথ্যের আশ্রয় নেয়া দরকার ততটাই তারা নেবে। অ্যাপিন হত্যার সঙ্গে আমি জড়িয়ে আছি এটা প্রমাণ করার জন্যে তারা উঠে পড়ে লাগবে। ঘুষখোর বিশ্বাসঘাতক বলে প্রমাণ করবে। এভাবে আমাকে দোষী সাব্যস্ত করে ফাঁসিতে লটকাবে। এই যদি আমার শেষ দিনের ছবি হয়, আর সেটা যদি তুমিও বিশ্বাস করো, ক্যাট্রিওনা, তাহলে আমি কি করব, কোথায় গিয়ে দাঁড়াব?' আমি এক নিঃশ্বাসে ঝড়ের বেগে কথাগুলো বললাম।

ক্যাট্রিওনা সব শুনে বলল, 'অ্যাপিন হত্যার সঙ্গে তোমাকে জড়াবে?'

একটু আগে আমি ক্যাট্রিওনাকে নিজের অজান্তে তুমি বলেছিলাম। সেও বোধহয় তার অজান্তে আমাকে তুমি করে বলল। তখনও আমি উত্তেজিত। তাকে বললাম, 'খোদার কসম বলছি, অ্যাপিন হত্যার ব্যাপারে আমি কিছুই জানি না।'

'তাহলে এটা নিয়ে তোমার এত চিন্তা কিসের?'

'সবই তো তোমাকে বলেছি, এখন আমি কি করব তুমিই বলে দাও।'

কিছুক্ষণ চুপ থেকে ক্যাট্রিওনা আমাকে বলল, 'তুমি যেটা সত্যি বলে জানো সেটাই করবে। আর আমাকেও তোমার পাশে পাবে,' এই বলে সে আমার দিকে তার হাত বাড়িয়ে দিল।

আমিও হাতটা ধরলাম।

আট

পরদিন আমি মিস্টার গ্র্যান্টের বাড়িতে গেলাম। তিনি আমায় দেখে হাসিমুখে বললেন, 'বাহ্, আপনি তো বেশ সাজগোজ করে এসেছেন। মেয়েরা আপনাকে দেখলে খুব খুশি হবে। ও, আপনার জন্যে একটা সুখবর আছে।'

'সুখবর?'

'এত ভাল খবর, আপনি ধারণাই করতে পারবেন না। ঠিক হয়েছে, আপনার সাক্ষী নেয়া হবে। ইচ্ছা হলে আপনি আমার সঙ্গে বিচারের দিনে কোর্টেও যেতে পারেন। এই মাসের একুশ তারিখ, বার বৃহস্পতি।'

আনন্দে আমার মুখ থেকে কোন কথাই বের হলো না।

আবারও তিনি বললেন, 'এবার আমি আর আপনার কাছে কোন অঙ্গীকার চাই না। তবে আপনি এই ব্যাপার নিয়ে অন্য কারও সঙ্গে আলোচনা করবেন না। কাল আপনার সাক্ষী নেয়া হবে, তখন যা বলার বলবেন। কিন্তু তারপরই একদম চুপ।'

'আমি আপনার কথা রাখব। এত সহজেই এ কাজ করতে পারবেন, তা আমি কল্পনাও করিনি। আপনাকে যে কি বলে কৃতজ্ঞতা জানাব তা আমার জানা নেই। গত শনিবারেও আপনি উল্টো কথাই বলেছেন। একদিন যেতে না যেতেই কিভাবে এটা

সম্ভব হলো?'

'এসব জানার কি সত্যি কোন দরকার আছে? তাছাড়া, গভর্নমেন্টের ভিতরের তথ্য প্রকাশ করাও নিষেধ। আপনার আশা পূর্ণ হয়েছে, তাতেই খুশি থাকুন।'

'সত্যিই এটা জানতে চাওয়া আমার ভুল হয়ে গেছে। আমি আপনার কাছে ক্ষমা চাচ্ছি।'

'এমন কোন অন্যায় আপনি করেননি যার জন্যে ক্ষমা চাইতে হবে,' এই বলে ড্রয়ার থেকে কাগজ-কলম বের করে তিনি আমায় আবার বললেন, 'আমি আপনাকে একটা প্রশ্ন করব। আপনার সাক্ষী দেয়ার সঙ্গে অবশ্য এর কোন সম্পর্ক নেই। কারণ আপনার জবানবন্দি অন্য একজন নেবেন। এটা শুধু আমার ব্যক্তিগত আগ্রহ।'

মিস্টার গ্র্যান্ট কথাগুলো এমন ভাবে বলছেন, এরমধ্যে যে তাঁর কোন উদ্দেশ্য থাকতে পারে সেটা আমার মনেই আসল না। প্রথমেই তিনি আমাকে প্রশ্ন করলেন, 'সেদিন বললেন, আপনি নাকি পাহাড়ের ওপরে অ্যালেনকে দেখেছেন?'

'হ্যাঁ, তাই তো।'

'আচ্ছা, কলিনকে গুলি করার পরে কি?'

'হ্যাঁ।'

'আপনি কি ওর সঙ্গে কথা বলেছিলেন?'

'হ্যাঁ, বলেছিলাম।'

'ও, তারমানে আপনি ওকে আগে থেকেই চেনেন।'

'এসব প্রশ্ন আপনি কেন করছেন তা আমার বোধগম্য নয়। তবে হ্যাঁ, তাকে আমি চিনি।'

'এরপর ওর সঙ্গে আপনার কখন ছাড়াছাড়ি হয়?'

'এর উত্তর এখন নয়, বিচারের দিনই দেব আমি।'

'মিস্টার ডেভিড, আপনি কেন বুঝতে পারছেন না যে এসব

কথা যদি এখানে বলেন তাতে আপনার কোন সমস্যা হবে না। আপনার সম্মান ও জীবন রক্ষার অঙ্গীকার আমি করেছি। এতেও কি আপনার ভয় কাটছে না? আপনি অ্যালেনকে বাঁচাতে চান, তার প্রতি আপনি কৃতজ্ঞ, সবই আমাকে বলেছেন। কিন্তু, মিস্টার ডেভিড, তাকে বাঁচাতে হলে তো অনেক কিছু ভাবতে হবে। আপনি অ্যালেনের কোন খবর জানেন না, এটাও কি আমাকে সত্যি বলে ধরে নিতে হবে?'

'আমি সত্যি বলছি, মিস্টার গ্র্যান্ট, অ্যালেন এখন কোথায় আছে আমি জানি না।'

বেশ কিছুক্ষণ তিনি ভাবলেন। তারপর বললেন, 'তাকে কোথায় পাওয়া যেতে পারে, সেটা জানেন?'

তাঁর এই প্রশ্ন শুনে আমি কোন উত্তর দিলাম না। তিনিও চুপ করে রইলেন। একটু পর আবারও বললেন, 'আমাদের দু'জনের মন দু'দিকে। কাজেই এই নিয়ে আলোচনা না করাই ভাল। কাল কখন কোথায় কার কাছে জবানবন্দি দিতে হবে সেটা আমি আপনাকে সময়মত জানিয়ে দেব। এখন আপনাকে আর ধরে রাখব না, তাহলে মেয়েরা রেগে যাবে।'

এরপর মিস্টার গ্র্যান্টের মেয়েদের সঙ্গে হোপ পার্কে বেড়াতে যাবার জন্যে রওনা দিলাম। যাবার মুখে যেন বাঁশির একটা শব্দ শুনলাম। লাল টুপি পরা নীলের মাথাটা চোখে পড়ল, কিন্তু ক্যাট্রিওনাকে দেখতে পেলাম না। এই সামান্য ব্যাপারই আমার জীবনে কি অসামান্য বিপর্যয় ঘটাবে, তা পরেই বলব।

হোপ্ পার্কে গিয়ে দেখি, সেখানে কয়েকজন অ্যাডভোকেট ও সেনাদলের অফিসার জটলা পাকাচ্ছে। এদের সবার সঙ্গে মিস গ্র্যান্ট আমার পরিচয় করিয়ে দিলেন। কিন্তু ওদের সবার নজর এই তিনটি মেয়ের উপরে। আমার দিকে নজর দেবার সময়ই তারা পেল না। আর যে দু'একজন ভদ্রতার খাতিরে আমার সঙ্গে

কথা বলতে এল, তাদের কথাবার্তায় ভদ্রতার চেয়ে অভদ্রাচরণই বেশি প্রকাশ পেল। মেয়েদের সঙ্গে যে আমি এসেছি, সেটাই ওরা সহ্য করতে পারছে না। মতিগতি ভাল নয় বুঝতে পেরে এক পাশে সরে এলাম, আর ওরা সবাই মিলে মিস্টার গ্র্যান্টের মেয়েদের সঙ্গে হই-হুল্লোড়ে মেতে উঠল।

আমি একটু দূরে গিয়ে এক কোণে বসে আছি, এমন সময় এক লেফটেন্যান্ট আমার কাছে এসে জিজ্ঞেস করল, 'তুমিই তো ব্যালফুর, তাই না?'

লোকটা দেখতে যেমন কুৎসিত, তেমনি কথা বলার ধরনটাও অমার্জিত। মনে মনে আমি খুব রেগে গেলাম। তবে ভদ্রভাবেই বললাম, 'না, এটা আমার নাম নয়।'

'না-না! তোমার নাম প্যালফুরই—প্যালফুর, প্যালফুর!'

তার এই নোংরা আচরণে মেজাজ আমার আরও খারাপ হয়ে গেল। বললাম, 'একজন ভদ্রলোকের সঙ্গে কিভাবে কথা বলতে হয় তা বুঝি আপনি জানেন না?'

'কি আমার ভদ্রলোক রে! প্যালফুর আবার আমাকে ভদ্রতা শেখাচ্ছে! ওহে প্যালফুর ব্যাটা, অ্যালেন কোথায় সেটা কি জানো?'

'এসবের অর্থ কি?'

'অর্থ যে কি সেটা ভাল করেই জানো, আর নাটক কোরো না।'

'তোমার সঙ্গে ঝগড়া করতে হলে প্রথমে ইংরেজি ভাষার গালগুলো ভাল করে শিখতে হবে। সেটা এখনও আমার হয়নি!' এই বলে আমি তাকে এড়াতে চাইলাম।

কিন্তু শালা আমার সঙ্গে ঝগড়া করবে বলেই তৈরি হয়ে এসেছে। তাই হঠাৎ সে আমার শার্টের কলার ধরে টেনে পার্কের বাইরে এক নির্জন জায়গায় নিয়ে এল। তারপরে আমার থুতনিতে

মারল এক ঘুসি।

এবার আমিও সহ্য করলাম না। গায়ের সমস্ত শক্তি এক করে আমিও দিলাম এক ঘুসি। এক ঘুসিতেই শালা বসে পড়ল। ভাবলাম, বিপদ বুঝি কেটে গেল। কিন্তু তা নয়! একটু পরেই সে উঠে দাঁড়িয়ে খাপ থেকে তার তরোয়াল খুলে বলল, 'তোমার কোমরেও তো তরোয়াল দেখছি। এসো, তরোয়ালে তরোয়ালে শক্তি পরীক্ষা হয়ে যাক!'

ব্যাপারটা আমার কাছে তেমন ভাল লাগল না। কিন্তু আমি তার কথায় যদি রাজি না হই, আর সেটা যদি মিস গ্র্যান্ট জানতে পারে, তাহলে আমার লজ্জার শেষ থাকবে না। তাই অনিচ্ছা-সত্ত্বেও রাজি হলাম। অ্যালেনের কাছে তরোয়াল চালানো শিখেছিলাম, ভাবলাম ওতেই কাজ হবে। কিন্তু এই লেফটেন্যান্ট যে পাকা যোদ্ধা! তার সঙ্গে কি করে পারব? তাই প্রথম আঘাতেই আমার তরোয়াল ছিটকে পড়ল। সেটা তুলে এনে আবার তার সঙ্গে লড়বার জন্যে তৈরি হলাম। এবারেও একই ঘটনা ঘটল। লজ্জায়, দুঃখে আমি যখন আবার তরোয়ালটি আনার জন্যে তৈরি হলাম তখন ও হো হো করে হেসে তার তরোয়ালটি খাপে ভরে বলল, 'তোমার হাত তো দেখছি একেবারে কাঁচা! তরোয়ালের কোনটা সোজা দিক, আর কোনটা উলটা দিক, সেটাই তো তুমি জানো না।'

'ভাল করে তরোয়াল চালানোর সুযোগ আমার হয়নি। পুরুষমানুষ, তাই তোমার সঙ্গে লড়তে রাজি হয়েছিলাম। জানি এতে আমার বিপদই হতে পারত।'

'হুম, তুমি ঠিকই বলেছ। আমি নিজে ভাল তরোয়াল চালাতে পারি, তাই নিজেকে বীর বলে মনে করি। কিন্তু তোমার মত আমি যদি আনাড়ি হতাম তাহলে কখনোই এই লড়াইতে রাজি হতাম না।'

'তোমার কথা শুনে খুব ভাল লাগল। মনে হয় আমার কোন শত্রু তোমাকে এখানে পাঠিয়েছে, তা না হলে তুমি কখনও গায়ে পড়ে আমার সঙ্গে ঝগড়া করতে না।'

'হুম, তুমি ঠিকই ধরেছ, প্যালফুর। মিস্টার সাইমুন আমাকে পাঠিয়েছেন।'

এবার তার মুখে প্যালফুরের নাম শুনে আমি রাগলাম না। বললাম, 'তুমি কি আমার একটা উপকার করবে? আমার সম্পর্কে তোমার যা ধারণা সেটা কি লর্ড অ্যাডভোকেটকে জানাবে?'

'কেন জানাব না, অবশ্যই জানাব,' এই বলে সে আমার সঙ্গে করমর্দন করে বলল, 'চলো, এবার পার্কে ফিরে যাই।'

পার্কে গিয়ে দেখি মিস গ্র্যান্টরা চলে গেছে। তাই আমরা সোজা মিস্টার গ্র্যান্টের বাড়িতেই ফিরলাম। ফিরে শুনি তিনি তাঁর চেম্বারে কয়েকজনকে নিয়ে জরুরী বিষয়ে আলোচনা করছেন, এখন দেখা করা যাবে না। আমি পিয়নকে বললাম, 'তাঁকে আমার খুবই প্রয়োজন, আমি মাত্র দু'মিনিট সময় নেব।'

অনিচ্ছাসত্ত্বেও সে খবর দিতে গেল। আমরাও আর অপেক্ষা না করে ওর পিছন পিছন মিস্টার গ্র্যান্টের চেম্বারে ঢুকলাম। ঢুকে দেখি সেখানে মিস্টার গ্র্যান্ট, মিস্টার সাইমুন আর শেরিফ বসে আছেন। তাঁদের কিছু কিছু কথা আমার কানে এল, তাতে আমি বুঝলাম, অ্যাপিন হত্যা নিয়েই ওঁরা আলোচনা করছেন। এই সময়ে ওঁরা আমাদের দেখে মোটেই খুশি হলেন না। তবে আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, 'মিস্টার ব্যালফুর, আপনি এ সময়ে? আর আপনার সঙ্গে উনি কে?'

মিস্টার গ্র্যান্টের প্রশ্ন শুনে আর আমার সঙ্গীটির দিকে এক নজর তাকিয়ে মিস্টার সাইমুন ম্লান মুখে চুপ করে থাকলেন।

আমি বললাম, 'এই ভদ্রলোক আপনাকে আমার ব্যাপারে কিছু বলবেন। সেজন্যেই ওঁকে এনেছি। ওঁ হচ্ছে রাজকীয় সৈন্যদলের

একজন লেফটেন্যান্ট, মিস্টার ডান্‌ক্যান্সবি।'

আমার কথা শেষ হতেই মিস্টার ডানক্যান্সবি বলল, 'হোপ পার্কে আজ আমাদের মধ্যে অসিযুদ্ধ হওয়াতে তাঁর চরিত্রের যে পরিচয় প্রকাশ পেয়েছে তাতে ওকে আমি শ্রদ্ধা করি। তিনি সত্যিই একজন ভদ্রলোক,' এই বলে ও সবাইকে সালাম দিয়ে চলে গেল।

মিস্টার গ্র্যান্ট আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'এই কথা শুনে আমি কি করব?'

'উনি হচ্ছেন একজন রাজকর্মচারী। ওঁর মুখে আমার চরিত্রের পরিচয় জানলেন। তাই আমার অনুরোধ, ভবিষ্যতে আপনি আর কোন অফিসারকে আমার পিছনে লাগাবেন না।'

এই কথা শুনে মিস্টার গ্র্যান্ট রেগে আগুন হয়ে গেলেন এবং মিস্টার সাইমুনের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'এটা অবশ্যই তোমার কাজ, সাইমুন। আমি তোমাকে সাবধান করে দিচ্ছি, এই ধরনের কাজ আর কক্ষনো করবে না। আমাদের মধ্যে যখন মোটামুটি একটা কাজের ধারা ঠিক হয়েছে, তখন তুমি আমাকে গোপন করে অন্য চাল চালবে, এটা আমি কখনোই সহ্য করব না। এ শুধু ওর প্রতি নয়, আমার প্রতিও চরম বিশ্বাসঘাতকতা। আমার মেয়েদের সঙ্গে আমি ওঁকে পার্কে পাঠিয়েছি আর তুমি গোপনে এক লেফটেন্যান্টকে পাঠিয়েছ ছেলেটাকে শেষ করার জন্যে! ছি, সাইমুন, ছি!'

মিস্টার গ্র্যান্টের কথা শুনে সাইমুন একেবারে চুপসে গেলেন। তাঁর এই চাল যে এত সহজে ধরা পড়ে যাবে তা তিনি কল্পনাও করেননি। বললেন, 'শুনুন, মিস্টার গ্র্যান্ট। আমি আপনার বা এই মিস্টার ডেভিডের উল্টোপাল্টা উপদেশ শুনে কাজ করব না। এই ব্যাপারে আমাদের মধ্যে একটা আলোচনা হওয়া দরকার। তা না হলে এই ঝামেলা সহ্য করা আমার পক্ষে সম্ভব হবে না। আসলে

আমি আপনার সব কাজ সমর্থনও করি না।'

মিস্টার গ্র্যান্ট মুখ খোলার আগেই শেরিফ মহোদয় বললেন, 'আমার মনে হয়, এসব আলোচনা পরে করলেও চলবে। এখন আমরা মিস্টার ডেভিডকে অবশ্যই বলতে পারি যে তার চরিত্র ও শৌর্যের প্রমাণ পেয়ে আমরা সবাই খুশি হয়েছি। শুধু শুধু তাঁকে তো ধরে রেখে লাভ নেই। বিদায় দিয়ে দিন।'

নয়

মিস্টার গ্র্যান্টের বাড়ি থেকে বের হয়েই আমার মনে হলো, উনিও কম পাজী নন। কি সুন্দর আমাকে বললেন, আগামীকাল আমার সাক্ষ্য নেয়া হবে, এবং আমার যাতে কোন বিপদ না হয় তা তিনি দেখবেন। অথচ এদিকে সাইমুন আমাকে মেরে ফেলার চেষ্টা করেছিলেন। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, এতে মিস্টার গ্র্যান্টেরও হাত আছে। আমার চারপাশেই দেখছি সব শত্রু। লর্ড অ্যাডভোকেট, ডিউক, লোভাট! আরও কতজন কে জানে! তাছাড়া জেমস্ মোর, নীল, ওরাও তো ওই দলেরই। আসলে এখন আমার এমন এক বন্ধু দরকার, যাকে আমি বিশ্বাস করতে পারব, সত্যিকার সৎ বুদ্ধিপরামর্শ নেব। কিন্তু এমন বন্ধু আমি কোথায় পাব? ভাবতে ভাবতে যখন রাস্তা ধরে হাঁটছি তখন চকিতে চার্লস স্টুয়ার্টকে দেখতে পেলাম। তিনি ইঙ্গিতে তাঁকে অনুসরণ করতে বলে এক গলির ভিতরে ঢুকলেন। তাঁকে অনুসরণ করে একটা ভাঙা পোড়ো-

বাড়ির সামনে গিয়ে দেখি, তিনি চারতলা থেকে আমাকে ইশারায় ডাকছেন। আমি তাঁর কাছে যেতেই তিনি একটা ঘরে ঢুকলেন এবং আমি ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে দরজাটা লাগিয়ে দিলেন।

সেই বাড়িতে কোন আসবাবপত্র নেই। মিস্টার স্টুয়ার্ট মেঝেতে বসে আমাকে বললেন, 'আপনাকেও মেঝেতে বসতে হবে। তবে এখানে আমরা খুব নিশ্চিত মনে কথা বলতে পারব। কেউ আমাদের কোন কথা শুনতে পাবে না।' একটু থেমে আবার বললেন, 'কদিন ধরেই আমি আপনাকে খুঁজে বেড়াচ্ছি।'

আমি জিজ্ঞেস করলাম, 'অ্যালেনের খবর কি?'

'মোটামুটি ভালই। কাল ফ্রান্সে যাবার জন্যে জাহাজে উঠবে। তার আগে ও আপনার সঙ্গে একবার দেখা করতে চাইছে। কিন্তু আমার মতে আপনাদের দু'জনের দেখা না হওয়াটাই ভাল। এবার বলুন, ওদিকের খবর কি?'

'লর্ড অ্যাডভোকেট বলেছেন আমাকে সাক্ষ্য দেয়ার জন্যে ডাকা হবে এবং ইচ্ছা হলে বিচারের দিনে আমি তাঁর সঙ্গে কোর্টেও যেতে পারব।'

'সব মিথ্যে। এসব কিছুই আমি বিশ্বাস করি না।'

'আমারও বিশ্বাস হয় না। কিন্তু আপনার অবিশ্বাসের কারণ কি?'

'শুনুন ডেভিড, ওরা অ্যালেনকে শেষ করতে চায়। ওকে যদি দোষী সাব্যস্ত করতে না পারে তাহলে যে জেমসের অপরাধ প্রমাণ হবে না।'

'অ্যালেনকে গ্রেফতার না করতে পারলে তাকে কিভাবে কোর্টে হাজির করবে, শুনি?'

'আইনে সে ব্যবস্থাও আছে, ডেভিড। আসামীর বিরুদ্ধে চার জায়গায় গ্রেফতারী পরোয়ানা জারি করা যায়—যেখানে সে স্থায়ীভাবে বসবাস করে; অথবা যেখানে সে একসঙ্গে অন্তত চল্লিশ

দিন বাস করেছে; কিংবা যে অঞ্চলে সে সাধারণত বাস করে, তার প্রধান শহরে; আর যদি তাদের সন্দেহ হয় যে সে স্কটল্যান্ড ছেড়ে দেশের বাইরে চলে যাচ্ছে, তাহলে বন্দরে বা পোতাশ্রয়ে। শেষের ক্ষেত্রে পরোয়ানার মেয়াদ ষাট দিন। এর উদ্দেশ্যটা সহজেই বুঝতে পারবেন। যাতে জাহাজে ওঠার পরও আসামীকে গ্রেফতার করা যায়। অ্যালেনের কথা যদি ধরেন, তার স্থায়ী কোন বাড়িঘর নেই, ৪৫ সালের বিদ্রোহের পর কোন জায়গাতেই সে একনাগাড়ে চল্লিশ দিন থাকেনি, কোন বিশেষ অঞ্চলেও সে বসবাস করে না। কাজেই সে যদি এখনও স্কটল্যান্ড ছেড়ে না পালিয়ে থাকে–আপনি তো জানেনই যে সে এখনও তা করেনি–তাহলে তারা তার নামে কোথায় সমন জারি করবে?'

'হুম। বন্দর বা পোতাশ্রয়ে থাকবে।'

'আপনার আইন জ্ঞান দেখছি লর্ড অ্যাডভোকেটর চেয়েও বেশি। অ্যালেনের নামে তিনি একবার গ্রেফতারী পরোয়ানা জারি করিয়েছিলেন। কোথায় জানেন? ক্যাম্বেলদের প্রধান শহরে। মিস্টার ডেভিড, আমি আপনাকে একটা গোপন কথা বলি। ওরা আর অ্যালেনকে গ্রেফতার করার কথা ভাবছে না।'

'এ আপনি কি বলছেন!'

'ঠিকই বলেছি। অ্যালেনকে যদি গ্রেফতার করা হয় তাহলে ও আত্মপক্ষ সমর্থন করবেই। তার পক্ষে যেসব প্রমাণ আছে, তার জোরেই সে মুক্তি পেয়ে যাবে। ফলে জেমসের টিকির ডগাও ওরা স্পর্শ করতে পারবে না। এখন ওরা চায় জেমসের হত্যা। এটা কোন বিচার নয়, রাজনৈতিক ষড়যন্ত্র।'

'কিন্তু অ্যালেন কোথায় আছে আজই তো মিস্টার গ্র্যান্ট আমার কাছে জানতে চাইলেন।'

'কেন চেয়েছেন জানি না। অবশ্য আমার ধারণা ভুলও হতে পারে। তবে আগে আমি আপনাকে সব কথা খুলে বলি, তারপর

কোনটা ঠিক আর কোনটা ভুল বোঝা যাবে। জেমস্ স্টুয়ার্ট এবং তাঁর সাক্ষীদের সবাইকে ফোর্ট উইলিয়ামের সামরিক জেলে রাখা হয়েছে। তাদের সঙ্গে কাউকেই দেখা করতে দেয় না, তারাও কারও কাছে চিঠি লিখতে পারে না। এই কথা শুনে আমি লর্ড জাস্টিসের কাছে অনুরোধ করেছিলাম, যাতে ওদের সঙ্গে দেখা করা যায়। তার উত্তরে বলেছেন, আমার মক্কেলের সঙ্গে দেখা করার ব্যাপারে তিনি কোন বাধা দিতে পারেন না। তাই ফোর্টের কম্যান্ডার-ইন-চীফের কাছে সুপারিশ করেছেন, আমাকে যেন দেখা করার সুযোগ দেয়া হয়। এবার ব্যাপারটা বুঝুন! স্কটল্যান্ডের লর্ড জাস্টিস আমার জন্যে সুপারিশ করেছেন কম্যান্ডার-ইন-চীফের কাছে। এর চেয়ে অদ্ভুত, হাস্যকর ব্যাপার আর কি হতে পারে? লর্ড জাস্টিস ভাল করে জানেন, মিলিটারি অফিসার আইনকানুন ভাল জানেন না। কাজেই এই সুপারিশ অনুযায়ী আমাকে দেখা করার অনুমতি দিতেও পারেন, আবার নাও দিতে পারেন। তবে না দেয়ার সম্ভাবনাই বেশি। কাজেই এই নিয়ে তদবির করতে করতে এক সময়ে বিচারের দিন এসে পড়বে। আর এদিকে আমার মক্কেলের সঙ্গে দেখাও হবে না, তার পক্ষের বক্তব্যও শুনতে পারব না। এ যদি ষড়যন্ত্র না হয়, তবে কি?

'হুম। ব্যাপারটা ষড়যন্ত্র বলেই মনে হচ্ছে।'

'তারমানে বিচারের আগের দিন পর্যন্ত আমি অন্ধ থাকব। তারপর বিচারের দিনে লর্ড অ্যাডভোকেট আসামীর বিরুদ্ধে যে সব অভিযোগ তুলে ধরবেন, সাক্ষীদের জেরা করবেন, আর তা শুনে আমাকে আসামীর পক্ষ নিতে হবে। এর চেয়ে অন্যায় আর কি হতে পারে, মিস্টার ডেভিড? তবে আমিও ছাড়ব না। সবসময় সুযোগের সন্ধানে আছি, আসামী ও তার সাক্ষীদের সঙ্গে দেখা করার, তাদের কথা শোনার।'

তাঁর কথা শুনে চুপ করে থাকলাম। এসবের কি-ই বা জবাব দেব আমি?

তারপর মিস্টার স্টুয়ার্ট একটা ছাপানো কাগজ বের করে আমাকে বললেন, 'এই দেখুন, আসামীর বিরুদ্ধে রাজদ্রোহের অভিযোগ। সাক্ষীর তালিকায় রয়েছে লর্ড অ্যাডভোকেটের নাম। তাহলে আপনার নাম কোথায়? এছাড়া আসামী পক্ষের উকিল হিসেবে আমাকেও এক কপি পাঠানোর কথা। কিন্তু পাঠায়নি। তবে এটা কি করে পেলাম? ছাপাখানার এক লোক কি মনে করে আমাকে এক কপি দিয়ে গেছে। আপনি কি ভেবেছেন, এসব নিয়ে আমি কোর্টে হৈ-চৈ বাধাব না? যেখানে আমার গোষ্ঠীর জীবন-মরণের প্রশ্ন, সেখানে আমি নিশ্চয়ই তা করব। মিস্টার ডেভিড, এবার তো আপনি বুঝতে পারছেন, লর্ড অ্যাডভোকেট আপনার যে সাক্ষ্য নেয়ার কথা বলেছেন সেটা সম্পূর্ণ মিথ্যে।'

মিস্টার স্টুয়ার্টের কথা শুনে আমার চোখ খুলে গেল। এতদিন আমার দিক থেকে যেসব ঘটনা ঘটেছে তার সবই তাঁকে বললাম। সব শুনে তিনি বললেন, 'এ ক্ষেত্রে আমার অনুরোধ হচ্ছে, আপনি পালান। আপনার খোঁজ যেন কেউ না পায়।'

'কি বলছেন ঠিক বুঝলাম না।'

'শুনুন, বুঝিয়ে বলছি। আজকালের মধ্যে আপনাকে পালাতেই হবে। লর্ড অ্যাডভোকেটের হয়তো এখনও কিছু বিবেক আছে। তাই সাইমুন আর ডিউকের হাত থেকে আপনাকে বাঁচাতে চেষ্টা করছেন। আর তার বিনিময়ে আপনার সাক্ষ্য নেবেন না বলে তাদেরকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। তবে সাইমুন আর ডিউক যে কথার খেলাপ করবেন, আপনার প্রাণ বিপন্ন হবে, এসব কিছুই অ্যাডভোকেট সাহেব জানতে পারবেন না। আপনিই তো বললেন, আজ নাকি সাইমুন লর্ড অ্যাডভোকেটের অজ্ঞাতে আপনাকে মেরে ফেলতে চেয়েছিলেন। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, ওঁরা যদি আপনাকে

প্রাণে নাও মারে, তাহলে অন্য কোথাও আটক করে রাখবে, যাতে আপনি বিচারের দিনে সাক্ষী দিতে না পারেন। যেখানে জেমস্ মোরের মত পাজী আর নীলের মত বজ্জাত লোক আছে সেখানে এটা তেমন কঠিন কাজ নয়।'

'আপনার এসব কথা আমাকে চিন্তায় ফেলে দিয়েছে।'

'শুনুন ডেভিড, চিন্তা করার সময় এখন নয়। আমার অনুরোধ এসব ঘটার আগে আপনাকে সরে যেতে হবে। এমন জায়গায় যান, যাতে কেউ আপনার খোঁজ না পায়। বিচারের আগে পর্যন্ত লুকিয়ে থাকুন, তারপর বিচারের দিনে ওদের সব স্বপ্ন ভেঙে দিন। তাহলে শয়তান কুকুরগুলো উপযুক্ত শাস্তি পাবে। আপনার সাক্ষীতে চাকা ঘুরে যাবে।'

'কোথায় পালাব আমি?'

'আমার পক্ষে তা বলা কঠিন। কারণ আমি আপনাকে যেসব জায়গার কথা বলব, তারা সেসব জায়গাতেই খোঁজ নেবে। কাজেই খোদার উপর ভরসা করে আপনি নিজেই একটা ঠিকানা খুঁজে বের করুন। তারপর আপনি কোথায় আছেন সেটা বিচারের ঠিক পাঁচ দিন আগে অর্থাৎ ১৬ সেপ্টেম্বরে আমাকে কিংবা আর্মস-এর মাধ্যমে খবর দেবেন। তাহলে বিচারের দিন আমি আপনাকে ঠিকই আদালতে হাজির করার ব্যবস্থা করব।'

'হ্যাঁ, তা বুঝলাম। কিন্তু অ্যালেনের সঙ্গে দেখা করার কি হবে?'

'আমার মত তো আমি আপনাকে আগেই জানিয়েছি। তবুও আপনি যদি ওর সঙ্গে একান্তই দেখা করতে চান, তাহলে আজ রাতে সিলভার মিলস-এ তার দেখা পাবেন। তবে সেখানে খুব সতর্কতার সঙ্গে যাবেন, কেউ যেন পিছু না নেয়। আপনি আর অ্যালেন যদি এক সঙ্গে ধরা পড়ে যান তাহলে সমস্ত প্ল্যানই মাটি হয়ে যাবে।'

দশ

ক্যাট্রিওনার সঙ্গে দেখা করার জন্যে আমি পাগল হয়ে যাচ্ছিলাম। তাই বেলা তিনটের সময় আমি তাদের বাড়ির দিকে রওনা দিলাম। জেমস্ মোর থেকে শুরু করে তার আত্মীয়স্বজন চাকর-বাকর সবাই যে আমার শত্রু, এ আমি ভুলেই গেলাম। তবে সাবধানে পথ চলতে হবে, এটা বারবার আমার মনে পড়ছে। উঁচু-নিচু পথ, দু'পাশে বার্লি খেত। যেতে যেতে আমি একটা ঢালে নেমে হঠাৎ পাশের বার্লির খেতের ভিতরে লুকিয়ে পড়লাম। একটু পরই একজন হাইল্যান্ডারকে সে পথ দিয়ে যেতে দেখা গেল। একে আমি এর আগে কখনও দেখিনি। তারপর দেখলাম, লাল টুপি পরা নীল যাচ্ছে। এরপর একটা গরুর গাড়ি। তারপর গ্রামের সব লোকজন। প্রথম দু'জনকে দেখেই আমার চলে যাওয়া উচিত ছিল, কিন্তু ক্যাট্রিওনার সঙ্গে দেখা করার আগ্রহে আমি সব বিপদকে অগ্রাহ্য করে দ্রুত এগিয়ে গেলাম।

গিয়ে দেখি ক্যাট্রিওনা ও তার ফুপু দু'জনই বাড়িতে আছেন। ফুপুকে সালাম দিয়ে বললাম, 'ছ'পেনির জন্যে আবার এলাম।'

আমাকে দেখে খুশিতে ক্যাট্রিওনার মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল। অবাক করে বুড়ি আমাকে সাদর অভ্যর্থনা জানালেন। পরে শুনলাম, বুড়ি নাকি মিস্টার রেনকিলারের কাছে লোক পাঠিয়ে আমার ব্যাপারে অনেক কিছু জেনেছেন।

তাই তিনি ক্যাট্রিওনাকে বললেন, 'ছ'পেনির পাওনাদার না হয় আজ আমাদের এখানেই খাওয়াদাওয়া করুক। কি বলো তুমি? যাই রাঁধুনীদের বলে আসি।'

বুড়ি চলে যেতেই ক্যাট্রিওনা আমাকে জিজ্ঞেস করল, 'নতুন কোন খবর আছে তোমার?'

তাকে আমি লেফটেন্যান্টের সঙ্গে আমার অসিযুদ্ধের কথাটা বললাম।

শুনে ও বলল, 'তোমার বাবা কি তোমাকে তরোয়াল চালানো শেখাননি?'

'না। কারণ ওই সময় আমাকে ল্যাটিন আর অন্যান্য বিষয়ে লেখাপড়া শেখানো হয়েছিল।'

'তোমার কথা শুনে আমার হাসি পাচ্ছে।'

'এতে হাসার কি আছে?'

'হাইল্যান্ডার হয়ে তুমি তরোয়াল চালাতে জানো না, এটা একটা কথা হলো? আমি যদি ছেলে হতাম, তোমার ওই লেফটেন্যান্টের অসিযুদ্ধের শখটা খুব ভাল করেই মিটিয়ে দিতাম। কিন্তু আমার কপাল খারাপ যে খোদা আমাকে মেয়ে বানিয়েছেন।'

'তুমি দেখছি রক্ত-পিয়াসি মেয়ে।'

'দেখো, সেলাই করা, সুতো কাটা, উল বোনা, এগুলো খুবই ভাল কাজ। কিন্তু সারা জীবনে যদি আর কিছু করার না থাকে তাহলে জীবনটা একঘেয়ে হয়ে যায় না কি? তরোয়াল খেলতে জানলেই যে মানুষকে মারতে হবে, এমন তো নয়। আচ্ছা, ডেভিড, তুমি কি কখনও কাউকে মেরেছ?'

'যখন আমার বয়স খুব কম ছিল তখন দু'জন ছেলেকে মেরেছিলাম।'

'মারার পর তোমার খারাপ লাগেনি?'

'লাগেনি আবার! খুবই খারাপ লেগেছিল। মনে হয় তখন

আমি কেঁদেও ছিলাম।'

'কাঁদাটাই স্বাভাবিক। তবে দেশের শত্রু বধ করা বা দেশের জন্যে প্রাণ দেয়া, সে অন্য ব্যাপার।'

এরপর অ্যালেনের প্রসঙ্গ এল। সেদিন তো ওর ব্যাপার সব বলা হয়নি, তাই আজ তাকে সব বললাম। শুনে ক্যাট্রিওনা বলল, 'তোমার সাহসের প্রশংসা করতে হয়। তোমার বন্ধুকেও আমি শ্রদ্ধা করি। তোমাকে কিন্তু তার মত অসিবিদ্যায় দক্ষ হতে হবে।'

'প্রথমে আমি এটাই শিখব–তোমার জন্যে।'

ক্যাট্রিওনা এবার ওর বাবার কথা তুলল। বলল, 'আমি জানি আমার বাবাকে তুমি তেমন পছন্দ করো না। তিনি আমাকে একটা চিঠি দিয়েছেন। তাতে লিখেছেন, ওঁকে নাকি জেল থেকে সরিয়ে অন্য জায়গায় রেখেছে। কাল আমি দেখা করব। তাঁরও বোধহয় বিপদ কেটে যাবে।'

'শুনে খুশি হলাম। তোমার আনন্দেই আমার আনন্দ। তবে কি জানো, সাইমুন এমনভাবে আমার মনকে বিষিয়ে তুলেছে যে কারও উপর আর ভরসা করতে পারছি না।'

'ওর সঙ্গে আমার বাবাকে মিলিয়ো না। আচ্ছা, তুমি কি জানো, লর্ড অ্যাডভোকেট আর আমার বাবা একই গোষ্ঠীর?'

'না, এ তো আমার জানা ছিল না।'

'আমাদের সম্পর্কে তুমি কি-ই বা জানো? আমাদের গোষ্ঠীর এক দলের উপাধি গ্র্যান্ট, আরেক দলের উপাধি ম্যাক গ্রিগর আসলে ওরা একই গোষ্ঠীর। অ্যাপিনেই এদের জন্ম।'

'আজ তুমি আমাকে অনেক নতুন কথা শোনালে।'

এমন সময় মিসেস ওগিলভি এলেন এবং আমাদের খাবারের টেবিলে যেতে বললেন। খাবারের আয়োজন খুবই সুন্দর। গল্প করতে করতে খুব তৃপ্তির সঙ্গে খাওয়া শেষ করলাম।

বেলা পড়ে আসছিল। আজ রাতেই আবার অ্যালেনের সঙ্গে

দেখা করতে হবে। ক্যাট্রিওনা গেট পর্যন্ত আমার সঙ্গে এল। বিদায়ের সময়ে বলল, 'তোমার সঙ্গে আবার কবে দেখা হবে?'

'বলা কঠিন। হয়তো অনেক দিন পর। হয়তো জীবনে আর দেখাই হবে না।'

'তোমার খুব কষ্ট হচ্ছে, তাই না?'

আমি কোন উত্তর না দিয়ে তার দিকে করুণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকলাম।

'আমারও খুব কষ্ট হবে। তোমার সঙ্গে আমার অল্প দিনের পরিচয়, কিন্তু এরইমধ্যে আমি যেন তোমার ভেতরের পরিচয় পেয়ে গেছি। তুমি ভাল ছেলে। তোমার সাহসও প্রচণ্ড। তুমি জীবনে হয়তো অনেক বড় হবে। শুনে আমি খুবই খুশি হব। তোমার সঙ্গে যদি আমার আর দেখা না হয়, তাহলেও আজকের দিনটা আমার মনে থাকবে। সবার কাছে তোমার কথা বলে পুরানো দিনের স্মৃতিচারণ করব। বিধাতা তোমার মঙ্গল করুন, এই কামনা করি,' এই বলে ও আমার ডান হাত তুলে তার ঠোঁটের উপর চেপে ধরল। এতে আমিও বুঝলাম ও আমাকে কি ভাবে।

আমি আবেগে এত বিহ্বল হয়ে পড়লাম যে আমার মুখ থেকে কোন কথাই বের হলো না। অবশেষে তার হাত দুটো ধরে ধীরে ধীরে বললাম, 'ক্যাট্রিওনা, আজ আমি যাই, কেমন? দোয়া কোরো যেন তোমার সঙ্গে আমার আবার দেখা হয়।'

যেতে যেতে আমি বারবার পিছন ফিরে ক্যাট্রিওনার দিকে তাকাচ্ছি। সে এখনও গেটে দাঁড়িয়ে আমার দিকে তাকিয়ে আছে। এমন সময় হঠাৎ আমার মনে হলো নীলকে ঝোপের মধ্যে দেখলাম। মনটা আমার খারাপ হয়ে গেল। আমি আর কোন দ্বিধা না করে ক্যাট্রিওনার কাছে ফিরে এলাম। অ্যালেন আর জেমসের জীবন এখন আমার হাতে। একটু ভুলের জন্যে সব মাটি হয়ে

যেতে পারে।

আমাকে দেখে ক্যাট্রিওনা জিজ্ঞেস করল, 'কি ব্যাপার, তুমি আবার ফিরে এলে যে? তোমার চোখ-মুখও তো কেমন শুকনো লাগছে। এরমধ্যে কি এমন ঘটল?'

'ক্যাট্রিওনা! আমার জীবন ছাড়াও আরও দুটো মানুষের জীবন এখন আমার হাতে। কাজেই আমার পক্ষে এতটুকু অসতর্ক হবার উপায় নেই। এখন দেখছি এখানে আসাই আমার অন্যায় হয়ে গেছে।'

'এসব কি বলছ? আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না। ব্যাপারটা খুলে বলো দেখি।'

'এখান থেকে বের হবার পর নীল আমার পিছু নিয়েছে।'

'হতেই পারে না। তুমি ভুল দেখেছ। কারণ নীল এখন বাবার কাছে।'

'আমি ঠিক বলছি কিনা তুমি একটু যাচাই করে দেখো না। কোন বিপদে পড়লে তাকে ডাকার জন্যে তোমার তো নিশ্চয়ই কোন সাংকেতিক ব্যবস্থা আছে? সেটাই ব্যবহার করো।'

তারপর ক্যাট্রিওনা দুটো আঙুল মুখে দিয়ে এক রকম শিস দিতেই লাল টুপি পরা নীল ঝোপ থেকে বেরিয়ে এল। তার হাতে একটা চকচকে ছুরি।

তাই দেখে আমি বললাম, 'দেখলে তো, আমার কথাই ঠিক।'

নীল আমাকে দেখে একেবারে অবাক হয়ে গেল। তারপর ক্যাট্রিওনা তার নিজের ভাষায় কি যেন বলল, আমি বুঝলাম না। তবে নীল যে খুব রেগে গেছে, সেটা বুঝলাম।

আমি ক্যাট্রিওনাকে বললাম, 'তুমি অন্তত নীলকে দুই ঘণ্টার জন্যে ধরে রাখো। তা না হলে এই নির্জন মাঠে সন্ধ্যার অন্ধকারে তার ছুরিতেই আমার মৃত্যু হবে। ওর হাবভাব ভাল লাগছে না।'

ক্যাট্রিওনা নীলকে আবার কি যেন বলল। তারপর আমার

দিকে তাকাল। 'ডেভিড, ও বলছে, এডিনবরায় নাকি বাবার কি একটা বিশেষ কাজ আছে। এই জন্যে ওকে এখনি ওখানে যেতে হবে।'

'শোনো ক্যাট্রিওনা, তোমার সঙ্গে এ ব্যাপারে কথা বলতে আমার ভাল লাগছে না। আমার কথা না হয় বাদই, কিন্তু দুটো জীবন আমার হাতে। দোহাই তোমার, তুমি ওর কথা বিশ্বাস কোরো না, ও মিথ্যে বলছে। এই চাল সাইমুন চেলেছেন! তোমার বাবা হয়তো এই ব্যাপারে কিছুই জানেন না।'

এরপর ক্যাট্রিওনা কাঁদতে শুরু করল। তাই দেখে আমারও চোখ ভিজে গেল। কিন্তু এমন আবেগপ্রবণ হওয়ার সময় এখন নয়। তাই তাকে আবার বললাম, 'ক্যাট্রিওনা, তুমি শুধু মাত্র এক ঘণ্টার জন্যে নীলকে ধরে রাখো। তারপর খোদার যা ইচ্ছে তাই হবে।'

থরথর করে কাঁপছে ক্যাট্রিওনা। সেই কাঁপা হাত দিয়ে আমার হাত চেপে ধরে বলল, 'এক ঘণ্টার জন্যে আমি নীলকে ধরে রাখব, এ ব্যাপারে তুমি নিশ্চিত থাকো। খোদায় তোমায় রক্ষা করুন।'

আমি আর দেরি না করে ছুটতে শুরু করলাম।

এগারো

সন্ধ্যা হতে আর বেশি দেরি নেই। তাই প্রাণপণে দৌড়াতে

লাগলাম। সিলভার মিলসে অ্যালেনের রাত বারোটা থেকে দুটো পর্যন্ত থাকার কথা।

কিন্তু সরাসরি আমি সেখানে গেলাম না। কে আবার কোন দিক থেকে দেখে ফেলে। তাহলে দু'জনেই একসঙ্গে ধরা পড়ে যাব। তাই এই অন্ধকারের মধ্যেও আমি চারদিক ভাল করে দেখে শুনে ছুটতে লাগলাম।

ছুটতে ছুটতে আমার বারবার মনে হচ্ছে, আজ ক্যাট্রিওনার কাছে যাওয়াটা একদম ভুল হয়ে গেছে। যদি গেলামই, সেখান থেকে আবার আজ রাতেই অ্যালেনের সঙ্গে দেখা করতে যাওয়াটা আরও ভুল। কারণ আমার পিছু শুধু যে নীলই নিয়েছে, সেটাই বা কি করে বলি! তার তো আরও সঙ্গীও থাকতে পারে। ক্যাট্রিওনা না হয় নীলকে এক ঘণ্টার জন্যে ধরে রাখবে, কিন্তু বাকি লোকগুলো যে আমার উপর নজর রাখছে না সেটাই বা কে জানে।

তাই আমি প্রতিটা কাজই খুব সাবধানে করলাম। কপাল ভাল, রাস্তায় যাদের সঙ্গে দেখা হলো তারা সবাই গাঁয়ের লোক। আমার দিকে তাদের কোন খেয়াল নেই।

পুরো রাস্তা অন্ধকার। অনুমানে আমি আমার গন্তব্যস্থানের দিকে এগোচ্ছি। অবশেষে সেখানে পৌঁছালাম। তখনও একটু একটু চাঁদের আলো উঁকি দিচ্ছে। সমস্ত বনানীর বুকে অখণ্ড নিস্তব্ধতা। নির্দিষ্ট জায়গায় আমি চুপচাপ অপেক্ষা করতে লাগলাম। আমার মনে হচ্ছে এক একটা মুহূর্ত যেন এক একটি যুগ! নানান ধরনের চিন্তা মাথায় গিজগিজ করছে। ধীরে ধীরে চাঁদ অদৃশ্য হলো, পুরো পৃথিবীটা অন্ধকারের আবরণে ঢেকে গেল। সেই নিঃশব্দ অন্ধকারে আমি অ্যালেনের জন্যে বসে থাকলাম।

একটু পরেই ঝোপের ভিতর থেকে পায়ের শব্দ ভেসে আসতে শুনলাম। আমি আস্তে করে একটা শিস দিলাম, উত্তরে সেরকমই

একটা পাল্টা শিস শুনলাম। বুঝলাম অ্যালেন আসছে।

পরমুহূর্তেই তার কণ্ঠ শোনা গেল, 'কে, ডেভিড নাকি?'

'হ্যাঁ, আমি।'

'তোমার সঙ্গে দেখা করার জন্যে আমি পাগল হয়ে ছিলাম। দিনের বেলায় এক খামারে একটা খড়ের গাদার নিচে লুকিয়ে থাকি। না পারি একটু নড়াচড়া করতে, না পারি কারও সঙ্গে কথা বলতে। সে যে কি কষ্ট! জীবন দুর্বিষহ হয়ে উঠেছে। এখানে দু'তিনদিন থেকে তোমার অপেক্ষায় আছি। আর যদি কোন সমস্যা না বাধে তাহলে তো কালই জাহাজ ছাড়বে। এবার বলো, ওদিকের সব খবরটবর কি?'

এতদিন যা যা ঘটেছে তা সবই অ্যালেনকে বললাম। শুনে ও বলল, 'ডেভিড, সত্যি তুমি বড় অদ্ভুত! আর লর্ড অ্যাডভোকেট মিস্টার গ্র্যান্টও তোমার মতই একজন হুইগ। এতক্ষণ তুমি যাদের কথা বললে তাদের মধ্যে মিস্টার গ্র্যান্টই হচ্ছেন তোমার একমাত্র বন্ধু। তবে সাইমুন আর জেমস্ মোর হচ্ছে মহা শয়তান।'

'আচ্ছা অ্যালেন, তোমাকে একটা প্রশ্ন করি। চার্লস স্টুয়ার্টের আন্দাজটা কি ঠিক? সত্যিই কি ওদের উদ্দেশ্য আমাকে ফাঁদে ফেলা, নাকি তোমাকে ধরা?'

অ্যালেন পাল্টা প্রশ্ন করল, 'তোমার কি মনে হয়?'

'ঠিক বুঝতে পারছি না।'

'আমিও। আচ্ছা, মিস ক্যাট্রিওনা কি কথা রাখবে?'

'অবশ্যই।'

'তাহলেও নীল একঘণ্টা পর ছাড়া পেয়ে তার সঙ্গীদের সঙ্গে গিয়ে মিলবে।'

'ক'জন আমাদের পিছু নিতে পারে বলে তোমার মনে হয়।'

'সেটা নির্ভর করবে ওরা শুধু তোমাকে ধরবে, নাকি আমাদের

দু'জনকেই, তার ওপর। ধরো, যদি তোমাকে ধরতে আসে তাহলে দু'তিনজন আসবে। আর আমিও যদি টার্গেট হই, তবে অন্তত দশ-বারোজন হবে। সংখ্যায় যতই হোক, ওরা যে আমাদের তন্নতন্ন করে খুঁজবে, সে ব্যাপারে নিশ্চিত থাকো।'

'তাহলে আমাদের করণীয় কি?'

'এখন ঘুটঘুটে অন্ধকার। পালাবার এই সুযোগ। ভোর হয়ে গেলে আর পারব না।'

কথাটা ঠিক। তাই সময় নষ্ট না করে আমরা অন্ধকারের মধ্যে বন-জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে রওনা হলাম। মনে হলো এদিকটা একটু নিরাপদ।

বারো

অন্ধকারের মধ্যে জংলী পথে হাঁটা যে কি কষ্ট, যাদের অভিজ্ঞতা আছে শুধু তারাই বুঝবে। কতবার যে হোঁচট খাচ্ছি তার কোন ঠিক নেই। অ্যালেনেরও একই দশা। হাঁটতে হাঁটতে আমরা একটা শরবন পেলাম। বনটা বেশ ঘন। দু'জনেই আমরা খুব ক্লান্ত। তাই এই বনেই রাত কাটাব বলে ঠিক করলাম। আমি ঘুমালে অ্যালেন জেগে থাকবে. আর অ্যালেন ঘুমালে আমি জেগে থাকব।

পাঁচটায় ভোর হলো। মাথার ওপরে স্বচ্ছ আকাশ। আগের রাতের মেঘের চিহ্নও নেই। তবে খুব জোরে বাতাস বইছে। বেশ

ভাল লাগছে। কতদিন পর যে অ্যালেনকে সামনাসামনি পেলাম। তার কাঁধে সেই ওভারকোট, হাঁটু পর্যন্ত পায়ে এক জোড়া মোজা। বুঝলাম, ছদ্মবেশের জন্যেই এই ব্যবস্থা।

আমার আগেই অ্যালেনের ঘুম ভেঙেছে। আমি জাগতেই সে বলল, 'জানো ডেভিড, আজ না আমি একটা অসাধারণ কাজ করেছি।'

'কি সেটা?'

'ভোরে উঠেই আমি প্রার্থনা করেছি। স্কটল্যান্ডের উপকূলে বসে আবার কবে প্রার্থনা করতে পারব কে জানে।' একটু থেমে আবার বলল, 'এমন একটা সুন্দর দিনে আমাকে স্কটল্যান্ড ছেড়ে চলে যেতে হবে, এর চেয়ে দুঃখের কথা আর কি হতে পারে।'

আমি বললাম, 'ফ্রান্সও তো ভাল জায়গা।'

'হ্যাঁ, ভাল। কিন্তু স্কটল্যান্ডের সঙ্গে কি তুলনা করা যায়? সেখানে গিয়ে আমি ভালই থাকব, জানি। কিন্তু স্কটল্যান্ডের জন্যে মাঝে মাঝে আমার মন খারাপ লাগবে।'

'তা তো লাগবেই। যতই হোক, নিজের দেশ। টানই আলাদা।'

তারপর অ্যালেন আবার তার কথা বলা শুরু করল, চার্লস স্টুয়ার্ট কি করে এই কদিন তাকে খাবার ও পানি দিয়ে গেছেন, কিভাবে দিনগুলো কেটেছে। তারপর আমাকে বলল, 'ডেভিড, যেভাবে পারো আগে তুমি অসি-চালনা শিখবে। সময় থাকলে আমিই তোমাকে শিখিয়ে দিতাম।'

'এ তো এখন আর সম্ভব নয়। তাই চিন্তা করছি আইন পড়ে অ্যাডভোকেট হব।'

'তার চেয়ে তো সৈন্যদলে যোগ দেয়া ভাল।'

'ব্যাপারটা তাহলে কেমন হবে একবার ভেবেছ কি? যখন তোমার সঙ্গে আমার দেখা হবে তখন তুমি ফরাসী সম্রাট লুইয়ের

সৈন্য আর আমি রাজা জর্জের। যুদ্ধক্ষেত্রে এই দুই বন্ধু তখন দুই শত্রুপক্ষ! তারচেয়ে আমার আইন পড়াটাই কি ভাল নয়? শুনেছি হল্যান্ডের লিডেন কলেজে নাকি আইন খুব ভাল পড়ানো হয়, তাই আমি সেখানেই ভর্তি হব। তুমিও ছুটি নিয়ে এখানে এসে ভর্তি হয়ো, তাহলে খুব ভাল হবে। যদি তুমি তোমার ফ্রান্সের ঠিকানা আমাকে জানাও তাহলে আমি তোমাকে চিঠি লিখব।'

'এখনই আমি তোমাকে ঠিকানা দিচ্ছি, লিখে নাও। এই ঠিকানায় চিঠি দিলে আমি পাবই, তবে দু'চার দিন দেরি হতে পারে।'

ঠিকানাটা আমি লিখে নিলাম। এবার খাবারের ব্যবস্থা করতে হবে। আমরা খুব সাবধানে হাঁটতে শুরু করলাম। সোজা পথ ছেড়ে কত ঘোরা পথে যে হাঁটলাম তার ঠিক নেই। সমুদ্রের ধারে ধারে বালির উপর দিয়ে, বন-ঝোপের আড়াল দিয়ে, পাহাড়ের ঢাল বেয়ে–এক কথায়, যাতে কারও চোখে না পড়ি এমন সব অগম্য জায়গা বেছে হাঁটতে হাঁটতে আমরা একটা সরাইখানায় এলাম।

সরাইখানায় লোকজনের ভিড় কম। সেটা আমাদের জন্যে ভাল। মালিক এক বৃদ্ধা মহিলা। সে খুব সুন্দর করে আমাদের খাবার তৈরি করে দিল। খেতে খেতে অ্যালেন ওই বৃদ্ধার সঙ্গে এমন গল্প শুরু করল যেন মনে হচ্ছে এই বুড়ি ওর অনেক দিনের চেনা। সবার সঙ্গেই অ্যালেন খুব সহজে মিশতে পারে।

আমি জানালার পাশে চুপ করে বসে আছি, এমন সময় মনে হলো আমি যেন নীলকে দেখলাম। এ কথা অ্যালেনকে বললামও।

অ্যালেন বলল, 'কোনদিকে গেল? এদিকে খেয়াল করেনি তো?'

'না, ও ডানে-বাঁয়ে কোন দিকে তাকায়নি। সোজা পশ্চিম

দিকে চলে গেল।'

'বজ্জাতটা এতদূর পর্যন্ত তাড়া করেছে! এ তো ভাল নয়। শোনো, আমরা সোজা পথে ফিরব না।'

অ্যালেন কথায় কথায় বুড়ির কাছ থেকে জেনে নিল যে সরাইখানার পিছন দিয়ে সমুদ্রে যাবার একটা সোজা রাস্তা আছে। তবে রাস্তাটা খুব খারাপ। লোকজন চলাচল করে না বললেই চলে।

অ্যালেন বুড়িকে বলল, 'বুড়িমা, আমাদের না তাড়া আছে। তুমি একটু ওই রাস্তাটা দেখিয়ে দেবে?' এই বলে ও তার হাতে একটা শিলিং গুঁজে দিল। সেটা পেয়ে বুড়ি খুশিতে অ্যালেনের কথায় রাজি হয়ে গেল।

একটু দূরে গিয়ে অ্যালেন একটা গাছের ছায়ায় বসে আমাকে বলল, 'শোনো ডেভিড, এখন আমাদের মাথা ঠাণ্ডা রেখে কাজ করতে হবে। একটু যদি ভুল হয়ে যায় তাহলে সব ভণ্ডুল হয়ে যাবে। আচ্ছা, নীল কি খুব জোরে হাঁটছিল, নাকি আস্তে?'

'খুব জোরেও না, আবার আস্তেও না।'

'তাকে দেখে কি খুব ব্যস্ত মনে হলো?'

'না।'

'ব্যাপারটা কেমন জানি লাগছে। আমরা যতক্ষণ শরবনে ছিলাম ততক্ষণ তো ওদের কাউকেই দেখলাম না। অথচ এরইমধ্যে সে আমাদের আগে এখানে এসেছে। আমার কি মনে হয় জানো? ওরা তোমাকে নয়, আমাকে খুঁজতে এসেছে।'

'তুমি যে এখানে আছ ওরা জানল কিভাবে?'

'যেভাবেই হোক, জেনেছে। হয়তো চার্লস স্টুয়ার্টের পিয়ন কিংবা অন্য কেউ টাকা-পয়সা খেয়ে কথাটা ফাঁস করেছে।'

'যদি জানতে পারি কে এই কাজ করেছে, তাহলে তার মাথা

আর আস্ত রাখব!'

'সে তো দূরের কথা! এখন কিভাবে ওদের চোখে ধুলো দেবে সেটা চিন্তা করো।' অ্যালেন কি যেন ভাবছে। তারপর বলল, 'এদিকের রাস্তাঘাট আমার সব চেনা। এখন এ পথ ছেড়ে আমাদের সমুদ্রের তীর ধরে ছুটতে হবে, তুমি পারবে? যদি পারো, বলো। ঘাটে গিয়ে যদি জাহাজ পাই তাহলে তো ভাল, আর না পেলে আবারও সেই খড়ের গাদায়ই ফিরে যাব, কেমন?'

ওর কথা মত আমরা দু'জনই আবার ছুটতে লাগলাম।

তেরো

অ্যালেন এদিকের রাস্তাঘাট যত ভাল করেই চিনুক, এই উৎকণ্ঠার সময় তা বিশেষ কাজে এল না। ও যে রাস্তা দিয়ে যাবে মনে করেছিল, দেখা গেল ওই রাস্তা দিয়ে না গিয়ে আমরা অন্য রাস্তা দিয়ে যাচ্ছি। দৌড়াতে দৌড়াতে দু'বার দু'জনই আমরা পথচারীর সঙ্গে ধাক্কা খেলাম। তারা কিছু বলার আগেই অ্যালেন বলল, 'তুমি ভাই কিছু মনে কোরো না। আমাদের ঘোড়াটা ছুটে গেছে, তাই তাকে ধরার জন্যে এভাবে দৌড়াচ্ছি। তুমি কি এদিক দিয়ে কোন ঘোড়াকে ছুটতে দেখেছ?'

সহজ সরল গাঁয়ের লোক। অ্যালেনের কথা বিশ্বাস করে উত্তর দিল, 'কই, না, এদিকে তো কোন ঘোড়াকে ছুটতে দেখিনি।'

'তাহলে তো দেখছি খুব বিপদে পড়া গেল। এত করে আমার

এই বন্ধুকে বললাম যে ভাল করে ঘোড়াটাকে বাঁধো। তা এমনই বোকা লোক যে ওকে কোন কাজের দায়িত্ব দেয়াটাই ভুল,' এই বলে সে সমস্ত দোষ আমার ঘাড়ে চাপাল।

তারপর আমাদের আশেপাশে যখন কেউ নেই তখন অ্যালেন বলল, 'আমরা যেভাবে দৌড়াচ্ছি, তার যদি একটা বিশ্বাস করার মত কারণ দেখাতে পারি তাহলে গাঁয়ের লোকেরা সহজেই সত্যি বলে মনে করবে। আর যদি না পারি তাহলে ওদের মনে এমন সন্দেহ হবে যে তখন নিজেদের কাজকর্ম ফেলে দেখবে–আমরা কে, কোথা থেকে আসছি, যাব কোথায়, এত দৌড়াচ্ছি কেন ইত্যাদি হাজার রকম প্রশ্ন করে আমাদের পাগল বানিয়ে ছাড়বে। তার ফল যে কি হবে সেটা নিশ্চয়ই বুঝতে পারছ?'

আমি মনে মনে অ্যালেনের বুদ্ধির তারিফ করলাম। দৌড়াতে দৌড়াতে আমরা যখন বালিয়াড়িতে এলাম, তখন দেখি দূরে জাহাজ 'থিসল' নোঙর করে আছে। এই জাহাজে করেই অ্যালেন ফ্রান্সে যাবে। জাহাজটা দেখে আমাদের দেহে নতুন করে শক্তি সঞ্চার হলো। আমরা বালিয়াড়ির ঢাল বেয়ে নামব, সেদিকে আড়াল করার মত কিছুই নেই। দূর থেকে আমাদের দেখে ফেলার সম্ভাবনা আছে। তাই হামাগুড়ি দিয়ে আমরা এগুতে লাগলাম। এক সময় অ্যালেন বলল, 'ডেভিড, এভাবে যতক্ষণ যাব ততক্ষণ হয়তো ভয় নেই। কিন্তু দাঁড়ালেই অশ্রেয়তানগুলো আমাদের দেখে ফেলবে। আর যদি না দাঁড়াই তাহলে জাহাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করবে কিভাবে? জাহাজ তো তীর থেকে অনেক দূরে আছে। এখন ক্যাপটেন যদি নৌকা না পাঠাতে পারেন তাহলে ওতে চড়ব কেমন করে? তোমার কি মনে হয় নীল তার দলবল নিয়ে এদিকে এসে পড়েছে?'

'মনে হয় না এসেছে। যদি এসে থাকে তাহলে তো ওরা ভাববে আমরা পুব দিক থেকে আসব, কিন্তু আমরা তো পশ্চিম

দিক দিয়ে এসেছি। কাজেই, সময় নষ্ট করে লাভ নেই। যা করার তাড়াতাড়ি করে ফেলি এসো।'

'হ্যাঁ, বুঝলাম,' এই বলে অ্যালেন কিছুক্ষণ চুপ করে থাকল। তারপর হঠাৎ দাঁড়িয়ে রুমাল নাড়তে লাগল, যাতে জাহাজের ক্যাপটেনের দৃষ্টি এদিকে পড়ে। ক্যাপটেন লোকজন নিয়ে তৈরিই ছিলেন। তাই তিনি তখুনি নৌকা নিয়ে তীরের দিকে আসতে লাগলেন।

এমন সময় বালিয়াড়ির মাথায় যেন আমি একজনকে দেখলাম। সে পরমুহূর্তেই অদৃশ্য হয়ে গেল ঠিকই, কিন্তু ওদিকের সামুদ্রিক পাখিরা ঝাঁকে ঝাঁকে অন্য দিকে উড়ে গেল। পরিষ্কার বুঝলাম, ওখানে আরও লোকজন আছে। ব্যাপারটা অ্যালেনকে জানালাম।

সে আমাকে জিজ্ঞেস করল, 'লোকটার হাতে কি কোন অস্ত্র ছিল?'

'মনে হচ্ছে ছিল। তবে রাইফেল নয়, পিস্তল।'

'যাক, তাহলে দূর থেকে ওরা কিছু করতে পারবে না। আমাদের কাছে এসে পৌঁছানোর আগে নৌকা এসে তীরে ভিড়বে। আমি তো নিরাপদ জায়গায় চলে যাব। কিন্তু তোমার কি হবে?'

'আমার ব্যাপারে তোমাকে মাথা ঘামাতে হবে না। খোদাকে ডাকো, নৌকাটা যেন তাড়াতাড়ি চলে আসে, আর শয়তানগুলো আসার আগেই তুমি জাহাজে চড়তে পারো।'

দেখলাম খালাসীরা যেন তাদের প্রাণ বাজি রেখে নৌকাটা চালিয়ে আনছে, স্বয়ং ক্যাপটেন ওদের তাগাদা ও উৎসাহ দিচ্ছেন। বোঝা গেল, আর যে-ই বিশ্বাসঘাতকতা করুক, ক্যাপটেন সাহেব অন্তত করেননি।

নৌকাটা কূলের কাছে আসতে আর মাত্র কয়েক হাত বাকি।

উত্তেজনায় অ্যালেনের চোখ-মুখ লাল হয়ে যাচ্ছে। মুহূর্তের বিলম্বও যেন তার কাছে অসহ্য লাগছে। তাই সে পানিতে নেমে নৌকার দিকে এগিয়ে গেল।

শত্রুরা এখন বুঝে ফেলেছে যে অ্যালেনকে আর ধরা সম্ভব নয়। তাই ওরা দূর থেকেই হৈ-চৈ শুরু করে দিল।

ক্যাপটেন জিজ্ঞেস করলেন, 'এত চেঁচামেচি কিসের?'

'ওরা আমার শত্রুপক্ষের চর। ধরতে এসেছিল,' বলেই অ্যালেন নৌকায় উঠল। তারপর আমার দিকে তাকিয়ে বলল, 'ডেভিড, তুমিও চলে এসো।'

'না বন্ধু, তা হয় না।'

আস্তে আস্তে নৌকাটা জাহাজের দিকে এগোতে লাগল। আমি চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকলাম। হঠাৎ করে আমার মনে হলো, এ ক'দিন অ্যালেনের সঙ্গে আমার কোন যোগাযোগ ছিল না ঠিকই, কিন্তু ও তো স্কটল্যান্ডেই ছিল। আজ সত্যি সত্যি ওর সঙ্গে আমার বিচ্ছেদ হয়ে গেল।

এক সময় নৌকা জাহাজের গায়ে লাগল। জাহাজে উঠল অ্যালেন। সেখান থেকেই ও আমাকে রুমাল নেড়ে বিদায় জানাচ্ছে, আমিও রুমাল নেড়ে তার উত্তর দিলাম।

অ্যালেনের নিরাপত্তা সম্পর্কে নিশ্চিত হতেই নিজের চিন্তা মাথায় এল। শয়তানগুলো দলে ভারি, সবাই সশস্ত্র, আর আমি একা। কোমরে আমার একটা তরোয়াল আছে ঠিকই, কিন্তু সেটা না থাকারই সমান। আচ্ছা, ওরা কি আমাকে মেরে ফেলবে, নাকি কোথাও নিয়ে গিয়ে লুকিয়ে রাখবে?

আর যেন ভাবতে পারছি না। তাই আমি কিছুক্ষণ চোখ বন্ধ করে বসে থাকলাম। একটু পর চোখ খুলে দেখি শয়তানগুলো আমার দিকেই এগিয়ে আসছে। সংখ্যায় ওরা ছ'সাত জন। বাধা দেয়া অর্থহীন ভেবে আমি আত্মসমর্পণ করব বলে ঠিক করলাম।

আমি বাধা না দেয়াতে ওদের একজন আমাকে বলল, 'বিনা বাধায়ই আত্মসমর্পণ করবে?'

আমি বললাম, 'ইচ্ছে করে নয়, নিরুপায় হয়ে।'

এই কথা শুনে ওরা আমাকে চারদিক থেকে ঘিরে ফেলল। কোমর থেকে তরোয়াল নিয়ে আমার হাত পা শক্ত করে বাঁধল। তারপর ওরা গোল হয়ে বসে আমার দিকে এমন ভাবে তাকাল, আমি যেন একটা হিংস্র বাঘ বা সিংহ। যে কোন মুহূর্তে আমি বাঁধন ছিঁড়ে ওদের ঘাড়ে লাফিয়ে পড়তে পারি। মনে মনে হাসলাম, আর দেখলাম অ্যালেনকে নিয়ে থিসল জাহাজ নোঙর তুলে সমুদ্রের বুকে অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে।

এভাবে ঘণ্টা দুই কেটে গেল। এরই মধ্যে আরও কয়েকজন হাইল্যান্ডার এল। নীলই তাদের পথ দেখিয়ে আনল। সব মিলে ওরা প্রায় বিশজনের মত। আমার পকেটে টাকা-পয়সা যা ছিল সব প্রথম দলের লোকরাই কেড়ে নিল। তাই পরে যারা এল তারা কিছুই পেল না।

বেশ কিছুক্ষণ ধরে ওরা নিজেদের মধ্যে নিজেদের ভাষাতে কি নিয়ে যেন কথা বলছে। বলতে বলতে হঠাৎ করে ঝগড়া বেধে গেল ওদের মধ্যে। ঝগড়াটা কি নিয়ে, বুঝলাম না। শুধু দেখলাম নীল আর অন্য দু'জন ছাড়া বাকি সবাই পশ্চিমদিকে চলে গেল।

নীলকে একা পেয়ে আমি বললাম, 'আজ আমার সঙ্গে তোমরা যে আচরণ করেছ, সেটা শুনলে অন্তত একজন যে তোমার উপর চটে যাবে, সেটা কি তুমি জানো না?'

উত্তরে ও বলল, সে ভাল করেই জানে মনিবের মেয়ের সঙ্গে আমার পরিচয় আছে। কাজেই আমার উপর আর কোন খারাপ ব্যবহার করা হবে না।

এদিকে সন্ধ্যা হয়ে এল। এখনও একইভাবে হাত-পা বাঁধা অবস্থায় আমি পড়ে আছি। নীলের কোন নড়াচড়ার লক্ষণ

দেখলাম না। মনে হচ্ছে ও যেন কারও জন্যে অপেক্ষা করছে।

আমার আন্দাজ ঠিক কিছুক্ষণের মধ্যেই অসম্ভব কালো, লম্বা ও রোগা এক বৃদ্ধ ঘোড়ায় চড়ে এখানে এল। একটা হলুদ রঙের কাগজ বের করে নীলকে জিজ্ঞেস করল, 'এর একটা কপি তো তোমার কাছে আছে?'

নীল তার পকেট থেকে কপিটা বের করতেই বৃদ্ধ দুটি কাগজ মিলিয়ে বলল, 'হ্যাঁ, সব ঠিক আছে

এই বলে বৃদ্ধ আমাকে ঘোড়ার পিঠে বসাল। তারপর আমার পা দুটো ঘোড়ার পেটে বেঁধে ঘোড়া ছোটাতে লাগল। নির্জন রাস্তা। কোথাও কোন মানুষজন নেই। অসহায়ের মত আমি নিজেকে ভাগ্যের হাতে ছেড়ে দিলাম।

কিছুক্ষণের মধ্যে আমরা সমুদ্রের তীরে এলাম। আকাশে তখনও অল্প জ্যোৎস্না। সেই আলোতে দেখলাম পরিত্যক্ত এক বিশাল বাড়ি। বেশিরভাগই ভাঙাচোরা। তারই এক অংশে আমরা ঢুকলাম। সেখানে আমার হাতের বাঁধন খুলে দিয়ে আমাকে খেতে দেয়া হলো।

সারাদিন পেটে কিছু পড়েনি। তাই যা দিল সেটা পেট ভরে খেয়ে ঘুমিয়ে পড়লাম। নীল আর তার দুই সঙ্গী আমার পাহারায় থাকল।

ভোর হবার আগেই আমার ঘুম ভেঙে গেল। এবার আমার পায়ের বাঁধনও খুলে দিল ওরা। তারপর খাঁড়ির ধারে, পাহাড়ী পথের পাশে, আমরা একটা মাছ ধরার নৌকাতে উঠলাম। ভেসে চলছে নৌকা।

চোদ্দ

ওরা যে আমাকে কোথায় নিয়ে যাবে আমি জানি না। আচ্ছা, আমাকে কি বিক্রি করে দেবে? তাহলে তো আমি আর বাঁচতে পারব না! কারণ সঙ্গে যে অ্যালেন নেই! ভাবতে ভাবতে শরীরটা শিউরে উঠল।

শীতে আমি থরথর করে কাঁপতে লাগলাম। তাই দেখে কালো বুড়োটা আমাকে মাছের আঁশভরা দুর্গন্ধময় একটা জ্যাকেট পরতে দিল। শীতের ভয়ে আমি ওই জ্যাকেটই গায়ে দিলাম।

বুড়ো লোকটার নাম ডেল, কিন্তু সবাই ওকে কালো অ্যান্ডি বলে ডাকে। তার এই সহৃদয়তার জন্যে আমি তাকে ধন্যবাদ জানালাম। তারপর বললাম, 'এদের সঙ্গে যোগ দিয়ে তুমি নিজের সর্বনাশ ডেকে আনছ। মনে হয় তুমি ওদের মত অবুঝ নও, কাজেই বেআইনী কাজ করলে যে কি ফল হয় তা তো জানো।'

'আইন-টাইন আমি বুঝি না। এ নিয়ে আমার চিন্তাও নেই। তবে আমি কোন ভয় পাচ্ছি না। কারণ আমার কাছে তোমার নামে গ্রেফতারী পরোয়ানা আছে।'

'আচ্ছা, তোমরা আমাকে কোথায় নিয়ে যাবে? তোমাদের উদ্দেশ্য কি?'

'শুধু এইটুকু জেনে রাখো যে তোমার কোন ক্ষতি করা হবে না।'

সমুদ্রের ওপর তখন ভোরের আলো ফুটল। পুবাকাশে নবারুণের রাঙা আলো সোনার মত গলে পড়ছে। এদিক ওদিক সামুদ্রিক পাখির ঝাঁক। এক পাশে পাহাড়ের মাথা দেখলাম। দূরে বালিয়াড়ির ওপাশে সবুজ তৃণভূমি শোভা পাচ্ছে। তার পাশেই পুরানো দিনের রাজাদের আমলের ভাঙা জেলখানা।

জেলখানাটা চোখে পড়তেই আমি তাদের উদ্দেশ্যটা বুঝতে পারলাম। জিজ্ঞেস করলাম, 'এই, তোমরা কি আমাকে জেলখানায় নিয়ে যাবে?'

'জেল আবার কোথায় দেখলে? এখানে তো একসময় সন্ন্যাসীরা থাকতেন।'

'এখন তো এটা একটা পোড়ো ভাঙা বাড়ি। কেউই থাকে না এখানে।'

'মানুষ থাকে না ঠিকই, কিন্তু এখানে যদি রাজহাঁসের ব্যবসা করা হয় তাহলে খুব সুন্দর হবে। এদিককার রাজহাঁসের বেশ সুনাম। বাজারেও দাম আছে।'

এখানকার হাঁস কেউ যাতে চুরি করতে না পারে, সেই জন্যে এই বুড়ো অ্যান্ডিকে পাহারা দেবার দায়িত্ব দেয়া হয়েছে। বুড়ো ডেল প্রতিদিন বাইবেল পড়ে, ধর্মের কথা বলে, কিন্তু পাহারা দেবার কাজ যে সে সততার সঙ্গে করে না তার প্রমাণ আমি পরে পেয়েছি। তার কাছ থেকে চোর হাঁস চুরি করতে পারে না ঠিকই, কিন্তু মনিবকে ফাঁকি দিয়ে সে নিজেই প্রতিদিন বাইরে হাঁস বিক্রি করে দু'পয়সা আয় করে। শুধু মাত্র এটা ছাড়া লোকটার আর কোন বাজে অভ্যাস নেই।

একটা ঘরের এক পাশে ময়লা বিছানা পাতা আছে। সেটা দেখিয়ে আমাকে বলল, 'এটাই তোমার শোবার জায়গা। এখানে তোমার শুতে অসুবিধা হবে জানি, কিন্তু এর চেয়ে ভাল জায়গা দেয়া আমার পক্ষে সম্ভব নয়। আমি দুঃখিত।'

আমি তাকে বললাম, 'দুঃখ করার কিছু নেই। কারণ এরচেয়ে অনেক খারাপ বিছানায় আমি রাত কাটিয়েছি।'

তাকে বললাম ঠিকই, কিন্তু নিজের মনকে মানাতে পারছি না। কিভাবে যে এখানে দিন কাটাব খোদাই জানেন। জায়গাটার একধারে পাহাড়, আর অন্য ধারে সমুদ্র। এখান থেকে পালাবার সুযোগ নেই বললেই চলে। তারপরে এই জেলখানায় মাত্র একটা দরজা। সেটা যদি বন্ধ করে দেয় তাহলে আর বেরুবার উপায় থাকবে না।

জেলখানায় আমার দিন খারাপ কাটছে না। পালাবার রাস্তা নেই। তবে প্রাণ হারানোরও ভয় নেই। মুক্ত বাতাসে মুক্ত আলোয় বেকার দিন অলসভাবে কেটে যাচ্ছে। মাঝে মাঝে একটা নৌকা এসে আমাদের খাবার পানি ও মদ দিয়ে যায়। কাজেই খাওয়া-দাওয়ারও কোন কষ্ট নেই। আবার বুড়ো অ্যান্ডি খুব মজার মজার গল্প শোনায়। কিন্তু এভাবে গল্প শুনে দিন কাটালে আমার আসল উদ্দেশ্যটা তো আর সফল হবে না। রেনকিলার, স্টুয়ার্ট–যাঁদের কাছে আমি এত বড় বড় কথা বলেছি, তাঁরা সবাই মনে করবেন, আমি শুধু বাজে কথা বলি। কাজের সময় আমার দেখা পাওয়া যায় না। হয়তো তাঁরা এটাও ভাবছেন যে আমি সাক্ষ্য দেবার ভয়ে পালিয়েছি। তা ওঁরা যা ইচ্ছে ভাবুন, আমার কিছু যায় আসে না। যায় আসবে যদি ক্যাট্রিওনা ভুল বোঝে। কিন্তু জেমস্ স্টুয়ার্টের স্ত্রীর অশ্রুমলিন মুখ আমার চোখে ভেসে উঠতেই আমি এখান থেকে মুক্তি পাবার জন্যে অস্থির হয়ে উঠলাম।

এখান থেকে যদি পালাতেই হয় তাহলে অ্যান্ডিকে হাত করতে হবে। তাই ওকে একদিন একা পেয়ে ব্রিটিশ লিনেন কোম্পানির টাকা জমার রসিদটা দেখালাম। সেটা দেখে আমাকে বলল, 'তোমার দেখছি অনেক টাকা।'

হাসতে হাসতে বললাম, 'ইচ্ছে হলে তুমিও ভাগ নিতে পারো।'

'ও, আমাকে ঘুষ দিতে চাও? এসবের মধ্যে আমি নেই।'

'আমি কি তোমাকে ঘুষের কথা বলেছি?'

'তাহলে?'

'কর্তৃপক্ষ তোমাকে আদেশ দিয়েছেন আমাকে ২১ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত আটকে রাখার। তাই তো?'

'হ্যাঁ। এরপর যদি আর কোন আদেশ না আসে তাহলে ২৩ সেপ্টেম্বরে তোমাকে ছেড়ে দেব।'

আমি বুঝলাম যাতে সময়মত সাক্ষ্য দিতে না পারি সেজন্যেই এই ষড়যন্ত্র। কাজেই যা করার এখুনি করতে হবে। তাকে আবার বললাম, 'আমি তো তোমার মতই একজন নিরপরাধ রাজা জর্জের প্রজা। অথচ বিনাদোষে আমাকে একবার মেরে ফেলার চেষ্টা করা হয়েছিল। তারপর এখানে আটকে রেখেছে। আবার এখন বলছ ২৩ সেপ্টেম্বরের আগে আমাকে ছাড়বে না। এটা কি তোমাদের ষড়যন্ত্র নয়?'

'এর কোন উত্তর আমার জানা নেই।'

'উত্তরের জন্যে কি লর্ড লোভাটের কাছে যেতে হবে?'

'সে আবার কে? তাকে আমি চিনি না।'

'তাহলে তুমি কি লর্ড অ্যাডভোকেটের আদেশে এসব করছ?'

'সেটা তো আমি বলব না।'

'না বললে কি, আমি তো জানিই।'

'এই ব্যাপারে তোমার সঙ্গে আমি আর কথা বলতে চাই না।'

'শোনো, তুমি আগে আমার সব কথা শোনো। তারপর তোমার যা ইচ্ছে তাই করো।'

আমার সব কথা শুনে ও বলল, 'সত্যিই খুব দুঃখের ব্যাপার। কিন্তু তবুও আমি তোমাকে ওপরওয়ালার আদেশ ছাড়া ছাড়তে

পারব না।'

'আমি তো অপরাধী নই!'

'তবুও। খোদার দুনিয়াতে সবই আছে। কিন্তু অনেক সময় আমরা যা চাই তা পাই না।'

পনেরো

আজ ১৬ সেপ্টেম্বর। এই দিনে মিস্টার চার্লস স্টুয়ার্টের সঙ্গে দেখা করার কথা। কিন্তু আজ আমি অসহায়, এখানে আটকে আছি। তিনি হয়তো ভাবছেন, আমি মিথ্যেবাদী, ধাপ্পাবাজ, কথা দিয়ে কথা রাখি না। এসব যত ভাবছি ততই আমার মন খারাপ হচ্ছে।

ইদানীং অ্যান্ডি আমার সঙ্গে ভদ্র আচরণ করছে। এর অবশ্য কারণ আছে, সেদিন ওকে বাঁচিয়েছিলাম বলে। বেচারা অ্যান্ডি সেদিন রাতে খুব মজার মজার গল্প বলছিল। তা শুনে নীল বলল, 'তুমি আর কি গল্প জানো, তোমার চেয়ে আরও অনেক ভাল গল্প জানি আমি।'

আর যায় কোথায়! রেগে গিয়ে অ্যান্ডি গর্জে উঠল। নীলও তার ছুরি বের করে ফেলল। সুযোগ বুঝে আমি নীলের কাছ থেকে ছুরিটা নিয়ে নিলাম। ভাগ্যিস আমি তখন সেখানে ছিলাম, তা না হলে অ্যান্ডির যে কি হত!

সেজন্যেই বোধহয় অ্যান্ডি আমার প্রতি কৃতজ্ঞ। তাহলে এক

কাজ করি, তাকে আরও একবার বাজিয়ে দেখি।

রোদ পড়ে আসছে, শান্ত সমুদ্রে ছোট ছোট ঢেউ উঠছে আর ভাঙছে। নীল তার দুই সঙ্গীদের নিয়ে কোথায় যেন বেড়াতে গেছে। এই সুযোগে কথাটা তুললাম।

অ্যান্ডি বলল, 'তোমার উপকার করতে পারলে আমিও খুশি। কিন্তু...।'

'এখানে আমার উপকারের কথা নয়, একটি জীবন রক্ষা করার প্রশ্ন। অ্যান্ডি, তুমি তো প্রতিদিন বাইবেল পড়ো। একটা জীবনকে বাঁচানো যে কত বড় মহৎ কাজ তা তুমি জানো।'

'হ্যাঁ, জানি। তবুও আমার কিছু করার নেই।'

বুঝলাম অ্যান্ডিকে দিয়ে হবে না। ও তার কর্তব্য থেকে এক চুলও নড়বে না। এভাবে একটার পর একটা দিন চলে যাচ্ছে। ২১ সেপ্টেম্বর ছিল বিচারের দিন, সেটাও চলে গেল। মনটা আমার একেবারে ভেঙে গেল।

২২ সেপ্টেম্বর আমাদের খাবার নিয়ে নৌকা এল। অ্যান্ডি আমাকে সীল করা একটা খাম দিল। সেটায় আমার নাম-ঠিকানা কিছুই নেই। খামের ভিতর দুটো চিঠি। তার একটাতে লেখা, 'মিস্টার ডেভিড, আপনি হয়তো বুঝতে পারছেন, এখন আর সাক্ষ্য দেয়ার সময় নেই।'

চিঠিতে কারও নাম নেই। কে দিয়েছে তা বোঝা গেল না। দ্বিতীয় চিঠিটা আরও রহস্যপূর্ণ। এটা একটা মেয়ের হাতের লেখা। তাতে বলা হয়েছে, 'মিস্টার ডেভিড, আপনাকে আপনার এক মেয়ে বন্ধু খুঁজতে এসেছিল। তার চোখ দুটি কটা।'

মেয়ে বন্ধুটি যে ক্যাট্রিওনা তা বুঝলাম। কিন্তু সরকারী খামে এই অদ্ভুত খবর কে দিতে পারে? তাছাড়া এ খবর দেবার মানেই বা কি। সরকারী চিঠিটা যদি বাঁ হাতের লেখা হয় তাহলে অবশ্যই লর্ড অ্যাডভোকেটের। আর দ্বিতীয় চিঠিটা বোধহয় মিস গ্র্যান্টের।

আমার সঙ্গে ক্যাট্রিওনার সম্পর্কের কথা কি মিস গ্র্যান্ট জানেন?

এসব নিয়ে ভাবছি, এমন সময় অ্যান্ডি আমাকে জিজ্ঞেস করল, 'তোমাকে দেখে মনে হচ্ছে তুমি খুশি, চিঠিতে কি কোন সুখবর আছে?'

এই প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে আমি ওকে জিজ্ঞেস করলাম, 'কালকেই তো আমি ছাড়া পাব, তাই না?'

'হ্যাঁ, আমাকে তো সেরকমই নির্দেশ দেয়া আছে।'

'ক'টার দিকে?'

'বেলা দুটোয়।'

'কোথায় ছেড়ে দেয়া হবে?'

'সেটা তো আমাকে বলেনি।'

'দেখো অ্যান্ডি, বাতাস এখন পুব দিক থেকে বইছে। আর আমি যাব পশ্চিমে। আমি তোমার নৌকাটা আজই ভাড়া করব। আজ সারাদিন আর কাল দুটো পর্যন্ত নৌকা চালিয়ে যেখানে পৌঁছাব, তুমি সেখানেই আমাকে ছেড়ে দিয়ো।'

'ও, তুমি এখনও সাক্ষ্য দেবার মতলবে আছ?'

'শোনো অ্যান্ডি, কাল যদি তুমি আমাকে এখানে ছেড়ে দাও, আর আমি চলে যাই, তাহলে ওই নীল শয়তানটা তার দুই সঙ্গীদের নিয়ে তোমার বুকে আবার ছুরি মারতে পারে। তখন কি তুমি ওদের সঙ্গে পারবে? তার চেয়ে চলো, নীলরা আসার আগে আজই আমরা নৌকা নিয়ে বেরিয়ে পড়ি। আর ওপরওয়ালা যদি তোমাকে জিজ্ঞেস করে তাহলে বলবে, নিজের নিরাপত্তার জন্যে এ কাজ করতে বাধ্য হয়েছ।'

'কথাটা অবশ্য খারাপ বলোনি।'

'তাহলে আর দেরি কেন? শয়তানগুলো ঘুরতে গেছে, এই ফাঁকেই চলো পালাই।'

কিন্তু আমাদের নৌকা মাত্র কয়েক গজ এগিয়েছে, এমন সময়

নীল আমাদের দেখতে পেয়ে চেঁচামেচি শুরু করে দিল।

বাতাসের জোর একবার কমছে একবার বাড়ছে, আমাদের নৌকাটাও একবার জোরে একবার আস্তে চলতে লাগল। এভাবে চলতে চলতে সন্ধ্যার একটু পরে আমরা কুইন্স ফেরীতে এলাম। তখনও আমার বন্দী দশা শেষ হয়নি, নৌকা থেকে নামতে পারব না। তাই অ্যান্ডিকে দিয়ে রেনকিলারের কাছে একটা চিঠি পাঠালাম। তিনি কিছু টাকা পাঠিয়ে জানিয়েছেন, কাল দুটোর সময় একটা নির্দিষ্ট জায়গায় আমার জন্যে ঘোড়া থাকবে।

রাতটা আমরা নৌকায় থাকলাম। পরদিন ভোর হবার সঙ্গে সঙ্গে আবার নৌকা ছাড়লাম এবং দুটোর আগেই রেনকিলারের নির্দিষ্ট জায়গায় পৌঁছালাম। দুটো বাজতে এখন তিন কোয়ার্টার বাকি। এমন সময় দেখি এক লোক একটা ঘোড়ার লাগাম ধরে এদিকে এগিয়ে আসছে। আমি অ্যান্ডির হাত থেকে মুক্তি পেলাম।

ওকে কিছু টাকা দিয়ে ঘোড়ায় চড়ে বসলাম।

সন্ধ্যার দিকে আমার বন্ধু ডানকানের বাড়িতে এলাম। এসেই শুনি বিচার এখনও শেষ হয়নি, সোমবার পর্যন্ত চলবে। আজ শনিবার, হাতে একটা দিন সময় আছে। শেষ চেষ্টা তাহলে করতে পারব। ভাবতেই শরীরে শক্তি ফিরে এল।

তার পরের দিন সকালে এডিনবরায় এসে ঠিক করলাম, প্রথমে গির্জায় যাব। কারণ সেখানে অনেকের সঙ্গে দেখা হতে পারে।

যা ভেবেছিলাম তাই। জনতার একপাশে বিচারকরা বসে আছেন, তাদের পাশে সশস্ত্র দেহরক্ষীরা দাঁড়িয়ে। আর্গাইলের ডিউক, লর্ড অ্যাডভোকেট, মিস্টার সাইমুন ফ্রেজার, চার্লস স্টুয়ার্ট, এঁরাও এসেছেন। সরকারী উকিলের চোখমুখে খুশি উপচে পড়ছে, শুধু চার্লস স্টুয়ার্টের মুখ ম্লান। কারণ তার পক্ষের সাক্ষী

আমি কথা রাখতে পারিনি। ১৬ সেপ্টেম্বর বা তার পরও ওঁর সঙ্গে দেখা করিনি।

সবার আগে সাইমুনই আমাকে দেখলেন। দেখে তাঁর মুখটি শুকিয়ে গেল। তারপর একটা কাগজ ছিঁড়ে তাতে কি লিখে তিনি তাঁর পাশের ভদ্রলোককে দিয়ে ফিসফিস করে কিছু বললেন। এভাবে কাগজটা একে একে সরকারী পক্ষের সবার হাতেই ঘুরতে লাগল। লর্ড অ্যাডভোকেট যখন সেটা পেলেন তখন তিনি শুধু মুখ তুলে আমার দিকে তাকালেন, তারপরই একজন বিচারকের হাতে তুলে দিলেন। সবার শেষে চার্লস স্টুয়ার্টও আমাকে দেখলেন, এবং কাগজে কি যেন সব লিখলেন। সে কাগজটা যে কাকে দিলেন, ভিড়ের মধ্যে আমি আর দেখতে পেলাম না।

একটু পরই উপাসকদের মধ্যে নানা গুঞ্জন শুরু হলো। সরকারী উকিল, যিনি এই ক'দিন গলা ফাটিয়ে অ্যালেন ও জেমস স্টুয়ার্টের বিরুদ্ধে বলেছেন, তিনি বোবা হয়ে গেলেন। উপাসনার সময় এই গণ্ডগোলে পাদরীও বিরক্ত হয়ে তাঁর পাঠ বন্ধ করে দিলেন।

উপাসনা শেষ হতেই চার্লস স্টুয়ার্ট আমাকে টেনে বাইরে নিয়ে এলেন এবং বেশ দূরের একটা বাড়িতে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিলেন।

আমি তাঁকে জিজ্ঞেস করলাম, 'আমার আসতে খুব দেরি হয়ে গেছে, না?'

'হয়েছে, আবার হয়ওনি বলতে পারি। মামলার শুনানি হয়ে গেছে। জুরিকে কেস বুঝিয়ে দেয়া হয়েছে। কাল সকালে তাঁরা রায় দেবেন। রায় যে কি হবে তা তো সবাই জানে। এটা তো বিচার নয়, রাজনীতির খেলা। যাক, আপনি যখন এসেই পড়েছেন তখন আমি ক্যাম্বেলদের উচিত শিক্ষা দিয়ে ছাড়ব।'

জেমস্ পক্ষের উকিল চারজন। আমরা সবাই একসঙ্গে খেতে

গেলাম। খাওয়া শেষে আমি তাঁদের সব ঘটনা বললাম।

শুনে জেমসের পক্ষের এক উকিল আমাকে বললেন, 'এতক্ষণ আপনার মুখে যা শুনলাম, তাতে অ্যালেন আততায়ী না হলেও আততায়ীর সঙ্গে তার যোগাসাজশ ছিল, সেটাই প্রমাণ হয়।'

আরও একজন উকিল বললেন, 'লর্ড অ্যাডভোকেট যে আপনাকে সাক্ষী দিতে দেননি, এতে আপনার উপকারই করেছেন।'

জেমসের আরও একজন উকিল বললেন, 'মিস্টার ডেভিডের প্রতি যে অন্যায় করা হয়েছে সেটা যদি আদালতে প্রমাণ করা যায় তাহলে পার্লামেন্ট পর্যন্ত গড়াবে। ফলে সরকারী অনেক বড় বড় হোমরা-চোমরাদের চাকরিও চলে যেতে পারে। দেশের রাজনীতিতে এর একটা বড় সুফল হবে বলে আশা করা যায়।'

তখন আমি বললাম, 'এ ক্ষেত্রে আমার অনুরোধ, রাজার মার্জনা ভিক্ষা করে একটা আবেদন করার কথা আপনারা ভেবে দেখুন। এতে যদি জেমসের জীবনটা বেঁচে যায়।'

আমার এই আবেদনে সবাই রাজি হলেন। তখনই আবেদন লেখা শুরু হলো। লেখা শেষ হতেই আমি একটা কপি চাইলাম।

'আমরা পাঁচজন অ্যাডভোকেট সই করে পাঠাব। খুবই গোপন দলিল এটা। এর কপি দিয়ে আপনি কি করবেন?'

'লর্ড অ্যাডভোকেটকে দেখাব।' তাঁর সঙ্গে আমার সম্পর্ক যে কি তা কিছুটা বললাম। সব শুনে তাঁরা খানিকটা অনিচ্ছা সত্ত্বেও রাজি হলেন।

লর্ড অ্যাডভোকেটের সঙ্গে আমি দেখা করতে গেলাম। তিনি আমাকে দেখে বললেন, 'কি ব্যাপার, মিস্টার ডেভিড যে! কি মনে করে?'

আমি কোন উত্তর না দিয়ে তাঁকে আবেদনটা দেখালাম।

তিনি সেটা পড়ে বললেন, 'তেমন একটা খারাপ হয়নি।

আরও ভাল হতে পারত। তবে আপনার সঙ্গে আমার পরিচয় সম্পর্কে এতে যা বলা হয়েছে সেজন্যে বোধহয় ভালই খেসারত দিতে হবে আমাকে।'

'পরিচয়ের কথা না বলে বলুন, আমাকে আপনি দয়াই দেখিয়েছেন।'

'এই বুদ্ধি কার মাথা থেকে এসেছে?'

'আমার, অবশ্য পাণ্ডুলিপিটা আমার নয়। আমাদের উকিলরা ব্যাপারটাকে পার্লামেন্টে নিতে চেয়েছিলেন। কিন্তু আমি তা হতে দিইনি।'

'কেন?'

'কারণ আপনি এতে জড়িয়ে পড়তেন, যা আমার ইচ্ছা নয়।'

'সেজন্যে আপনাকে ধন্যবাদ। আপনাকে যতটা সম্ভব বাঁচিয়েই আমি মামলা লড়েছি। আচ্ছা, আজ তো আপনার এখানে আসবার কথা নয়। কিভাবে এলেন? আমি যদি জানতাম আপনি এত বুদ্ধিমান তাহলে আপনাকে আরও ভালভাবে আটকানোর ব্যবস্থা করতাম।'

ষোলো

পরদিনই জেমসের রায় বের হলো। রাজদ্রোহের অপরাধে তার ফাঁসির হুকুম হয়েছে। রাজার কাছে তার প্রাণ ভিক্ষার জন্যে যে আবেদন করা হয়েছিল তার কোন ফল হলো না। বুঝলাম

ক্যাম্বেলদের প্রতিহিংসাই চরিতার্থ হতে যাচ্ছে, জেমসকে ফাঁসির মঞ্চেই প্রাণ দিতে হবে।

সারাদিনই চুপচাপ মন খারাপ করে বসে থাকলাম। জেমসের মৃত্যুর জন্যে কিছুই ভাল লাগছিল না। এমনি যখন মনের অবস্থা তখন মিস্টার গ্র্যান্ট আমাকে বললেন, 'আপনাকে একটা খবর দেব। খবরটার সঙ্গে আপনার এমন এক বান্ধবী জড়িত, যার কথা আপনি কখনও আমাকে বলেননি।'

তাঁর কথা শুনে আমি লজ্জায় পড়ে গেলাম। বুঝলাম, তিনি ক্যাট্রিওনার প্রতি ইঙ্গিত করছেন। আমার মুখের দিকে তাকিয়ে আবার বললেন, 'আমি কার কথা বলছি, আপনি নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন। আপনার রুচির তারিফ করতে হয়। মেয়েটি শুধু সুন্দরী নয়, চালাকও বটে। তবে সে এখন জেলে। কেন, কিভাবে গেছে, তা আমি আপনাকে পরে বলছি।'

আমি চিৎকার করে বললাম, 'জেলে! কেন, সে কি অপরাধ করেছে?'

'যা করেছে, তাকে এক রকম রাজদ্রোহ বলা চলে। সে এডিনবরায় সরকারী জেল ভেঙেছে।'

'আপনি তাকে নিয়ে ঠাট্টা করছেন?'

'ব্যাপারটা গুরুতর, এতে সন্দেহ নেই। কারণ সে তার বাবাকে জেল থেকে সরিয়ে ফেলেছে।'

আমি যা ভেবেছিলাম তাই হলো। জেমস্ মোর মুক্তি পেয়েছেন। সে তাঁর লোকজন দিয়ে আমাকে বন্দী করিয়েছেন, অ্যাপিন মামলায় মিথ্যা সাক্ষী দিয়েছেন। এই মুক্তি তাঁরই পুরস্কার! জেল থেকে তাঁকে ছিনিয়ে আনা সাজানো ঘটনা। এবং এটা মিস্টার গ্র্যান্টেরই কারসাজি। তাই ক্যাট্রিওনার ব্যাপারে অনেকটা নিশ্চিন্ত হলাম, তার জেল তো দূরের কথা, লর্ড অ্যাডভোকেট তাকে আদালতে অভিযুক্ত পর্যন্ত করবেন না।

একটু পর মিস্টার গ্র্যান্ট আমাকে বললেন, 'এই বিষয়ে আমি দুটো রিপোর্ট পেয়েছি। একটি সরকারী, একটি বেসরকারী। আমার বড় মেয়ে যেটা লিখেছে সেটা আপনাকে পড়ে শোনাচ্ছি, "বাবা, তুমি মনে হয় কাজের চাপে সেই কটা চোখ মেয়েটিকে ভুলে গেছ। সে কি করেছে, জানো? মাথায় বড় টুপি, গায়ে একটা বড় ওভারকোট, পায়ে ফুল মোজা এবং হাতে এক জোড়া তালিমারা জুতো–মোটকথা পুরো একটা ছেলে সেজে তার বাবার হাজতে হাজির। সবাইকে বলে, সে একজন মুচি, জেমস্ মোরের জুতো সারাতে নিয়ে গিয়েছিল, সেটা সারিয়ে এনেছে। এই বলে ভিতরে ঢোকে।

একটু পরেই মোরের সেলে ঝগড়াঝাঁটি, তারপর কিল-ঘুসির শব্দ শোনা যায়, আর সঙ্গে সঙ্গে মুচিটি উর্ধ্বশ্বাসে দৌড়ে বের হয়ে যায়। হাজতের লোকজন ব্যাপারটা জানার জন্যে মোরের সেলে এসে দেখে, সেখানে জেমস্ মোর নেই। তাঁর জায়গায় একটা মেয়ে বসে আছে। ক্যাট্রিওনার এই কাণ্ড শুনে ভেবেছিলাম ওর সঙ্গে আমি দেখা করব। কিন্তু তোমার পদমর্যাদার কথা ভেবে আর যাইনি। শুধু তাকে দুই লাইনের চিঠি লিখে পাঠিয়েছি। বাহাদুর মেয়ে বটে! ডেভিডকে খবরটা জানিও। মেয়েটার কথা শুনে ওর চেহারা কেমন হয় তা দেখার ইচ্ছা ছিল আমার।" '

চিঠি পড়া শেষ করে মিস্টার গ্র্যান্ট আমাকে বললেন, 'দেখেছেন, আমার মেয়েরা আপনাকে কেমন স্নেহ করে।'

'সেজন্যে আমি কৃতজ্ঞ।'

ক্যাট্রিওনার প্রসঙ্গে আমার মনটা আর্দ্র হয়ে উঠল। তাই আমি বললাম, 'মিস গ্র্যান্ট ক্যাট্রিওনার সঙ্গে দেখা করতে গেলে সেটা খুবই বেমানান হত। কিন্তু আমি গেলে তা হবে না।'

'মিস্টার ডেভিড, আমার মনে হয়েছিল, আমার ও আপনার মধ্যে একটা ভদ্রলোকের চুক্তি হয়েছে।'

'হ্যাঁ, তখন শুধু আপনার সুনাম এবং আমার স্বার্থের কথাই মনে ছিল। কিন্তু আপনার কোন দয়া আমার আর দরকার নেই। এখন শুধু আপনি আমাকে ক্যাট্রিওনার সঙ্গে দেখা করার সুযোগ দিন।'

তিনি আমার দিকে নিষ্ঠুর চোখে তাকিয়ে বললেন, 'শুনুন মিস্টার ডেভিড, আবেগের বশে হঠাৎ কিছু করবেন না, তাহলে আপনার ভবিষ্যৎই নষ্ট হবে।'

'আমার ভবিষ্যৎ যে কেমন হবে তা ছোকরা এবং ঝানু অ্যাডভোকেটদের দেখেই বোঝা যাচ্ছে। সবাই স্বার্থপর। আমি গ্রামের ছেলে, সুন্দর করে কথা বলতে শিখিনি। একদিন আপনিই বলেছিলেন, আমাকে আপনার খুব পছন্দ।'

আমার কথা শুনে মিস্টার গ্র্যান্ট মৃদু হাসলেন। তারপর বললেন, 'ক্যাট্রিওনার কাছে আপনাকে এক শর্তে যেতে দিতে পারি। শর্তটা অবশ্য তেমন কঠিন নয়। শুধু এই কাগজগুলো নকল করে দেবেন।' এই বলে তিনি আমাকে এক বান্ডিল কাগজ দিলেন।

বুঝলাম এটাও তাঁর উকিলী চাল! ক্যাট্রিওনার সঙ্গে যদি আমি দেখা করতে যাই, যে কাজের জন্যে তিনি আমাকে তাঁর কাছে রেখেছেন সেটা আর করা হবে না! তাঁর কথায় রাজি হলাম এবং যত তাড়াতাড়ি সম্ভব কাগজগুলো নকল করে দিলাম।

এরপর এডিনবরায় এসে শুনি, ক্যাট্রিওনাকে গোপনে জেল থেকে ছেড়ে দেয়া হয়েছে। এ কাজ যে মিস্টার গ্র্যান্ট করেছেন, তা সহজেই বুঝলাম। সত্যিই ভদ্রলোকের কূটবুদ্ধির প্রশংসা করতে হয়। একদিকে আমাকে বাপের মত স্নেহ করেন, ভালবাসেন; আর একদিকে আমাকে নিয়ে শয়তানী চালও চালেন। অদ্ভুত মানুষ!

সতেরো

মিস্টার গ্র্যান্ট আমাকে তাঁর কেরানির নামে একটা চিঠি দিয়েছিলেন। সেই চিঠি নিয়ে যখন তার বাড়িতে গেলাম তখন সে বলল, 'মিস্টার ডেভিড, পাখি তো উড়াল দিয়েছে। তাকে আমরাই ছেড়ে দিয়েছি।'

'সত্যি? ক্যাট্রিওনা ছাড়া পেয়েছে?'

'হ্যাঁ, সত্যি। শুধু শুধু তাকে ধরে রেখে কি লাভ?'

'সে এখন কোথায়?'

'খোদাই জানেন।'

'মনে হয় ওর ফুপুর কাছে গেছে।'

'হতেও পারে।'

'তাহলে এখন আমি ওখানেই যাই।'

'ঠিক আছে। তবে আপনার জিনিস-পত্র এখানে রেখে যান। লর্ড অ্যাডভোকেটের চিঠিতে নির্দেশ আছে।'

কেরানির সঙ্গে কথা বলছি, এমন সময় মিস গ্র্যান্ট এলেন। তারপর হাসতে হাসতে আমাকে বললেন, 'ভাল মাংস আছে, খেয়ে যান। খেতে আর কত সময় লাগবে? আর ধরেন যদি দেরি হয়, তাহলে আমি আপনাকে এমন একটা খবর শোনাব, যা শুনলে আরও দেরি করতে আপনি আপত্তি করবেন না।'

'মিস গ্র্যান্ট আপনি আমার জন্যে অনেক করেছেন। সেজন্যে

আমি আপনার কাছে কৃতজ্ঞ। আর আপনার বেনামী চিঠির কথাও আমার মনে আছে।'

'বেনামী চিঠি? ঠিক বুঝলাম না তো।'

'ও, তাহলে আমিই ভুল বুঝেছি। ফিরে এসে এ নিয়ে আপনার সঙ্গে কথা বলব। দয়া করে এখন আমার পথ ছাড়ুন।'

'যখন খাবেনই না, তখন যান। তবে আপনাকে আবার এখুনি চলে আসতে হবে।'

আমি আর দেরি না করে ডীনের দিকে রওনা দিলাম। গিয়ে দেখি ক্যাট্রিওনার ফুপু বাগানে হাঁটছেন। আমাকে দেখেই বললেন, 'মিস্টার ডেভিড যে! কি ব্যাপার?'

'ক্যাট্রিওনার সঙ্গে দেখা করতে এসেছি।'

এই কথা শুনে বুড়ি তেলে বেগুনে জ্বলে উঠলেন। বললেন, 'ক্যাট্রিওনা? এখানে থাকে নাকি? সে তো জেলে। আর তুমিই তো তাকে জেলে পাঠিয়েছ। এখানে এসে ঢং দেখাচ্ছ, না! তোমাদের মত হতচ্ছাড়া ছোকরারা মরতে পারে না!'

দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে বুড়ির এসব কথা শোনার কোন মানেই হয় না। তাই সেখান থেকে চলে এলাম। মিস্টার গ্র্যান্টের বাড়িতে আসতেই তাঁর বড় মেয়ের সঙ্গে দেখা হলো। মুখে তাঁর শয়তানীর হাসি। ক্যান্ট্রিওনার কথা যতই জানতে চাইছি তিনি ততই এড়িয়ে যাচ্ছেন। শেষে লাজ-লজ্জা ভুলে বললাম, 'মিস্ গ্র্যান্ট, প্লীজ দয়া করে আমাকে এভাবে ঝুলিয়ে রাখবেন না। সত্যি করে বলুন না ক্যাট্রিওনা কোথায়?'

'এত অস্থির হলে কি চলে, মিস্টার! আগে খাওয়াদাওয়া করুন, তারপর না হয় বলব।'

অনিচ্ছা সত্ত্বেও টেবিলে গিয়ে বসলাম। খাওয়া শেষ হতেই মিস্ গ্র্যান্ট তাঁর বাবার লাইব্রেরি ঘরে আমাকে নিয়ে এসে বসালেন। তারপর জিজ্ঞেস করলেন, 'আমার চিঠি তো

পেয়েছিলেন?'

'চিঠিটা যে আপনার সেটা তখনই বুঝেছিলাম।'

'অবশ্যই অবাক হয়েছিলেন? যাক, প্রথম থেকেই শুরু করি। সেদিন আপনি আমাদের সঙ্গে হোপ পার্কে গিয়েছিলেন, কিন্তু সেখানে আমাদের রেখে চলে এসেছিলেন কেন? পরে শুনেছি বাবাকে খুব মেজাজও দেখিয়েছেন, তারপরই অজ্ঞাতবাসের জন্যে কোন এক ভাঙা বাড়িতে ডুব মেরেছিলেন!'

'পরে আপনাকে সব বলব, কিন্তু তার আগে ক্যাট্রিওনার খবর বলুন।'

'তার ব্যাপারে আপনার এত আগ্রহ কেন?'

'না, শুনলাম সে নাকি জেলে।'

'কিন্তু এখন তো জেনেছেন সে ছাড়া পেয়েছে। তারপরেও তার ব্যাপারে এত চিন্তা কিসের?'

'এই সময় বোধহয় আমাকে তার দরকার হতে পারে।'

'আচ্ছা, আমার দিকে তাকিয়ে বলুন তো, আমি ওর চেয়ে সুন্দরী কিনা!'

'এ ব্যাপারে আর সন্দেহ কি? সারা স্কটল্যান্ডে আপনার মত সুন্দরী মেয়ে সহজে পাওয়া যাবে না।'

'এক সঙ্গে দু'জনেকে যে খুশি করা যায় না, সেটা কি আপনি বোঝেন না?'

'মেয়েদের বিচার করতে হলে শুধু দৈহিক সৌন্দর্য হলেই চলে না।'

'ও, তার মানে ক্যাট্রিওনার মত সব বিষয়ে আমি অত ভাল নই।'

'বাপ্‌রে, আপনার সঙ্গে কথায় পারব না।'

'তাহলে এখন আমি যা বলব চুপ করে শুধু শুনে যাবেন। যেদিন আপনি আমাদের বাড়ি ছেড়ে চলে যান, সেদিনই এক

বন্ধুর বাড়িতে মিস্ ক্যাট্রিওনার সঙ্গে আমার দেখা হয়। ও বলল আমরা নাকি একই গোষ্ঠীর লোক। সে কারণে ও আমাকে কিছু কথা বলতে চাইল। তার সজল চোখ, করুণ সুর, মিষ্টি মুখ দেখে আমার মনটা নরম হয়ে গেল। তার বাবার কথা, আপনার কথা বলতে বলতে এক সময় সে কেঁদে ফেলে। আমি বুঝলাম সে আপনাকে অসম্ভব ভালবাসে। আপনার জন্যে ও নীলকে কিভাবে ধরে রেখেছিল সে কথাও বলল। তারপর আমারই পরামর্শে সে বাবার সঙ্গে দেখা করে। বাবার কাছে এসে তার বাবার মুক্তি এবং আপনার নিরাপত্তার জন্যে এমনভাবে আবেদন জানাল যে বাবার মত কঠিন লোকও নরম হয়ে গেলেন।'

'আমার জন্যে ও আপনার বাবাকে বলেছে?'

'হ্যাঁ, বলেছে।'

'খোদা যেন তার এই প্রচেষ্টার পুরস্কার দেন।'

'আর সেই পুরস্কার তো আপনি, তাই না?'

'আপনি দেখছি আমাকে খোঁচা মারার সুযোগ পেলে ছাড়েন না।'

'সব ব্যাপারেই তো আমার দোষ!'

'আচ্ছা, আপনি তো আসল কথাই বলছেন না। ক্যাট্রিওনা কোথায় জানেন না?'

'জানি, তবে বলা যাবে না।'

'কেন?'

'কারণ আমি আপনাদের বন্ধু ভাবি। সে কোথায় আছে সেটা যদি এখন আপনাকে বলি তাহলে আপনাদের দু'জনেরই বিপদ হবে। তবে কথা দিচ্ছি, আপনি যে তার জেলের খবর পেয়েই ছুটে এলেন, এখানে এসে না খেয়েই তার সঙ্গে দেখা করার জন্যে তাদের বাড়ি গিয়েছিলেন, আমার সঙ্গে আপনার যে-সব কথাবার্তা হলো, সবই তাকে বলব। আপনি যতটা নিজে বলতে পারতেন

তার চেয়ে বেশিই বলব।'

আঠারো

মিস্টার গ্র্যান্টের বাড়িতে আমি প্রায় দু'মাস তাঁর অতিথি হয়ে থাকলাম। এ সময়ের মধ্যে বিচারপতি, অ্যাডভোকেট এবং এডিনবরার গণ্যমান্য অনেকের সঙ্গে আমার পরিচয় করিয়ে দিলেন তিনি। তারপর আইন পড়া শুরু করলাম। অবসরে নাচ-গানও শিখলাম। মাঝে মাঝে পণ্ডিত অধ্যাপকদের বক্তৃতা শুনতে যাই। আমার পোশাকেরও বেশ উন্নতি হলো। মোটকথা, এডিনবরার শহরে একজন আধুনিক ছেলে যেমন হয় আমি ঠিক তেমনি হয়ে গেলাম।

এক একদিন সময় পেলে ওদের তিন বোনকে নিয়ে আমি ঘোড়ায় চড়ে বেড়াতে যাই। আস্তে আস্তে আমার সংকোচ কেটে যেতে লাগল।

বাড়ি ছেড়ে আসার পর এ পর্যন্ত যে সব দুঃসাহসিক অভিযানের মধ্যে দিয়ে আমার জীবন কেটেছে তার সবই আমি ওদেরকে বললাম।

একদিন আমরা মিস্টার গ্র্যান্ট সহ ঘোড়ায় চড়ে শার জমিদার বাড়ির পাশ দিয়ে যাচ্ছি, তখন আমি তাদের বললাম, 'এটা আমাদের বাড়ি।'

মিস্টার গ্র্যান্ট এ কথা শুনে ঘোড়া থেকে নেমে একাই বাড়ির

ভিতরে ঢুকলেন। তাঁর সঙ্গে কাকার কি কথা হলো জানি না। তবে তিনি যে কাকার কথায় সন্তুষ্ট হতে পারেননি তা তাঁর কালো মুখ দেখেই বুঝলাম।

মিস্টার গ্র্যান্ট যখন বাড়ির ভিতরে ছিলেন তখন মিস্ গ্র্যান্টকে বলছিলাম, বাড়িটার কোথায় বাগান করব, কোথায় ঝুল-বারান্দা ইত্যাদি।

তারপর আমরা কুইনফেরিতে মিস্টার রেনকিলারের সঙ্গে দেখা করতে গেলাম। তিনি আমাদের সবাইকে দেখে খুব খুশি হলেন। মিস্টার গ্র্যান্টও এমন প্রাণ খোলা আচরণ করলেন যে দেখে আমি অবাক। তাঁর গম্ভীর স্বভাবের মধ্যেও যে এত প্রাণচাঞ্চল্য আছে, তা আমি আগে কোনদিন বুঝিনি।

সারাদিন ঘোরাঘুরির পর সন্ধ্যায় আমরা বাড়ি ফিরে এলাম। পড়াশোনা আর বেড়ানোর মধ্যে দিয়েই আমার দিন কাটতে লাগল। কিন্তু এতদিনের মধ্যেও ক্যাট্রিওনার কোন খবর না পেয়ে মনে মনে অস্থির হয়ে উঠলাম।

এমনই যখন মনের অবস্থা তখন মিস্ গ্র্যান্ট আমার পড়ার ঘরে এলেন। তাঁর চোখ-মুখে দুষ্টামির হাসি। তারপর আমার হাতে একটা চিঠি দিয়ে ঘর থেকে চলে গেলেন।

ক্যাট্রিওনার চিঠি। লিখেছে–

'প্রিয় ডেভিড,

কেমন আছ? আশা করি তুমি খোদার দোয়ায় ভাল আছ। আমিও ভাল জায়গায় ভালই আছি। নিয়মিত ভাবে আমি আমার বোন মিস্ গ্র্যান্টের কাছে তোমার খবর পাই এবং শুনে আমার খুব ভাল লাগে। ডেভিড, একটা বিশেষ কারণে আমাকে গোপনে থাকতে হচ্ছে। তবে আমার মনে হয় খুব শীগ্‌গির তোমার সঙ্গে আমার দেখা হবে।

'আচ্ছা, তুমি কি আমার ফুপুর সঙ্গে একবার দেখা করবে? আজ এখানেই শেষ করি। তুমি ভাল থাকো, সুস্থ থাকো, এই কামনাই করি।

তোমার ক্যাট্রিওনা।'

ক্যাট্রিওনার কথা মত আমি তার ফুপুর সঙ্গে দেখা করতে গেলাম। আশ্চর্য! এবার দেখি বুড়ির অন্য রকম মূর্তি। আমাকে যে কি আদর আপ্যায়ন! কে বলবে এই বুড়ি আমাকে দু'দিন আগে দূর দূর করে তাড়িয়ে দিয়েছিল। এখানেও যে মিস্ গ্র্যান্টের হাত আছে, বুঝলাম। তিনি যে ওঁর বাবাকে বলে ক্যাট্রিওনাকে তার ফুপুর বাড়িতে না রেখে অন্য জায়গায় রেখেছেন, তাঁর বুদ্ধিতেই যে জেমস্ মোরের এরকম নাটকীয় পলায়ন সম্ভব হয়েছে, এসব ভেবে মনে মনে তাঁকে বাহবা দিলাম।

ক্যাট্রিওনাকে আমি চিঠির উত্তর দিতে চেয়েছিলাম, কিন্তু মিস্ গ্র্যান্ট চিঠি পৌঁছে দিতে রাজি হলেন না। যা হোক, তিনি আমাকে মিস্ র‍্যামসে নামে তাঁর এক বন্ধুর বাড়ি নিয়ে গেলেন। তারপর বন্ধুটার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিয়ে মিস্ গ্র্যান্ট কোথায় যেন চলে গেলেন। কিছুক্ষণ কথাবার্তা বলার পর মিস্ র‍্যামসেও উঠে চলে গেলেন। আর আমি বোকার মত রাস্তার উল্টোদিকের একটা বাড়ি দেখছি। হঠাৎ করে বাড়িটার একটা জানালা খুলে গেল। সেই সঙ্গে মিস্ গ্র্যান্টের গলা শুনতে পেলাম, 'মিস্টার ডেভিড, এদিকে একবার তাকান।'

তাকিয়ে দেখি মিস্ গ্র্যান্ট আর ক্যাট্রিওনা পাশাপাশি দাঁড়িয়ে। আমাকে দেখে ক্যান্ট্রিওনা হাসছে।

এভাবে এখানে আমি ক্যাট্রিওনাকে দেখে এমন অবাক হলাম যে আমার মুখ থেকে কোন কথাই বের হলো না। তারপর আমি ব্যাকুল কণ্ঠে ডাকলাম, 'ক্যাট্রিওনা!'

ততক্ষণে ওরা দু'জনই হাওয়া হয়ে গেছে। এরপর আমরা

যখন বাড়িতে ফিরে এলাম তখন মিস্ গ্র্যান্টকে জিজ্ঞেস করলাম, 'আপনি এত কঠিন কেন বলুন তো? শুধু এক মিনিটের জন্যে দেখতে দিলেন, দুটো কথাও বলতে…।'

'আপনি দেখছি কিছুতেই সন্তুষ্ট হতে পারেন না।'

এদিকে জেমস্ স্টুয়ার্টের জন্যে রাজার কাছে যে আবেদন করা হয়েছিল সেটা মঞ্জুর হয়নি। এ খবর এতদিন গোপন ছিল, জানলাম ৮ নভেম্বর, যেদিন তার ফাঁসি হলো। অর্থাৎ আমার কোন চেষ্টাই কাজে লাগেনি।

এর দুই সপ্তাহ পর লর্ড অ্যাডভোকেট আইন পড়ার জন্যে আমাকে লিডেন যেতে বললেন।

তাই আমি মিস্ গ্র্যান্টকে একদিন একলা পেয়ে বললাম, 'যাবার আগে যদি আপনি ক্যাট্রিওনার সঙ্গে আমার দেখা এবং কথা বলার ব্যবস্থা না করে দেন তাহলে আমি কিছুতেই লিডেন যাব না।'

দুষ্ট হাসি হেসে বললেন, 'তাই নাকি? আমরা সব ভেসে গেলাম, ক্যাট্রিওনাই হলো সব!'

'আপনার সবকিছুতেই শুধু ঠাট্টা।'

'শুনুন মিস্টার ডেভিড, পড়াশোনা করতে যাচ্ছেন, যান। শুধু শুধু অন্যের কথা ভেবে এমন পাগলামো করবেন না। ভাল করে পড়াশোনা করে পাস করে আসুন, ওকালতিতে নাম করুন, তারপর দেখবেন ওর চেয়ে কত ভাল ভাল মেয়ে পাবেন।'

'জাহাজঘাটে যদি ক্যাট্রিওনা অন্তত আমাকে বিদায় জানাতে না আসে, তাহলে দেখবেন শেষে আমি জাহাজ থেকে নেমে পালাব।'

মিস্ গ্র্যান্ট শুধু একটু রহস্যময় হাসি হাসলেন।

উনিশ

জাহাজ ছাড়ার সময় হয়ে এল। ক্যাট্রিওনার সঙ্গে দেখা হবে না বলে মনটা খুব খারাপ লাগছে। এমন সময় দেখি একটা মাছ ধরার নৌকা করে এক বুড়ো একটা মেয়েকে নিয়ে আসছে। ঠাণ্ডার জন্যে মেয়েটার মুখটা টুপি দিয়ে ঢাকা।

মেয়েটা যখন জাহাজে উঠল, তখন আমি তাকে খেয়াল করে দেখিনি। আমার মনে তখন ক্যাট্রিওনার চিন্তা। তারপর সে যখন আমার সামনে এসে দাঁড়াল, তখন দেখি সে-ই ক্যাট্রিওনা!

দু'জন দু'জনের দিকে অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকলাম কিছুক্ষণ। তারপর ও বলল, 'মেয়েটা এমন পাজী, আগে থেকে আমাকে কিছুই বলেনি!' এই বলে ও আমাকে একটা চিঠি দিল।

খুলে দেখি মিস্ গ্র্যান্টের চিঠি। আমাকেই লিখেছে–

'প্রিয় বন্ধু, ডেভিড! বিদায়ের ব্যবস্থাটা সুন্দর হয়েছে তো? ভেবেছিলাম এখানেই চিঠি শেষ করব। কিন্তু তাতে আমার যে প্রশ্নের উত্তর জানা হবে না। অবশ্য আপনি কি উত্তর দেবেন আমি তা জানি। তাই শেষ করার আগে আপনাকে দুটো উপদেশ দিই। একেবারে মুখচোরা হয়ে থাকবেন না, আবার বেপরোয়াও হবেন না। মনে রাখবেন, দুটোর কোনটার ফলই ভাল হবে না। আজ এখানে শেষ করি, কেমন? আপনাদের জন্যে রইল

আমার অকৃত্রিম ভালবাসা। ইতি, আপনার শুভার্থী বন্ধু

বারবারা গ্র্যান্ট।'

ক্যাট্রিওনা এবং আমি দু'জনেই দু'লাইন উত্তর লিখে ওই বুড়োর হাতে দিলাম। তারপর দু'জন দু'জনের দিকে ভাল করে তাকালাম। দু'জনের মুখেই আনন্দের হাসি।

ক্যাট্রিওনা জিজ্ঞেস করল, 'আমাকে দেখে তোমার ভাল লাগছে?'

'এটাও আবার জিজ্ঞেস করে জানতে হবে?'

'বারবারা আমাকে অনেক কথাই বলেছে, শুধু এই খবরটা চেপে গেছে যে তুমিও এই জাহাজেই যাচ্ছ। আচ্ছা, তুমি কেন যাচ্ছ?'

ক্যাট্রিওনাকে সব খুলে বললাম। শুনে ও বলল, 'ভালই হলো এক সঙ্গে বেশ কিছুদিন থাকতে পারব। কারণ আমিও বাবার সঙ্গে দেখা করতে যাচ্ছি। সেখানে কিছুদিন থেকে আমরা ফ্রান্সে চলে যাব। আমাদের গোষ্ঠীপতি জেমস্‌ও ওখানে আছেন।'

জেমস্ মোরের প্রসঙ্গে আমার ভ্রূজোড়া কুঁচকে গেল। সেটা দেখে ক্যাট্রিওনা বলল, 'মনে হয় আমার জ্ঞাতি-গোষ্ঠীর মধ্যে দু'জন তোমার সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করেছেন। একজন লর্ড অ্যাডভোকেট। তাঁর কথা তো তুমি সবই জানো। আর আমার বাবার সম্পর্কে বলবার কথা শুধু এই যে, তিনি জেলে আটক ছিলেন। তবুও তোমার মত একজন তরুণ যুবকের কোনরকম ক্ষতি হতে পারে এটা যদি তিনি বুঝতেন, তাহলে নিজের মৃত্যুকেই বরণ করে নিতেন। তাঁর হয়ে আমি তোমাকে অনুরোধ করছি, তুমি তাঁকে ক্ষমা করে দাও। তাঁর দোষ-ত্রুটি সব ভুলে যাও।'

'ক্যাট্রিওনা! তাঁর ব্যাপারে আমার কোন মাথাব্যথা নেই। আমি শুধু একটা কথা জানি, তুমি লর্ড অ্যাডভোকেটের কাছে

যেয়ে আমার প্রাণ ভিক্ষা চেয়েছিলে। তুমি হয়তো তোমার বাবার জন্যেই গিয়েছিলে, কিন্তু আমি তোমার বন্ধু, সেই হিসাবে তুমি আমার প্রাণ ভিক্ষা চেয়েছ, তোমার এই মহত্ত্বের কথা কিভাবে ভুলব!'

এরপর আমরা প্রতিদিন গল্পগুজব করে ডেকেই কাটালাম। এক সঙ্গে বসে খেলাম। খেতে খেতেও নানা ধরনের গল্প হলো। আশ্চর্য ব্যাপার! আমিও যে এত কথা বলতে পারি, তা নিজেই জানতাম না।

ক্যাট্রিওনার সঙ্গে কথা বলার সময় আমি কোন সংকোচ বোধ করি না। সে-ও না। ও আমাকে স্কটল্যান্ডের নানা গল্প বলে। সেগুলো নেহাতই ছেলেমানুষি গল্প হলেও ক্যাট্রিওনার মুখ থেকে শুনছি বলেই যেন মিষ্টি বলে মনে হলো। ওর মুখে ১৭৪৫ খ্রিস্টাব্দের বিদ্রোহের কাহিনীও শুনলাম। ও তখন খুব ছোট ছিল। ওর ভাষায়, 'তরোয়াল হাতে হাইল্যান্ডের যোদ্ধারা মার্চ করে চলেছে, একদল যুদ্ধের বাজনা বাজাচ্ছে, বাবার সঙ্গে ঘোড়ায় চড়ে আমিও যাচ্ছি। মেয়ের মধ্যে শুধু আমিই একা। তাই দেখে আর্গাইনের ডিউক আমাকে অনেক আদর করলেন। রাজা চার্লসের কাছে গিয়ে আমি সবার সামনে তাঁর হাতে চুমো দিলাম। সেদিন আমার সে কি আনন্দ, গর্ব! তারপরই এল দুর্দিনের কালো মেঘ। রাজা জর্জের সৈন্যরা এসে আমাদের দলকে হারিয়ে দিল। আমাদের দলনেতারা পাহাড়ে জঙ্গলে আত্মগোপন করলেন। তখন আমার কাজ হলো রাতের অন্ধকারে তাঁদের খাবার পৌঁছে দেয়া। ঘুটঘুটে আঁধারের মধ্যে একা একা যাওয়া-আসা করতে আমার যে কি ভয় লাগত! এতে করেও শেষ রক্ষা হলো না। আমার বাবা ধরা পড়ে গেলেন, তাঁকে জেলে পাঠানো হলো। তার পরের কাহিনী তো তোমার জানা।'

'সাহায্য করার মত কোন বন্ধুবান্ধব ছিল না?'

'না। তোমার?'

'আমার অবশ্য ছেলেবেলায় একটা বন্ধু ছিল।'

'মেয়ে?'

'না, ছেলে। আমরা একই স্কুলে পড়তাম। তারপর সে গ্লাসগো চলে যায়। সেখানে যাবার পরও কিছুদিন আমাদের মধ্যে চিঠি আদান-প্রদান হত। তারপর হঠাৎ চিঠি দেয়া বন্ধ করে দিল, আমিও আর দিতাম না। আমাদের এই বন্ধুত্বের ছেদ পড়ায় আমার খুবই খারাপ লেগেছিল। তার চিঠিগুলো আমি এখনও রেখে দিয়েছি।'

'আমাকে দেখাবে?'

'নিশ্চয়ই, কেন নয়! এই নাও,' বলে একটা চিঠির তাড়া তার হাতে তুলে দিলাম। এই চিঠিগুলোর মধ্যে যে মিস্ গ্র্যান্টের দুটো চিঠিও ছিল, তা আমি খেয়াল করলাম না।

ক্যাট্রিওনা চিঠিগুলো নিয়ে ওর কেবিনে চলে গেল। তারপর আবার যখন ওর সঙ্গে দেখা হলো তখন সে যেন একটা অন্য মেয়ে। তার এই গাম্ভীর্যের কারণ বুঝতে না পেরে আমি ওকে জিজ্ঞেস করলাম, 'চিঠিগুলো পড়েছ?'

আমার প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে সে আমাকে পালটা প্রশ্ন করল, 'তুমি কি আমাকে সবগুলো চিঠি পড়তে দিয়েছিলে?'

'হ্যাঁ।'

'শেষেরটাও?'

এবার বুঝলাম তার রাগটা কোথায়। শেষের চিঠিটা ছিল মিস্ গ্র্যান্টের। উনি আমার সঙ্গে যেমন করে কথা বলেন, তেমনি ঠাট্টা-তামাশা করে চিঠিও লেখেন। কথায় কথায় একদিন বলেছিলেন, 'মিস্টার ডেভিড, জীবনকে সবসময় হাসি-খেলার মত করে নেবেন। তবেই জীবনকে সত্যিকারভাবে ভোগ করা যাবে। গুরুগম্ভীর হয়ে থাকা আমার একদম ভাল লাগে না। তাছাড়া

আপনার সঙ্গে কথাবার্তায়ও আমাকে গম্ভীর হতে হবে, সে আমার পোষাবে না।' তাই তাঁর চিঠির মধ্যেও কিছুটা চটুলতা ছিল। কিন্তু এদিকে ক্যাট্রিওনা ভুল বুঝে বসে আছে।

আমি তাকে বললাম, 'তুমি কি তোমার বন্ধু বারবারার কথা, বলছ?'

'হ্যাঁ। এতে সে কি লিখেছে তা জেনে তুমি আমাকে এই চিঠি কি করে পড়তে দিলে?'

'ক্যাট্রিওনা, তুমি কিন্তু একটু আগেই বললে বারবারার মত মেয়ে হয় না।'

'হ্যাঁ, বলেছিলাম। কিন্তু তখন তো জানতাম না...।' গলা বুজে আসায় ও বাকি কথা শেষ করতে পারল না। তারপর আমাকে কিছু বলার সুযোগ না দিয়েই ওর কেবিনে চলে গেল।

বিশ

এরপর হঠাৎ একদিন আবহাওয়া খুব খারাপ হয়ে গেল। সমুদ্রে ঝড় শুরু হলো, ঢেউগুলো পাহাড়ের মত উঁচু হয়ে জাহাজটাকে নাচাতে লাগল।

ক্যাট্রিওনা সেই যে রাগ করেছে তারপর আর আমার ধারেকাছেও ঘেঁষেনি। এমন কি খাবার টেবিলেও কোন কথা বলেনি। এমনি তার রাগ!

যা হোক, ঝড় তুফানও কিছুটা কমল। বেলা প্রায় ন'টার

দিকে হল্যান্ডের উপকূলভূমি দেখা গেল। এখানেই প্রথম আমি উইন্ড মিল দেখলাম।

ক্যাট্রিওনার অভিভাবক মিসেস গেবি ছাড়া আমরা সবাই তখন ডেকে। তিনি তখনও সুস্থ হননি। হঠাৎ করে দেখি একটা মাছ ধরার নৌকা জাহাজের পাশে এসে ভিড়ল। মাঝি ডাচ ভাষায় ক্যাপটেনকে কি যেন বলল। ক্যাপটেন চিন্তিত মুখে ক্যাট্রিওনার কাছে এসে বললেন, 'রটারডাম বন্দরের আগে আর কোন বন্দরে জাহাজ ভিড়বে না। আপনিও তাহলে ওখানেই চলেন। তারপর সেখান থেকে ট্রেনে বা ফেরী নৌকায় আবার এখানে, মানে আপনার বাবার কাছে।'

কিন্তু ক্যাট্রিওনা বলল সে এখানেই নামবে। কিছুতেই কারও কথা শুনবে না। তার এই একগুঁয়েমিতে আমরা সবাই বিরক্ত হলাম।

একজন যাত্রী ওকে বললেন, 'তুমি তো ফ্রেঞ্চ বা ডাচ ভাষা জানো না। কারও সঙ্গে কোন কথা বলতেও পারবে না, বুঝতেও পারবে না। তখন কি হবে?'

'এখানে অনেক হাইল্যান্ডার থাকে, তাদের সাহায্য নেব।'

যখন কারও কথাতেই ও মত পরিবর্তন করল না তখন আমি ক্যাপটেনকে বললাম, 'ক্যাট্রিওনার সঙ্গে আমি যাচ্ছি। ওকে ওর বাবার কাছে পৌঁছে দিয়ে যেভাবে পারি লিডেনে চলে যাব। তবে আমার মালপত্র কষ্ট করে ওখানে পাঠিয়ে দেবার ব্যবস্থা করবেন।'

ক্যাট্রিওনা আগেই নৌকায় উঠে বসেছিল, তারপর আমিও গিয়ে বসলাম। এমন সময় হঠাৎ দমকা বাতাস উঠল। একটু হলেই ক্যাট্রিওনা পানিতে পড়ে যাচ্ছিল। আমি ওকে তাড়াতাড়ি ধরে ফেললাম। সেও ভয় পেয়ে আমাকে দু'হাত দিয়ে জড়িয়ে ধরল।

বাতাস কমে যেতেই ক্যাট্রিওনা আমাকে ছেড়ে একটু দূরে

গিয়ে চুপচাপ বসে থাকল। আমিও আর কোন কথা বললাম না।

নৌকা চলছে। আমরা আগের মতই চুপচাপ বসে আছি। শেষে এক সময় আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম, 'তোমার বাবার ঠিকানা জানো তো?'

মিস্টার স্প্রট্ নামে একজন স্কটিশ ব্যবসায়ীর কাছে তাঁর ঠিকানা পাব,' এই বলে কিছুক্ষণ চুপ থেকে আবার বলল, 'তুমি আমার জন্যে যা করছ, তাতে যদি তোমাকে ধন্যবাদ না জানাই তাহলে অকৃতজ্ঞতা হবে।'

'কৃতজ্ঞতা জানাবার অনেক সময় আছে। আগে তোমাকে তোমার বাবার কাছে দিয়ে আসি। তিনিও জানুন তুমি কেমন বাপ-ভক্ত মেয়ে।'

'জ্বী না, মোটেও আমি তা নই!'

'বললেই হবে! আচ্ছা, তা যদি নাই হয় তবে সবার কথা অমান্য করে মাছ ধরার নৌকায় এই ঝড়ো হাওয়ার মধ্যে এমন দুঃসাহসিক অভিযানে কেউ বেরোয়।'

ক্যাট্রিওনা কিছুক্ষণ চুপচাপ থাকল। তারপর আস্তে আস্তে বলল. 'আমার কাছে তো মাত্র দুই শিলিং আছে।'

শুনে আমি আঁতকে উঠলাম বললাম, 'তোমার বাবা কেমন মানুষ? তাঁর বিবেচনা বোধ বলতে কি কিছুই নেই! মাত্র দুই শিলিং নিয়ে তুমি বিদেশে যাচ্ছ?'

'আমার বাবার বন্দী জীবন; তা কি তুমি জানো না?'

'আচ্ছা, ঠিক আছে! কিন্তু তোমার আত্মীয়-স্বজনরা তো আর কারাগারে থাকেন না। আর মিস্টার গ্র্যান্টই বা কি বুদ্ধিতে তোমাকে এই পরামর্শ দিয়েছেন।'

'তাদের দোষ দিয়ে লাভ কি। আমার এই অবস্থার কথা তো আমি কাউকেই বলিনি। মেয়ে হয়ে বাবার মুখ সবার কাছে কেমন করে ছোট করি।'

'যা হবার হয়েছে, এখন চলো।'

তারপর আমরা একটা সরাইতে মালপত্র রেখে মিস্টার স্প্রটকে খুঁজতে গেলাম। তিনি বাড়িতেই ছিলেন। তাঁকে মিস্টার জেমস্ মোরের কথা জিজ্ঞেস করতে বললেন, তিনি এই নামে কাউকে চেনেনই না!

তখন আমি বললাম; 'আচ্ছা, আপনি কি মিস্টার জেমস্ ড্রামন্ড, ম্যাকগ্রিগর, জেমস্ মোর–এই নামগুলো শুনেছেন?'

'কে জানে সে কোন জাহান্নামে গেছে?'

তাঁর কথা শুনে বললাম, 'এই ভদ্রমহিলা তাঁরই মেয়ে। স্কটল্যান্ড থেকে তিনি তাঁর বাবার কাছে এসেছেন। আপনার কাছেই তাঁর বাবার ঠিকানা পাওয়া যাবে বলে তাঁকে বলা হয়েছে।'

তিনি রুক্ষকণ্ঠে বললেন, 'যে বলেছে তার কাছেই যান।'

আমি দেখলাম এ তো বিরাট সমস্যা। তাই একটু নরম হয়ে বললাম, 'এই ভদ্রমহিলা খুবই বিপদে পড়েছেন। আমিও স্কটল্যান্ডের লোক। ঘটনাচক্রে তিনি আর আমি একই জাহাজে এসেছি। কাজেই তাঁর বাবার খোঁজ যদি আপনার কাছে না পাই তাহলে যে ওনার কি হবে একমাত্র খোদাই জানেন।'

ভদ্রলোক এবার নরম হলেন। তিনি বললেন, 'বিশ্বাস করুন, জেমস্ মোর কোথায় আছে আমি জানি না। সে হচ্ছে আমার ব্যবসায়ের অংশীদার। ওর কাছে আমি অনেক টাকা পাব, তা দেবারও কোন লক্ষণ নেই। কখন আসে কখন যায় তার কোন ঠিক নেই।'

'তাহলে তো খুব সমস্যায় পড়া গেল।'

'হ্যাঁ, তা তো গেলই। আমি ভাই একা থাকি। জেমস্ মোর ফিরে এসে যদি ওর মেয়েকে বিয়ে করতে বলে? না, বাবা, না! এসবের মধ্যে আমি নেই।'

তাঁর এই অভদ্র আচরণে ক্যাট্রিওনার চোখ-মুখ লজ্জায় লাল হয়ে গেল। আমিও খুব রেগে গেলাম। কিন্তু রাগ দেখিয়ে কোন লাভ নেই, তাই বললাম, 'আপনার কাছে একটা চিঠি রেখে যাচ্ছি। মোর সাহেব এলে তাঁকে দেবেন।'

সেখান থেকে আবার সরাইখানাতে এলাম। দু'জনেরই খুব খিদে পেয়েছে। তাই খাওয়াদাওয়া এখানেই করলাম। তারপর ক্যাট্রিওনাকে বললাম, 'চলো, রটারডামেই যাই। সেখানে মিসেস গিবের কাছে আপাতত তোমায় রেখে আসব।'

'হ্যাঁ, এছাড়া তো আর উপায়ও নেই। তবে তিনি খুব একটা খুশি হবেন না। মনে আছে তো, আমার কাছে মাত্র ওই এক শিলিং।'

'ও নিয়ে চিন্তা করতে হবে না। আমার কাছে অনেক টাকা আছে।'

'ভাগ্যিস তুমি সঙ্গে এসেছিলে, তা না হলে যে আমার কি হত খোদাই জানেন!' বলতে বলতে ক্যাট্রিওনার চোখ দুটো ভিজে গেল। আমি রুমাল দিয়ে মুছে দিলাম।

একুশ

রটারডামে পৌঁছে আমরা যে জাহাজে এসেছিলাম সেটার খোঁজ করলাম। অনেক খোঁজাখুঁজির পর সন্ধ্যার দিকে জাহাজের ক্যাপটেনের সঙ্গে দেখা হলো। কিন্তু তিনি যে কথা শোনালেন

তাতে আমাদের সব পরিকল্পনাই মাটি হয়ে গেল। অনুকূল বাতাস পাওয়ায় নির্দিষ্ট সময়ের অনেক আগেই জাহাজ বন্দরে এসে নোঙর ফেলেছে। যাত্রীরাও যার যার জায়গায় অনেক আগেই চলে গেছে। মিস্টার এবং মিসেস গেবি জার্মানিতে যাবেন। তাঁদের গাড়িও অনেক আগে চলে গেছে। এখন আর সে-গাড়ি ধরা সম্ভব নয়।

এমন অবস্থায় আমরা ক্যাপটেনের কাছে আশ্রয় চাইলাম। তাঁর কথামত প্রথমে আমরা একটা হোটেলে নৈশভোজনের জন্যে গেলাম। সেখানে ক্যাপটেন প্রচুর মদ খেয়ে এমন মাতলামি শুরু করলেন যে আমরা দু'জনের কেউই তাঁর ওপর ভরসা রাখতে পারলাম না।

মদের ঘোরে অর্ধ-অচেতন ক্যাপটেনকে একা রেখে আমরা হোটেল থেকে বেরিয়ে এলাম। কিছুদূর গিয়ে একটা নির্জন জায়গায় গাছের নিচে বসলাম। কি করব, কোথায় যাব ভাবতে ভাবতে হঠাৎ মনে পড়ল হোটেলে যে খেয়েছি তার টাকা দিয়ে আসিনি। নিশ্চয়ই হোটেলওয়ালা ক্যাপটেনের কাছ থেকে টাকা আদায় করবে। এ কথা মনে হতেই পকেটে হাত দিলাম। দেখি পকেটে মানিব্যাগটা নেই। মনে পড়ল, রটারডাম আসার সময় একটা সরু গলিতে কয়েকটা মেয়ে আমার গায়ে এসে পড়েছিল, তাদেরই কেউ ওটা সরিয়েছে।

আমি চুপ করে আছি দেখে ক্যাট্রিওনা আমাকে বলল, 'কিছু চিন্তা করলে?'

আমি বললাম, 'ক্যাট্রিওনা! আমার সঙ্গে আজ সারারাত হাঁটবার মত সাহস ও শক্তি তোমার আছে তো?'

'ডেভিড, তুমি আমাকে যা বলবে আমি তাই করব, যেখানে যেতে বলবে সেখানেই যাব। শুধু এই অন্ধকারে আমাকে একা রেখে তুমি চলে যেয়ো না!'

'এখনই যেতে পারবে?'

'তুমি যদি বলো এখন, তাহলে এখনই। তোমার সঙ্গে আমি যে আচরণ করেছি তার কোন ক্ষমা নেই। তবুও বলছি, তুমি আমায় ক্ষমা করো। বারবারার প্রতিও আমি অবিচার করেছি। তার মত ভাল মেয়ে এই দুনিয়াতে নেই। সে যে কেন তোমাকে গ্রাহ্য করে না, আমি বুঝতে পারছি না।'

এ অবস্থায় এসব বলার যে কি মানে আমি কিছুই বুঝলাম না। তবে এসব নিয়ে ওর সঙ্গে কোন কথাও বললাম না। কারণ আমার সামনে এখন নানা বিপদ।

অন্ধকার পথেই আমরা হাঁটছি। এক সময়ে আমি বললাম, 'তুমি কি চিন্তা করছ জানি না। তবে আমার মনে হচ্ছে আজকের দিনটা বড়ই সৌভাগ্যের। তোমার ওপর দিয়ে অবশ্য অনেক ঝড়-ঝঞ্ঝা গেছে, আর এ কারণেই তোমাকে এত কাছে পেয়েছি!' এই বলে আমি ওর একটা হাত ধরলাম।

সেও কোন বাধা না দিয়ে বলল, 'আজ আমি তোমার ভালবাসা পেয়েছি, এত দুঃখ কষ্টের মধ্যেও আমার যে কি আনন্দ হচ্ছে তা আমি তোমাকে বলে বোঝাতে পারব না।'

'এই অন্ধকার রাতে দাঁড়িয়ে আমার কথা হয়তো নিছক কাব্যের মত শোনাচ্ছে, কিন্তু বিশ্বাস করো ক্যাট্রিওনা, আমি আমার মনের কথাই বলেছি।'

'তুমি পাশে থাকলে অন্ধকার আমার আলো, পথই আমার ঘর!'

'তা হলে তুমি আমাকে মাফ করেছ?'

'হ্যাঁ, করেছি, সে তো অনেক আগেই। তবে মিস্ গ্র্যান্টকে নয়।'

'কেন? তুমি না এই মাত্র বললে ওঁর মত ভাল মেয়ে হয় না।'

'হ্যাঁ, বলেছি। তবুও তাকে আমি ক্ষমা করব না।'

'তোমার এসব পাগলামি কথাবার্তা আমি কিছুই বুঝতে পারছি না। বারবারা আমাদের দু'জনেরই বন্ধু। উপকার করেছেন দু'জনেরই।'

'শোনো ডেভিড, ওর কথা আর বলবে না। যদি বলো তাহলে আমি যে পথে এসেছি সে পথেই একা চলে যাব!' এই বলে সে আমার হাত ছেড়ে দিল।

আমি আর কথা বাড়ালাম না। মনে মনে ভাবলাম, নারী-চরিত্র সত্যি বড়ই অদ্ভুত!

ভোরের দিকে আমরা ছোট একটা শহরে এলাম। এক হোটেলের কাছে এসে ক্যাট্রিওনাকে বললাম, 'তোমার কাছে না একটা শিলিং আছে?'

'হ্যাঁ, কিন্তু কেন?'

'ক্যাট্রিওনা, তোমাকে তো বলিনি। আমার না মানিব্যাগটা চুরি হয়ে গেছে। সব টাকা ওটাতেই ছিল। এখন আমার কাছে এক কানাকড়িও নেই। লিডেনে না যাওয়া পর্যন্ত আর একটা পয়সাও পাব না। এদিকে খুব খিদেও পেয়েছে। পেটে কিছু না পড়লে হাঁটাও অসম্ভব।'

শুনে ক্যাট্রিওনা আমার দিকে করুণ দৃষ্টিতে তাকাল। সারারাতের পরিশ্রমে তার মুখ মলিন হয়ে গেছে, কিন্তু চোখে হাসির আভাস! বলল, 'আমরা দু'জনেই তাহলে একই পথের পথিক। ভালই হলো, আমাদের মধ্যে আর কোন পার্থক্য নেই!' এই বলে ও হোটেলে গিয়ে কিছু দুধ ও একটা পাউরুটি নিয়ে এল। তারপর আমরা একটা গাছতলায় বসে সেগুলো খেলাম।

খাওয়া শেষে ক্যাট্রিওনা আমাকে বলল, 'আমার জন্যে কি ব্যবস্থা করবে চিন্তা করেছ?'

'এটাই তো কথা। লিডেনে গেলে আমার টাকার সমস্যা থাকবে না। কিন্তু মিস্টার মোরেকে যদি না পাওয়া যায় তাহলে

তোমাকে নিয়ে কি করব বুঝতে পারছি না। অবশ্য একটা কাজ করা যেতে পারে, তুমি যদি রাজি থাকো।'

'সবকিছুতেই আমি রাজি। শুধু আমাকে একা ফেলে কোথাও যেয়ো না।'

'তাহলে শোনো, তুমি আমি দু'জনে ভাই-বোন সাজব।'

'বেশ, সাজলাম।'

'কিন্তু তোমার নাম যে ক্যাট্রিওনা ড্রামন্ড!'

'বোকা ছেলে! মিস্টার, আমি এখন থেকে না হয় ক্যাট্রিওনা ব্যালফুর। এই অজানা শহরে কে আর আমার নাম নিয়ে গবেষণা করতে আসছে!'

বাইশ

লিডেনে গিয়েই আগে আমি আমার টাকার ব্যবস্থা করলাম। ঘরও ঠিক করলাম দু'জনের জন্যে দুটো। প্রথম দিনে দুজনেই খুব ক্লান্ত ছিলাম। তাই শোয়া মাত্রই ঘুমিয়ে পড়লাম। পর দিন ভোরে ঘুম থেকে উঠে দেখি ক্যাট্রিওনা সেই কাদামাখা জামাটা পরে আছে। তার জিনিস-পত্র এখনও এখানে আসেনি। তাই সকালের নাস্তা সেরে ওকে নিয়ে একটা পোশাকের দোকান থেকে আমার পছন্দমত কয়েকটা দামী ড্রেস কিনে দিলাম।

যাকে ভালবাসি তার জন্যে খরচ করা কত যে আনন্দের, এবার আমি তা উপলব্ধি করলাম। তাকে বাড়ি পৌঁছে দিয়ে আমি

আইনের বক্তৃতা শোনার জন্যে অধ্যাপকের বাড়ি গেলাম এবং আসার পথে একটা আইনের বইও কিনলাম।

বাড়ি এসে দেখি ক্যাট্রিওনা নতুন পোশাক পরে সেজেগুজে আমার জন্যে অপেক্ষা করছে। আমাকে দেখেই ও বলল, 'দেখো তো কেমন লাগছে?'

সত্যিই ক্যাট্রিওনাকে অদ্ভুত সুন্দর লাগছিল। কিন্তু আমি মুখে কিছু বললাম না। আমার কাছে কোন উত্তর না পেয়ে ওর বোধহয় একটু মনও খারাপ হলো। বলল, 'ঠিক আছে, পোশাকের কথা বাদ দাও। ঘর দুটো কেমন সাজিয়েছি সেটা অন্তত দেখো।'

ছিমছাম ভাবে সাজানো ঘর দেখে আমার মন ভরে গেল। কিন্তু তাও চেপে যেয়ে একটু গম্ভীর হয়ে বললাম, 'যতদিন তোমার বাবা না আসবেন, আর আমাদের এভাবে থাকতে হবে, ততদিন কয়েকটা নিয়ম মানতে হবে। তার একটা হচ্ছে, তুমি কখনও আমার ঘরে আসবে না এবং আমার কোন জিনিসেও হাত দেবে না।'

আমার এই কঠোর আচরণে ওর মন আরও খারাপ হয়ে গেল। বলল, 'নিশ্চয়ই আমি কোন অন্যায় করেছি। তা না হলে তুমি আমার ওপর এভাবে রেগে আছ কেন?'

সরল-মনা অবলা নারী! তাকে আমি কিভাবে বোঝাব, আমাদের আচরণে যদি বিন্দুমাত্র অসংযম প্রকাশ পায় তাহলে যে সাংঘাতিক সর্বনাশ হয়ে যাবে। তাই আমি ঠিক করলাম যতক্ষণ বাড়িতে থাকব ততক্ষণ শুধু আইনের বইটা পড়ব। ক্যাট্রিওনার সঙ্গে যতটুকু কথা বলার প্রয়োজন ঠিক ততটুকুই বলব। এ যে আমার জন্যে কি কষ্ট সেটা শুধু আমিই জানি। কিন্তু এছাড়া আর কোন উপায়ও নেই। ক্যাট্রিওনার সমস্ত দায়-দায়িত্ব সম্মান-অসম্মান এখন আমার হাতে। কঠিন না হলে সে দায়িত্ব পালন করব কি করে?

ক্যাট্রিওনা মন খারাপ করে ওর ঘরে চলে গেল। আমিও বিছানায় শুয়ে পড়লাম। কিন্তু এক বিন্দুও ঘুমাতে পারলাম না। বারবারই ওর মুখ চোখে ভাসছে।

পরদিন খুব বেলায় ঘুম ভাঙল। উঠে দেখি ক্যাট্রিওনা বেড়ানোর জন্যে তৈরি হয়ে আমার অপেক্ষা করছে।

এরপর থেকে আমরা প্রতিদিন বেড়াতে যাই। এত বেড়ানোর পরও তার শখ মেটে না, বাড়ি ফেরার সময় হলেই মুখ কালো হয়ে আসে।

একদিন তো আমাকে বলেই ফেলল, 'আমরা যদি মিশরের জিপসী হতাম, তা হলে খুব ভাল হত, তাই না ডেভিড?'

'কেন একথা বলছ?'

'কেন আবার, আমরা সারাদিন বাইরে বাইরে ঘুরতাম। ঘরে আর ফিরতাম না। বাইরে তুমি কত সহজ, সুন্দর। অথচ বাড়িতে তুমি কেমন জানি গম্ভীর হয়ে থাকো। আমার ছায়াও মাড়াতে চাও না। আচ্ছা, তুমি এমন কেন করো?'

হায় রে অবলা নারী! কেন যে করি তা যদি তুমি বুঝতে! আমার কি মন চায় না তোমার সঙ্গে ভাল ব্যবহার করতে? চায়, ক্যাট্রিওনা, চায়! পারি না শুধু তোমার কথা ভেবে।

এত কঠিন থাকা সত্ত্বেও একদিন সব কিছু মাটি হয়ে গেল। সেদিন বিকালে খুব মেঘ। একটু একটু বৃষ্টিও হচ্ছিল। তাই বেড়াতে বের হইনি। ক্যাট্রিওনার ঘরে গিয়ে দেখি ও বসে বসে কাঁদছে।

ওর কান্না দেখে আমি পাশে গিয়ে দাঁড়ালাম। আমাকে দেখে বলল, 'কতদিন হয়ে গেছে এখনও বাবা এলেন না!' বলেই আবার কাঁদতে শুরু করল।

দু'হাত দিয়ে আমি ওকে ধরলাম। ও আমাকে ঠেলে সরিয়ে দিয়ে বলল, 'সরো, আমাকে ধরবে না। তুমি তো আমাকে ভালই

বাস না। ঘৃণা করো!'

'আমি তোমাকে ভালবাসি না, ঘৃণা করি? তুমি কি অন্ধ? চোখে দেখো না? আমার মন কার দিকে, তুমি বোঝো না? তোমার মান-সম্মান যে আমার হাতে। তাই তো আমি এত কঠিন হয়ে আছি। তুমি কি মনে করো তোমার সঙ্গে এমন করে আমি খুব সুখে আছি?'

একটু একটু করে ক্যাট্রিওনা আমার কাছে এগিয়ে এল। তারপর ফিসফিস করে বলল, 'তুমি কি তাকেও এভাবে আদর করতে?'

'কাকে? মিস্ গ্র্যান্ট? ছি, ক্যাট্রিওনা এ তুমি কি বলছ?'

'তাহলে কি আমাকেই প্রথম...'

ওর কথা শুনে আমার হুঁশ হলো। তাড়াতাড়ি বললাম, 'ক্যাট্রিওনা, আমার ক্যাট্রিন! খুব অন্যায় হয়ে গেল। যাও, শুয়ে পড়ো গে!' বলেই আমার ঘরে এসে দরজা বন্ধ করে দিলাম।

দু'জন দু'জনকে ভালবাসি, এ তো আর গোপন থাকল না। এমন অবস্থায় একই বাড়িতে দু'জন কি করে থাকব?

তেইশ

পরদিন ভোরে দরজায় ধাক্কা শুনে আমার ঘুম ভেঙে গেল। খুলে দেখি জেমস্ মোর দাঁড়িয়ে। তিনিই প্রথমে কথা বললেন, 'মিস্টার ডেভিড, তোমাকে আমি অনেক কষ্ট করে খুঁজে পেয়েছি। প্রথমেই

আমি তোমার কাছে ক্ষমা চাইছি। মিস্টার গ্র্যান্ট যে তোমার বিরুদ্ধে আমাকে লাগাবেন, আমি তা কখনও কল্পনা করিনি। তাঁকে বিশ্বাস করে আমি খুব ভুল করেছি। সে যাক, শুনলাম তুমি নাকি আমার মেয়েকে হাত করেছ।'

তাঁর এই কথা শুনে রাগে আমার সারা শরীর জ্বলে উঠল। কোন রকম রাগ দমন করে বললাম, 'এ ব্যাপারে কিছু বলার আগে আমার সব কথা শুনুন।'

'তার আর দরকার নেই। কারণ আমি মিস্টার স্প্রটের কাছ থেকে অনেক কিছুই শুনেছি,' বেশ চেঁচিয়ে বললেন তিনি।

'কি শুনেছেন আমি জানি না। তবে অত চিৎকার করবেন না। পাশের ঘরেই আপনার মেয়ে আছে।'

'পাশের ঘরে? তারমানে তুমি আর সে একই বাড়িতে আছ? তৃতীয় আর কেউ নেই?'

'এই অজানা জায়গায় আবার আরেকজনকে কোথায় পাব?'

তিনি বললেন, 'কাজটা তুমি খুব খারাপ করেছ।'

'তাছাড়া আমার আর কি করার ছিল? আগে সব শুনুন, তারপর বিচার করুন ভাল হয়েছে কি হয়নি।'

'ঠিক আছে, বলো।'

চব্বিশ

সারা রাত নিশ্চয়ই ক্যাট্রিওনা ঘুমায়নি। সে কারণেই এখনও

ঘুমাচ্ছে। তাই তার ঘরের সামনে গিয়ে চেঁচিয়ে বললাম, 'মিস্ ড্রামন্ড, আপনার বাবা এসেছেন।'

তার বাবার মনে যাতে আমাদের ব্যাপারে কোন সন্দেহ না হয় সে জন্যেই যে আমি এই সতর্কতা অবলম্বন করছি, সেটা ক্যাট্রিওনা বুঝলও না।

তাই আমি তাকে সবচেয়ে ভাল যে জামাটা কিনে দিয়েছি সেটা পরেই নাস্তার টেবিলে এল। খাবার সময় আগের মতই এটা-সেটা আমার দিকে এগিয়ে দিল।

তার এই আচরণ দেখে নিজেকে শামুকের মত গুটিয়ে ফেললাম। উদর-সর্বস্ব মিস্টার মোর খাওয়ায় এতই মগ্ন হয়ে আছেন যে আমাদের এই অদ্ভুত আচরণ ধরতেই পারলেন না।

সারাদিন পড়াশোনা নিয়েই আমি ব্যস্ত থাকলাম। বৃথা চেষ্টা, পড়াশোনা কিছুই হচ্ছে না। চব্বিশ ঘণ্টা শুধু ক্যাট্রিওনার মলিন মুখচ্ছবি আমার চোখে ভেসে ওঠে।

ইতিমধ্যেই আমি আমার জায়গা বদলে ফেলেছি। শুধু খাবারটা এই বাড়িতে খাই। খাবার টেবিলেও আমরা দু'জন তেমন একটা কথা বলি না। ক্যাট্রিওনার বাবা শুধু একা একা বকবক করেন।

হঠাৎ দু'তিন দিন পর মিস্টার মোর আমাকে বললেন, তাঁর ঘরে নাকি আসবাবপত্র খুবই কম। এতে তাঁর খুব সমস্যা হচ্ছে।

তাই আমি প্রয়োজনীয় আসবাবপত্র ভাড়া করে তাঁর ঘর সাজিয়ে দিলাম। তারপর ক্যাট্রিওনার দরজায় দাঁড়িয়ে তাকে ডাকলাম।

সঙ্গে সঙ্গে দরজা খুলে গেল। মনে হলো ও যেন আমার জন্যেই অপেক্ষা করছিল। কিন্তু ওর মুখ ভাবশূন্য মনে হলো। তাই ওকে খুশি করার জন্যে বললাম, 'চলো, ক্যাট্রিওনা, একটু

বেড়িয়ে আসি।'

'ধন্যবাদ। তার আর দরকার নেই। বাবাই আছেন।'

'তিনি তো বাইরে গেছেন। যতদূর জানি ওঁর আসতে দেরি হবে। এতক্ষণ ধরে তুমি একা থাকবে, এটা তো তাঁর খেয়ালই নেই।'

'তুমি কি মনে করো, তোমার কাছ থেকে বাবার সমালোচনা শুনতে আমার ভাল লাগে?'

'না, আমি আসলে তা বলতে চাইনি। তুমি তো রোজ এই সময় বেড়াতে যাও, তাই আর কি! আচ্ছা, তোমার হয়েছে কি বলো তো, আমার ওপর এত রেগে আছ কেন?'

'তোমার ওপর রাগ করা কি আমার সাজে? বরং তুমি আমার জন্যে এতদিন যা করেছ তার জন্যে আমি কৃতজ্ঞ থাকব। সারাজীবন বন্ধু বলে ভাবব।'

'শুধু বন্ধু, আর কিছু নয়?'

'আমার কাছে এর উত্তর নেই। এতদিন আমি যা করেছি, বলেছি সব ভুলে যাও। আমি তো ভুলেই গেছি। আমার বাবা···।'

কথা শেষ করার আগেই কান্নায় ক্যাট্রিওনার গলা বুজে এল। আমি আর নিজেকে সামলাতে না পেরে আবেগরুদ্ধ কণ্ঠে বললাম, 'ক্যাট্রিওনা! আমি যদি তোমাকে বুক চিরে দেখাতে পারতাম, তাহলে দেখতে সেখানে শুধু তোমারই ছবি! এ ছবি কখনও মুছে যাবে না।'

দু'জনেই আমরা চুপ করে থাকলাম। তারপর একটু পরেই আমি বাড়ি থেকে বেরিয়ে এলাম।

এর পাঁচ-ছ'দিন পর একদিন দুপুরে বাড়িতে খেতে এসেছি। দেখি আমার নামে তিনটে চিঠি। সবার আগে অ্যালেনের চিঠি খুললাম। পড়ে দেখি, ও আসছে। স্বভাবতই আমার খুব আনন্দ হলো।

মিস্টার মোরও ঘরে রয়েছেন। অ্যালেনের কথা শুনে তিনি জিজ্ঞেস করলেন, 'একি সেই অ্যালেন ব্রেক, অ্যাপিন হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে যার নাম জড়িয়ে আছে?'

তাঁর প্রশ্নের উত্তর দিতে দিতেই আমি মিস্ গ্র্যান্টের চিঠিটা খুললাম। পড়ে আমি আনন্দে চিৎকার দিয়ে বললাম, 'ক্যাট্রিওনা! আমার কাকা মরে গেছেন। আমি শার জমিদারির ষোলোআনা মালিক হয়েছি।'

ক্যাট্রিওনাও হাত তালি দিয়ে উঠল। আমাদের এই আচরণ দেখে মিস্টার মোর পরিষ্কার বুঝলেন আমাদের মধ্যে কিসের সম্পর্ক। কিন্তু তিনি হচ্ছেন এক নম্বর পাজী লোক! তাই তিনি একটু তিরস্কারের সুরে মেয়েকে বললেন, 'এ তুমি কেমন শিক্ষা পেয়েছ, ক্যাট্রিওনা? মিস্টার ডেভিডের কাকার মৃত্যুতে কোথায় তুমি একটু তাকে সমবেদনা জানাবে, তা না করে লাফালাফি করছ!'

আমি বললাম, 'এটা তো আনন্দেরই সংবাদ!'

'তবুও আগে সমবেদনা জানিয়ে তারপর আনন্দ করতে হয়। তোমার কাকার মৃত্যুতে আমরা যেমন দুঃখিত, তোমার সৌভাগ্যে তেমনি তোমাকে অভিনন্দন জানাচ্ছি।'

তাঁর কথার ধরন দেখে আমার খুব রাগ হলো। তাই বললাম, 'এতে অভিনন্দনেরই বা কি আছে? আমার যা আছে তা একার জন্যেই যথেষ্ট। এত টাকা খাবে কে?'

'একা হবে কেন? তোমার তিনজন হিতৈষী তাঁদের চিঠিতে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন। এ ঘরে আমরা আরও দু'জন আছি। আমার না হয় তোমার সঙ্গে মাত্র ক'দিন পরিচয় হয়েছে; কিন্তু ক্যাট্রিওনা তো তোমার প্রশংসায় পঞ্চমুখ!'

তাঁর কথায় ক্যাট্রিওনার চোখ-মুখ লাল হয়ে গেল। তাই দেখে মেয়েকে তিনি বললেন, 'তোমার তো মা বাইরে কি কাজ আছে,

যাও এই ফাঁকে সেরে আসো। ততক্ষণ আমি ডেভিডের সঙ্গে গল্প করি।'

ক্যাট্রিওনা চলে যেতেই মিস্টার মোর আমাকে বললেন, 'তোমাকে একা পেয়ে ভালই হলো। প্রথম দিনের ব্যবহারে তুমি নিশ্চয়ই আমার ওপর রেগে আছ?'

'একটু ঝেড়ে কাশুন।'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, বাবা; খোলাখুলিই বলছি। ক্যাট্রিওনাকে তুমি যেভাবে এখানে রেখেছ তাতে আমি তোমার ওপর অসন্তুষ্ট হয়েছিলাম ঠিকই, কিন্তু পরে চিন্তা করলাম, এ ছাড়া তোমার অন্য কোন উপায়ও ছিল না।'

আমি কোন কথা না বলে চুপ করে থাকলাম।

তিনি আবারও শুরু করলেন, 'এ-ক'দিন আমি তোমার সব কিছু খেয়াল করেছি। তোমাকে আমার ভাল লেগেছে। তাই ঠিক করেছি ক্যাট্রিওনার সঙ্গে তোমার বিয়ে দেব।'

'আপনি চাইলেই তো হবে না। মিস্ ড্রামন্ড রাজি আছে কিনা সেটা জানতে হবে।'

'তাকে রাজি করার দায়িত্ব আমার।'

'জ্বী-না, মিস্টার মোর। তাকে জোর করে রাজি করাবেন, তা আমি চাই না। ও যদি নিজের ইচ্ছায় আমাকে বিয়ে করতে চায় তাহলে সানন্দে রাজি হব। আর তাকে আমি নিজেই জিজ্ঞেস করব।'

অনিচ্ছা সত্ত্বেও মিস্টার মোর আমার কথা মেনে নিলেন।

পঁচিশ

ক্যাট্রিওনা বাড়ি আসতেই তাকে বললাম, 'তোমার বাবা বলছেন আমরা যেন বাইরে থেকে একটু ঘুরে আসি।'

মিস্টার মোরও বললেন, 'হ্যাঁ, মা, যাও একটু ঘুরে এসো।'

যেখানে আমরা আগে বেড়াতাম আজ সেখানেই এলাম। কিন্তু আগের মত আনন্দ লাগছে না। ক্যাট্রিওনা একটা কথাও বলছে না, এমনকি আমার দিকে একবার তাকালও না।

তার এই আচরণে আমার অসহ্য লাগল। তাই আমি বললাম, 'ক্যাট্রিওনা! আমি তোমাকে এখন যেসব কথা বলব, তুমি কি মন দিয়ে শুনবে?'

'হুম্। বলো, শুনছি।'

'সেদিন রাতের ঘটনার পর আমার এসব কথা বলার হয়তো অধিকার নেই। তুমি শুনেছ, আমি এখন শার জমিদারির মালিক। এতে হয়তো তোমার বাবারও মত বদলেছে।'

বাধা দিয়ে ক্যাট্রিওনা বলল, 'তাঁর ইচ্ছাতেই তুমি আমাকে এসব শোনাচ্ছ।'

'আমি তাঁর কাছে তোমাকে বিয়ে করার প্রস্তাব জানাই। তিনি রাজি আছেন।'

'রাজি আছেন?'

'হ্যাঁ।'

'কিন্তু আমি রাজি না,' বলেই আমার দিক থেকে মুখ ঘুরিয়ে নিল।

'ক্যাট্রিওনা! তুমি এসব কি বলছ? আমাদের এত দিনের সম্পর্ক সব ভুলে গেলে? তুমি এত নিষ্ঠুর! এটাই কি তোমার শেষ কথা?'

'শেষ কথা বাবার সঙ্গে হবে,' এই বলে বাড়ির দিকে রওনা দিল সে।

কিছুক্ষণ ঘোরাঘুরির পর আমিও বাড়িতে এলাম। এসে দেখি তাদের দু'জনের জিনিস-পত্র সব বাঁধা। তার মানে এই বাড়ি ছেড়ে ওরা চলে যাচ্ছে। দু'জনের মুখই থমথম করছে। এতক্ষণ বাপ-মেয়েতে খুব কথা কাটাকাটি হয়েছে তা তাদের মুখ দেখেই বুঝলাম।

মিস্টার মোর আমাকে কি যেন বলতে যাচ্ছিলেন। কিন্তু তাঁকে বাধা দিয়ে ক্যাট্রিওনাই বলল, 'আসলে বাবা এখানে আর থাকতে চান না, তিনি আমাকে নিয়ে অন্য জায়গায় যাবেন। কিন্তু তাঁর পকেট খালি। তাই আবার কিছু ভিক্ষে চাই।'

'মিস্ ড্রামন্ড! আপনি যদি কিছু না মনে করেন তাহলে আপনার বাবার সঙ্গে আমি কিছু কথা বলতে চাই। দয়া করে আপনি কি একটু পাশের ঘরে যাবেন?'

ক্যাট্রিওনা চলে যেতেই মিস্টার মোরকে আমি বললাম, 'আপনার হাতে টাকা ছিল, কিন্তু আমাকে বলেছেন টাকা নেই। এখানে এসেও কম টাকা রোজগার করেননি, অথচ সে-কথা চেপে গিয়ে আমার কাছে ঋণ করেছেন। কথা হলো, আপনাকে টাকা দেয়ার কোন ইচ্ছে আমার নেই। তারপরও আপনি চিঠি লিখে চাইলে টাকা আমি দেব—সে শুধু আপনার মেয়ে ক্যাট্রিওনার জন্যে।'

বাড়ি ফিরতে আমার বেশ খানিক দেরি হলো। ফিরে দেখি

বাড়ি খালি। যে-সব কাপড়চোপড় কিনে দিয়ে ছিলাম, তার কোনটাই ক্যাট্রিওনা নিয়ে যায়নি। তবে আমার দেয়া একটা রুমালের খানিকটা কেটে নিয়ে গেছে।

শূন্য ঘর। আমি একা বসে আছি। আমার চোখ দুটো পানিতে ভরে উঠল।

ছাব্বিশ

চলে যাবার পর ক্যাট্রিওনার বাবা আমাকে তিনটে চিঠি দিয়েছেন। প্রথম চিঠিতে লিখেছেন, তাঁরা ডানকার্কে গেছেন। আপাতত সেখানেই থাকবেন। দ্বিতীয় চিঠিতে বলেছেন, একটা কাজে তাঁকে ইংল্যান্ডে যেতে হবে। বুঝলাম, আমার টাকা দিয়ে উনি তাঁর শখ মেটাচ্ছেন। সেই চিঠিতে তিনি লিখেছেন, 'তোমার চিঠি ও টাকা পেয়েছি। ক্যাট্রিওনার জন্যেই এই টাকা খরচ করব, তুমি এ ব্যাপারে চিন্তা কোরো না। সেও ভাল আছে, তবে আগের মত ওর মধ্যে কোন আনন্দ-ফুর্তি নেই। আমারও ভাল লাগছে না। যা হোক, আমি এখানে এক ফরাসী লোকের অধীনে একটা কাজ করছি। বেতন অবশ্য খুব অল্প। তুমি যদি টাকা না দিতে তাহলে যে মেয়েকে নিয়ে কিভাবে থাকতাম খোদাই জানেন। তোমার সঙ্গে কবে দেখা হবে জানি না। আজ এখানেই শেষ করছি। ভাল থাকো। ইতি—জেমস্ ম্যাকগ্রিগর ড্রামন্ড।'

তবে নিচে ক্যাট্রিওনা দুই লাইন লিখেছে, 'তুমি বাবার কথা

বিশ্বাস কোরো না। তিনি সব মিথ্যে বলছেন–সি.এম.ডি.।'

এরপর অ্যালেন এল। তাকে ক্যাট্রিওনার সব কথা বললাম। শুনে ও বলল, 'তুমি একটা গাধা। নারী চরিত্রের কিছুই বোঝো না।'

আমরা এসব নিয়ে আলোচনা করছি এমন সময় মিস্টার মোরের তৃতীয় চিঠিটা এল। তিনি লিখেছেন, ক্যাট্রিওনা খুব অসুস্থ। আমি যদি একবার ডানকার্কে যাই তাহলে খুব ভাল হয়। অ্যালেনকেও সঙ্গে নিয়ে যেতে বলেছেন। সবশেষে লিখেছেন, 'ফরাসী লোকটা ভাল নয়। তাই সেখানে আমি আর কাজ করি না। আয়ও তেমন নেই। তাই একটা ছোট হোটেলে ঘর নিয়েছি। খুবই কষ্টে আছি। এই কষ্টের মধ্যে যদি তোমরা দু'জন আসো তাহলে খুব ভাল লাগবে।'

অ্যালেন বলল, 'তোমাকে কেন যেতে বলেছেন সেটা তো বুঝলাম। কিন্তু আমাকে যেতে বলার অর্থ কি?'

দু'দিন পরেই আমরা ডানকার্কে রওনা দিলাম। সন্ধ্যার দিকে আমরা সেখানে পৌঁছালাম। অনেক খোঁজাখুঁজির পর অবশেষে মিস্টার জেমসের হোটেল পেলাম।

ম্যানেজারের কাছে শুনলাম, মোর সাহেব হোটেলে নেই। কখন ফিরবেন বলে যাননি। তবে তাঁর মেয়ে দোতলায় আছে।

আমরা দোতলায় উঠতেই দরজায় ক্যাট্রিওনার সঙ্গে দেখা হলো। মাত্র কয়েক মাসের ব্যবধান! কিন্তু আমার মনে হচ্ছে ওকে যেন এক যুগ পর দেখছি। একটু গম্ভীর হয়ে আমাকে অভ্যর্থনা জানাল, 'বাবা শিগ্‌গিরই আসবেন!'

আমার কাছে ক্যাট্রিওনাকে আগের মত লাবণ্যময়ী লাগল না। চোখ-মুখ কেমন শুকনো।

যে রুমালের একটা কোনা ও কেটে নিয়ে এসেছিল, সেটাই আমি টাই-এর মত করে গলায় জড়িয়ে রেখেছি।

সেটা চোখে পড়তেই ক্যাট্রিওনার চোখ মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল। স্মিতহাস্যে বলল, 'বাবা আপনাকে দেখলে খুব খুশি হবেন।'

অ্যালেনকে দেখে বলল, 'আপনার বীরত্বের কথা বাবার কাছে অনেক শুনেছি।'

অ্যালেন তার উত্তর না দিয়ে বলল, 'ডেভিডের আসলে বুদ্ধি বলতে কিছুই নেই। আপনি যে এত সুন্দর আর মধুর, ওর কথা থেকে কিন্তু তা বুঝতেই পারিনি।'

'ডেভিড বুঝি আমার কথা আপনাকে বলেছেন?'

'বলেছে মানে, সারা রাস্তায় তো শুধু আপনারই কথা! কিন্তু এত বলেও আপনার আসল রূপ ফোটাতে পারেনি। আপনি সত্যিই খুব চমৎকার! আমাকে বন্ধু বলে ভাবতে আশা করি আপনার আপত্তি নেই।'

'আপনাকে বন্ধু হিসেবে পেলে তো সেটা আমার ভাগ্য!'

অল্প সময়ের মধ্যে ওরা দু'জন কথাবার্তায় এমন জমে গেল যে মনে হচ্ছে তারাই যেন বহুদিনের পরিচিত, আর আমি নতুন আগন্তুক।

কিন্তু সেটা বেশিক্ষণ নয়। জেমস্ মোর আসতেই ক্যাট্রিওনা নিজেকে আবার গুটিয়ে নিল।

সারাদিন পরিশ্রমের ফলে আমরা খুব ক্লান্ত। তাই দেরি না করে দু'জনেই শুতে গেলাম। পাশাপাশি এক বিছানায় শুতেই অ্যালেন হেসে বলল, 'তুমি ভাই সত্যিই গাধা।'

'এর মানে?'

'মেয়েরা দুই জাতের, তোমাকে বলেছিলাম, সেটা কি তোমার মনে আছে?'

'হ্যাঁ!'

'আচ্ছা, ডেভিড, তুমি এই কাটা রুমাল গলায় বেঁধেছ কেন?'

ঘটনাটা আমি অ্যালেনকে বললাম।

'এই রুমালের দিকে চোখ পড়তেই মিস্ ড্রামন্ডের চোখে-মুখে হঠাৎ করে যে রক্তোচ্ছ্বাস দেখা দিয়েছিল সেটা কি তুমি খেয়াল করেছ? তারমানে যদি বুঝতে পারো তাহলেই তুমি তোমার উত্তর পাবে।'

সাতাশ

জায়গাটা যে কি নির্জন রাতে বুঝিনি, কিন্তু ভোর হতেই বুঝলাম। শহরের এক প্রান্তে সমুদ্রের খাঁড়ির এ দিকে লোকজনের চলাচল নেই বললেই চলে। যতসব চোর, বদমাশ, দাঙ্গাবাজ, চোরাকারবারী, এরাই হচ্ছে এই হোটেলের খদ্দের। মিস্টার মোর যে কোন সাহসে মেয়েকে নিয়ে এখানে আছেন, সেটা বড়ই আশ্চর্য।

অনেক দূরে উঁচু বালিয়াড়ি, তার পরেই সমুদ্র। একপাশে একটা উইন্ড মিল। ক্যাঁচক্যাঁচ শব্দে খুব ভোরেই ঘুম ভেঙে গেল। আস্তে আস্তে বেলা বাড়ছে, কিন্তু কেউ আমাদের কোন খোঁজ খবর নিতে এল না। আমার কাছে ব্যাপারটা আশ্চর্য লাগল।

নাস্তা খাওয়ার সময় জেমস্ মোরকে খুব চিন্তিত মনে হলো। অ্যালেনের মুখেও উদ্বেগের ছায়া। ব্যাপারটা খুব অদ্ভুত লাগল। খাওয়া শেষ হতেই জেমস্ মোর বললেন, উনি নাকি একটা খুব জরুরী কাজে বাইরে যাবেন। দুপুরের আগে বোধহয় ফিরতে

পারবেন না। আমরা যেন কিছু না মনে করি। এই বলে ক্যাট্রিওনাকে এক পাশে ডেকে নিয়ে ফিস্‌ফিস করে কি যেন বললেন।

এরপর অ্যালেন আমাকে বলল, 'ভদ্রলোককে আমার সুবিধের মনে হচ্ছে না। তাই আজ আমি দেখব উনি কোথায় যান, কি করেন। আর এই ফাঁকে তুমি ক্যাট্রিওনার সঙ্গে বোঝাপড়া শেষ করো।'

অ্যালেন তো উপদেশ দিয়েই জেমস্ মোরের পিছন পিছন বেরিয়ে পড়ল, কিন্তু ক্যাট্রিওনাকে কথাটা কিভাবে বলব তাই চিন্তা করতে লাগলাম। শেষে ঠিক করলাম, এখানে নয়, বালিয়াড়ির দিকে বেড়াতে যাব। আমরা হোটেলে কেউ না থাকলে ক্যাট্রিওনা বোধহয় সেদিকেই যাবে। তখন না হয় বলব।

আমি বেরিয়ে কিছু দূর যেতেই দেখি ক্যাট্রিওনা এদিকেই আসছে। তাই দেখে আমি উঁচু একটা বালির ঢিবির আড়ালে লুকালাম এবং ক্যাট্রিওনা এগিয়ে যেতেই তার পিছন পিছন হাঁটতে লাগলাম। বালিয়াড়ি বলে পায়ের কোন শব্দও হলো না।

সমুদ্রের কাছে যেতেই দেখি, একটা রণতরী দাঁড়িয়ে আছে। একটু খেয়াল করতেই চোখে পড়ল, তার নাম লেখা আছে 'সি-হর্স'! এটা একটা ব্রিটিশ রণতরী। ফ্রান্সের উপকূলে এভাবে নোঙর ফেলার অবশ্যই একটা কারণ আছে। সঙ্গে সঙ্গে অ্যালেনের কথা আমার মনে পড়ল। কেনই বা ওকে নিমন্ত্রণ করে এখানে আনা হয়েছে? কি উদ্দেশ্য? ক্যাট্রিওনাই বা কেন একা একা জাহাজের দিকে যাচ্ছে?

আমি একটা উঁচু বালিয়াড়ির আড়াল থেকে দেখলাম, ক্যাট্রিওনা একটা নৌকা করে জাহাজে যাচ্ছে। সেখানে গিয়ে একটা লোকের সঙ্গে কথা বলল। তারপর ওদের মধ্যে পত্র বিনিময়ও হলো।

সমস্ত ব্যাপারটাই আমার কাছে রহস্যময় লাগছে। 'তাহলে কি অ্যালেনকে ধরার জন্যেই এই ফাঁদ পাতা হয়েছে?'

আমি বসে ছিলাম, এবার দাঁড়ালাম। দেখি ক্যাট্রিওনা জাহাজ থেকে ফিরে এদিকেই আসছে। আমাকে দেখে চমকে গেল।

আমি তাকে সুপ্রভাত জানালাম।

সেও জানাল। বলল, 'তুমি আর কখনও বাবাকে টাকা পাঠাবে না।'

'আমি তো ওঁর জন্যে পাঠাই না, তোমার জন্যে পাঠাই।'

'তাই বা পাঠাবে কেন?'

'ক্যাট্রিওনা, অন্তত একটু দয়া করো। এত কঠিন হয়ো না। তোমাকে কি করে বোঝাব, তুমি কাছে না থাকলেও আমার সমস্ত অন্তর জুড়ে শুধু তুমিই আছ। আমি তো তোমাকে ছাড়া বাঁচব না। তোমাকে আমি ভালবাসি, এটাই কি আমার অপরাধ?'

'তুমি কি সত্যি আমাকে ভালবাস?'

'এখনও বোঝোনি?'

'তাহলে শোনো, যে দিন তোমাকে প্রথম দেখেছি, সেদিন থেকেই আমি তোমার। আর আমার,যা ছিল, তোমাকে সব দিয়ে দিয়েছি। এখন নতুন করে কিছুই দেবার নেই।'

ক্যাট্রিওনা অশ্রুসিক্ত কণ্ঠে আবার বলল, 'ডেভিড! আমি আর পারছি না। দয়া করে তুমি আমাকে বাবার কাছ থেকে নিয়ে যাও। বাবার মনে কি আছে আমি জানি না। তবে সেটা যে ভাল নয় এ ব্যাপারে আমার কোন সন্দেহ নেই। এই যুদ্ধ জাহাজের সঙ্গে তাঁর কি সম্পর্ক? আমাকে এখানে কেন পাঠিয়েছেন? এই চিঠিই বা তারা বাবাকে কেন দিল? আচ্ছা. অ্যালেনের কোন ক্ষতি হবে না তো? শোনো, ডেভিড, তুমি এই চিঠিটা খুলে দেখো তো এটার মধ্যে কি লেখা।'

'না, এ আমি পারব না। আমি কখনও কারও চিঠি খুলি না।'

'বন্ধুর জীবন রক্ষার জন্যেও নয়? তাহলে আমিই খুলব।'

'না, তুমিও খুলবে না। কারণ এর সঙ্গে তোমার বাবার মান-মর্যাদার প্রশ্ন জড়িত। এখানে বিপদের আশঙ্কা আছে; এটা ঠিক। ইংরেজদের রণতরী সামনেই দাঁড়িয়ে; জাহাজের কমান্ডার তোমার বাবার নামে চিঠিও দিয়েছেন, একজন অফিসার বালিয়াড়িতে ওত পেতেও আছেন, তাঁর সঙ্গে হয়তো আরও লোকজনও আছে; তারা বোধহয় আমাদের ওপর দৃষ্টিও রাখছে। সব কিছু বিবেচনা করলে চিঠিটা খোলাই উচিত। কিন্তু আমি খুলব না, তোমাকেও খুলতে দেব না।'

ক্যাট্রিওনাকে এসব বললাম ঠিকই, কিন্তু মনে মনে আমার খুব ভয় হচ্ছিল। এমন সময় দেখি অ্যালেন এদিকেই আসছে। তার পরনে সেই লম্বা কোট। জাহাজের অফিসার যদি তাকে একবার দেখে, তাহলে যে ওকে বন্দী করবে এ ব্যাপারে আমার আর সন্দেহ থাকল না। কারণ ও হচ্ছে রাজদ্রোহী, সেনাদল থেকে পালিয়েছে, তার বিরুদ্ধে হুলিয়াও বের হয়েছে। ভাবতেই আমার গা শিউরে উঠল। ক্যাট্রিওনাকে বললাম, 'এই চিঠি যদি কারও খোলার অধিকার থাকে তাহলে অ্যালেনেরই আছে।'

আমাদের দু'জনকে দেখে অ্যালেন হাসিমুখে এগিয়ে এল। ও দেখেই বুঝল আমাদের মধ্যে বোঝাপড়া হয়ে গেছে। তাই পরিহাস-তরল কণ্ঠে বলল, 'আমার কথাই তো ঠিক হলো!'

'ওসব কথা পরে হবে। তোমার এখন খুব বিপদ। এই চিঠিটা খোলো। আর দেখো, তোমাকে ধরার জন্যে "সি-হর্স" জাহাজ দাঁড়িয়ে আছে।'

'আরে, এটা তো দেখছি জেমস্ মোরের চিঠি। ও, ঘটনা বুঝেছি। কাল রাতে তুমি যখন ঘুমাচ্ছিলে তখন শুনলাম মোর সাহেব কার সঙ্গে যেন ফরাসীতে কথা বলছেন। তারপরই হোটেলের দরজা বন্ধ করার শব্দ শুনলাম।'

'তুমি তো দেখলাম অঘোরে ঘুমাচ্ছিলে?'

অ্যালেন কোন কথা না বলে চিঠিটা খুলল। সেটা পড়ে দুমড়ে মুচড়ে পকেটে রেখে দিল।

ক্যাট্রিওনাই প্রথমে জিজ্ঞেস করল, 'ঘুষ খেয়ে বাবা বুঝি আপনাকে ধরিয়ে দেবার ব্যবস্থা করেছে?'

'হ্যাঁ, আপনি ঠিকই বলেছেন। থাক, এখনও পালাতে পারব। ডেভিড, আমাদের আর দেরি করা যাবে না।'

'হ্যাঁ, চলো। তবে সঙ্গে ক্যাট্রিওনাকেও নিয়ে যাব। তাকে এই রকম শয়তান বাপের কাছে আর রেখে যাব না। ওর সঙ্গে আমার কথা হয়েছে। ওকে আমি বিয়ে করব।'

'শুনে খুবই খুশি হলাম। সত্যিই তোমার কপাল ভাল যে এমন রত্ন তুমি পাবে।'

আমরা তিনজন খুব জোরে পা চালালাম। উইন্ড মিলের কাছে এসে দেখি, নাবিকের পোশাক পরা এক লোক দাঁড়িয়ে আছে। আমাদের জন্যেই বোধহয় অপেক্ষা করছে। অ্যালেন পিছন থেকে তাকে এমন জোরে এক ঘুসি মারল যে মাটিতে মুখ থুবড়ে পড়ল। উঠে দাঁড়াবার ক্ষমতাও থাকল না।

অ্যালেন বলল, 'চারদিকেই আমাদের শত্রু। জেমস্ মোরও। তাই এক মুহূর্ত দেরি না করে এখুনি হোটেল ছেড়ে আমাদের পালাতে হবে।'

হোটেলে এসেই দেখি জেমস্ মোরও এইমাত্র ফিরেছেন। অ্যালেন তাঁকে বলল, 'আপনার কি কাজ শেষ হয়েছে?'

'দুপুরে খাওয়ার সময় বলব।'

'ততক্ষণ পর্যন্ত আমরা এখানে থাকব না। এখুনি আমরা চলে যাব।'

'সে কি!'

'এ ছাড়া উপায় কি বলুন? আপনার গোপন কাজের সঙ্গে যে

"সি-হর্সের"ও সম্পর্ক আছে, তা তো জানতাম না। জাহাজের কমান্ডার আপনাকে যে চিঠি দিয়েছে, সেটা আমার পকেটে। কাজেই আর নাটক করবেন না।'

এই কথা শুনেই জেমস্ মোর তরোয়াল খুলে অ্যালেনের ওপর লাফিয়ে পড়লেন। অ্যালেনও তার তরবারি বের করল। সাংঘাতিক অসিযুদ্ধ শুরু হয়ে গেল। কিছুক্ষণের মধ্যেই জেমস্ কাবু হয়ে গেলেন। তাঁর শরীর কেটে রক্ত গড়াতে লাগল।

তার এই বিপদ দেখে আমিও আমার তরবারি খুললাম। ক্যাট্রিওনা হঠাৎ এসে পড়ায় তার গলায় একটু খোঁচা লাগল।

'দুঃখিত; আসলে আমি দেখিনি।'

'ও কিছু নয়। তুমি যে আমার বাবার জন্যে এগিয়ে এসেছিলে, এর জন্যে আমি সারাজীবন তোমার কাছে কৃতজ্ঞ থাকব।'

ক্যাট্রিওনা তার জিনিস-পত্র গুছিয়ে নিতেই আমরা হোটেল থেকে বেরিয়ে পড়লাম। কাছেই আমাদের ঘোড়া বাঁধা ছিল। আমরা তাতে উঠে কিছুদূর যেতেই দেখি, চারদিক থেকে জাহাজের নাবিক ও নৌ-সেনারা আমাদের ধরতে আসছে। কিন্তু আমরা তাদের নাগালের বাইরে। তাদের হাতে অবশ্য অস্ত্র ছিল, কিন্তু এলাকাটা ফরাসী রাজ্য বলে তা তারা ব্যবহার করতে সাহস পেল না।

শেষ পর্যন্ত আমরা নিরাপদেই লিডেনে এলাম। বলতে গেলে ক্যাট্রিওনাকেও আমরা তরোয়ালের মুখে তার বাবার হাত থেকে ছিনিয়ে এনেছি। আইনের চোখে এটা অপরাধ। তাই ঠিক করলাম, ওকে ওদের গোষ্ঠীপতির কাছে নিয়ে যাব। তিনিই আমাদের বিয়ের ব্যবস্থা করবেন।

তাই হলো। কয়েকদিনের মধ্যেই আমাদের বিয়ে হয়ে গেল। বিয়ের পর অ্যালেন আমাদের সঙ্গে মাত্র একদিন ছিল। তাকে

ধরে রাখতে পারলাম না। ঠাট্টা করে বলল, 'এখন বন্ধুর চেয়ে নতুন সঙ্গিনীকেই বেশি ভাল লাগবে। তোমাদের মধুচন্দ্রিমা শেষ হোক, তারপর হঠাৎ একদিন উদয় হব।'

***